Contents

একটি লিখিত ডিবেট/বিতর্ক

ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ
ও
ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ

মূল : আব্দুর রহমান মুবারকপুরী

বঙ্গানুবাদ : কামাল আহমাদ

সালাফী পাবলিকেশন্স, ঢাকা

Contents

সংশয় নিরসণ

'ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ

[অভিযোগের জবাবসহ]

ও

ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ

মূল

'আব্দুর রহমান মুবারকপুরী رحمه الله

['সুনানে তিরমিযী'র বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'তুহফাতুল আহওয়াযী'র লেখক]

অনুবাদ ও সঙ্কলন

কামাল আহমাদ

প্রকাশনায়

সালাফী পাবলিকেশন্স, ঢাকা

Contents

‘ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ ও ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ

মূলঃ ‘আব্দুর রহমান মুবারকপুরী رحمه الله

বঙ্গানুবাদঃ কামাল আহমাদ

প্রকাশনায়
সালাফী পাবলিকেশন্স
৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
দোকান নং ২০১ (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭, ০১৬৮০-১০১৬১৪

© অনুবাদক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ: অগাস্ট ২০১২ ঈসায়ী

অক্ষর সংযোজন
শহীদ আল-মোবারক
বুক্স এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, ঢাকা

মুদ্রণ: আল-মোবারক প্রিন্টার্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

বিনিময়: ৯০.০০ (নব্বই টাকা মাত্র)

Contents

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	ভূমিকা	৫
২	সহীহ হাদীস পরস্পরের বিরোধী নয়?	৭
৩	সংক্ষেপে সহীহ হাদীসের পরিচয় এবং জারাহ ও তা'দীল বিতর্ক নিরসন –মুহাদ্দেস হাফেয মুহাম্মাদ সাহেব গোন্ধলভী رحمه الله	৯
৪	সিক্বাহ রাবী'র বর্ণনার বৃদ্ধি প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী আলোচনার সার-সংক্ষেপ	১৯
৫	জারাহ ও তা'দীলের বর্ণনা	২০
৬	যদি জারাহ ও তা'দীল সাংঘর্ষিক হয় তখন করণীয় কী?	২২
৭	সংক্ষেপে তাদলীস ও মুদাল্লিস পরিচিতি –ইমাম নববী رحمة الله عليه	২৪
৮	তাদলীস ও তার হুকুম	২৭
৯	**সহীহাইন (বুখারী-মুসলিম) ও মুদাল্লিসীন**	৩১
১০	**তাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন**	৩১
১১	শায়েখ আলবানী ও মুদাল্লিসদের স্তর বিন্যাস	৩৫
১২	**'ঈদের সালাতের বারো তাকবীরের প্রমাণ ও ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ** –মূল: 'আব্দুর রহমান মুবারকপুরী رحمه الله	৩৬
১৩	**শুরুর কথা**	৩৭
১৪	ভূমিকা	৩৮
১৫	**সাহাবীগণ رضي الله عنهم, তাবে'য়ীন رحمهم الله, অধিকাংশ মুজতাহিদ ইমামগণ رحمهم الله 'ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের অনুসারী ছিলেন**	৩৮
১৬	প্রথম অধ্যায় **সহীহ ও মারফু' হাদীস দ্বারা বারো তাকবীরের প্রমাণ**	৪৮
১৭	দ্বিতীয় অধ্যায় হানাফীদের 'ঈদের সালাতে দেয়া ছয়টি তাকবীর কী সহীহ মারফু' হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?	৭০

Contents

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১৮	**ছয় তাকবীরের দলিলসমূহের আরো কিছু বিশ্লেষণ** –অনুবাদ ও সঙ্কলনঃ কামাল আহমাদ	৮৫
১৯	‘ঈদের তাকবীর সম্পর্কে আরো পর্যালোচনা	১০৮
২০	**আসমাউর রিজালের আলোকে ইবনে লাহী‘য়াহ رحمه الله** –শায়েখ ইরশাদুল হক্ব আসরী حفظه الله	১২২
২১	ইবনে লাহিয়ার ভিন্ন একটি দিক	১২৬

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

আল্লাহ'র ঘোষণানুযায়ী ইসলাম পরিপূর্ণ।[১] তিনি তাঁর নাযিলকৃত বিধানে কোন বৈপরীত্য বা ইখতিলাফ রাখেন নি।[২] ইখতিলাফ বা বিতর্ক নিরসণের জন্যেই নবীগণের প্রতি সত্যনিষ্ঠ কিতাব নাযিল করা হয়।[৩] এমনকি এ উম্মাতের জন্যে দ্বীনি বিষয়ে ইখতিলাফ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।[৪] তাছাড়া ইখতিলাফ করা এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন দল বা ফিরক্বায় বিভক্ত হওয়াকে মহাআযাবে নিমজ্জিত হওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ ﷻ বলেন,

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ ؕ وَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ —

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের কাছে স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আসার পরও ফিরক্বা (দল/উপদল) সৃষ্টি করেছে এবং ইখতিলাফ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাআযাব।"[৫]

---

[১] এ মর্মে বর্ণিত হয়েছেঃ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ "আজকের দিনে আমি দ্বীন (ইসলাম)-কে পরিপূর্ণ করে দিলাম।" [সূরা মায়িদাহ, ৩ আয়াত]

[২] এ মর্মে বর্ণিত হয়েছেঃ اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ؕ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا "তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করে না? এটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে নাযিল হত, তাহলে অবশ্যই এতে বৈপরীত্য (ইখতিলাফ) দেখতে পেত।" [সূরা নিসা, ৮২ আয়াত]

[৩] এ মর্মে বর্ণিত হয়েছেঃ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ "আর তাদের (নবীদের) সাথে হক্বসহ কিতাব নাযিল করেছি, যেন মানুষের মধ্যকার ইখতিলাফ (মতপার্থক্য)গুলো নিরসণ হয়।" [সূরা বাক্বারাহ, ২১৩ আয়াত]

[৪] এ মর্মে নবী ﷺ বলেছেনঃ لَا تَخْتَلِفُوْا فَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوْا فَهَلَكُوْا "ইখতিলাফ করো না। কেননা তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা ইখতিলাফ করত। এ কারণে তারা ধ্বংস হয়ে গেছে।" [সহীহ বুখারী, কিতাবুল আহাদিসুল আম্বিয়া] অন্যত্র বর্ণিত হয়েছেঃ اَنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ "তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা (আল্লাহর) কিতাবে ইখতিলাফ করেছিল। এ কারণে তারা ধ্বংস হয়েছিল।" [সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ইলম]

[৫] সূরা আলে-ইমরান, ১০৫ আয়াত।

নবী তাঁর উম্মাতকে কিতাবের মধ্যকার ইখতিলাফ নিরসণের পদ্ধতি বলে গেছেন। 'আমর ইবনে শু'আয়িব তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন :

سَمِعَ النَّبِيُّ قَوْمًا يَّتَدَارَؤُنَ فِي الْقُرْانِ فَقَالَ اَنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهذَا
ضَرَبُوْا كِتَابَ اللهِ بَعْضَه' بِبَعْضٍ وَّ اَنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُه' بَعْضًا فَلاَ تُكَذِّبُوْا
بَعْضَه' بِبَعْضٍ فَمَا عَلِمْتُمْ مِّنْهُ فَقُوْلُوْا وَمَا جَهِلْتُمْ فَكِلُوْهُ اِلي عَالِمِه

"নবী ﷺ একদল লোককে কুরআনের বিষয়ে বিতর্ক করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন: তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা এ কারণেই হালাক (ধ্বংস) হয়েছে। তারা আল্লাহর কিতাবের একঅংশকে অপরঅংশ দ্বারা বাতিল করার চেষ্টা করেছিল। অথচ কিতাবুল্লাহ নাযিল হয়েছে এর একঅংশ অপরঅংশের সমর্থক হিসাবে। সুতরাং তোমরা এর একঅংশকে অপরঅংশ দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করবে না। বরং যা তোমরা জান কেবল তা-ই বলবে। আর যা জান না তা যে জানে তার কাছে সপর্দ করবে।"[৬]

হাদীসটি থেকে সুস্পষ্ট হল, দ্বীনি বিষয়ে বিতর্ক নিষিদ্ধ। শরী'আতে বর্ণিত বিষয়গুলো কখনই স্ববিরোধী হতে পারে না। তেমনি সহীহ হাদীসও পরস্পরের বিরোধী নয়। কখনো এমনটি পরিদৃষ্ট হলে যোগ্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে তার সমাধান নিতে হবে।

---

[৬] **হাসান** ঃ আহমাদ, মিশকাত [ঢাকাঃ এমদাদিয়া লাইব্রেরী] ২য় খণ্ড হা/২২১। নাসিরুদ্দীন আলবানী হাদীসটিকে 'হাসান' বলেছেন– আলবানীর তাহক্বীক্বকৃত মিশকাত ১/২৩৮ পৃ:। শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই رحمه الله আহমাদের বর্ণনাটিকে যুহরীর তাদলীসের কারণে য'য়ীফ বলেছেন। তবে তাক্বদীর নিয়ে সাহাবীদের বিতর্ক শুনে নবী ﷺ বলেছিলেন: بهذا أمرتُم أو لهذا خلقتم تضربون القرآن بعضه بيعض بهذا هلكت الأمم قبلكم "তোমাদের কি এ কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অথবা এর জন্য কি তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরা তো কুরআনের কতক আয়াতকে কতক আয়াতের মোকাবেলায় উপস্থাপন করছো। এ জন্যই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাত ধ্বংস হয়েছে।" (ইবনে মাজাহ হা/৮৫) শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই পূর্বোক্ত বিশ্লেষণের পর এই হাদীসটি সম্পর্কে লিখেছেন: "এই হাদীসটি হাসান। আর বুসীরী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [আযওয়াহউল মাসাবীহ ফী তাহক্বীক্বে মিশকাতুল মাসাবীহ ১/৩০০ পৃ: হা/২৩৭] সর্বোপরি সাক্ষ্যের ভিত্তিতে আহমাদের বর্ণনাটি হাসান। আল্লাহ ﷻ-ই তাওফিক্বদাতা।

Contents

সহীহ্ হাদীস পরস্পরের বিরোধী নয়?

ইমাম শাফে'য়ী رحمه الله বলেছেন:

لا تُخالف سنة رسول ﷺ كتاب الله بِحال

“কোনভাবেই রসূলুল্লাহ-এর সুন্নাত আল্লাহ্র কিতাবের খেলাফ হতে পারে না।” [আর-রিসালাহ ১/৫৪৬ পৃ: (তাহক্বীক্ব : আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, মিশর ঃ মাকতাবুল হালাভী, ১৩৫৮ হি:/১৯৪০ ঈসা'য়ী]

ইমাম ইবনে খুযায়মাহ رحمه الله বলেছেন:

لا أعرفُ حديثينِ صحيحينِ متضادَّينِ ، فَمَنْ كانَ عندَهُ فليأتِي بهِ لأُؤَلِّفَ بينهُمَا

“আমি এমন কোন সহীহ্ হাদীস জানি না যা পরস্পরের বিরোধী। যদি কোন ব্যক্তি (সহীহ্ হাদীসে) বিরোধ মনে করে, সে যেন আমার কাছে সেটা নিয়ে আসে। তাহলে তাদের পারস্পরিক (সমাধানের) অবস্থাগুলো দেখব।” (সিদ্দীক হাসান খান, মিনহাজুল উসূল ইলা ইসলাহী আহাদীসির রসূল; হাফেয ইরাক্বী, শরহে তাবসিরাহ ও তাযকিরাহ)[৭]

সুতরাং যদি হাদীসের মধ্যকার বিতর্ক নিজ সীমাবদ্ধতা ও 'ইলমের কমতির কারণে বুঝা না যায়, তবে যেন তারা হাদীস বিশেষজ্ঞদের স্মরণাপন্ন হয়। এ মর্মে রিসালাহ ইবনে কুতায়বাহ, ইমাম শাফে'য়ীর কিতাবুল 'উম, ইমাম শওকানীর 'ইরশাদুল ফুহুল; কিংবা সিদ্দিক হাসান খান -এর তিনটি কিতাব 'মিনহাজুল উসূল ইলা ইসলাহী আহাদীসির রসূল', 'হুসূলুল মামূল মিন 'ইলমিল উসূল' ও 'হিদায়াতুস সাইল ইলা আদিল্লাতিহিল মাসায়িল' দ্রষ্টব্য।

উম্মাতের মধ্যে এমন বহু বিতর্ক আছে– যা মনগড়া, দুর্বল ও অসম্পূর্ণ দলিল উপস্থাপনা, বিভিন্ন দলিলের মধ্যে সঠিক পন্থায় সমন্বয়ের অভাব, সুনির্দিষ্ট ইমাম– মুজতাহিদ বা সংগঠকের অসম্পূর্ণ গবেষণা ও তাক্বলীদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এমনই একটি বিষয় “ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের প্রমাণ”। আমরা এক্ষেত্রে বিভিন্ন ইমাম ও গবেষকদের

---

[৭] মুহাম্মাদ আবূল হাসান শিয়ালকোটি, আয-যাফরুল মুবীন ফী রদ্দে মুগালিতাতুল মুক্বাল্লিদীন (পাকিস্তান, মাকতাবাহ মুহাম্মাদিয়া, এপ্রিল ২০০২) পৃ:৬৩।

Contents

গবেষণা অনুবাদ ও সংকলনের মাধ্যমে উপস্থাপন করলাম, যেন সাধারণ মুসলিমও দলিলগুলোর প্রকৃত স্বরূপ ও বিধান জানতে পারে। আলোচ্য উপস্থাপনায় প্রমাণ করতে সচেষ্ট হব– শরী‘আতে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সরল বিধান রয়েছে। যা সঠিক উপস্থাপনা ও সমন্বয়ের অভাবে এ ব্যাপারে উম্মাত দ্বিধাবিভক্ত। বইটি পাঠের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভূমিকাতে উল্লিখিত শর্ত ও পরবর্তী পৃষ্ঠাতে বর্ণিত “সংক্ষেপে সহীহ্ হাদীসের পরিচয় ও জারাহ্ ও তা‘দীল বিতর্ক নিরসণ”-এ উল্লিখিত হাদীসের মধ্যকার বিরোধ নিরসণের শর্তগুলো সবাইকে স্মরণ রাখতে হবে এবং অহীর বিরোধীতায় ব্যক্তি বিশেষের মতামত ও অন্ধ অনুসরণকে (তাক্বলীদ) প্রত্যাখ্যান করতে হবে। আর তাহলেই সমস্যাটির সমাধান সুস্পষ্ট হবে, ইনশাআল্লাহ।

নিবেদক,
কামাল আহ্মাদ
কাজীপাড়া, যশোর– ৭৪০০।
ই-মেইলঃ kahmed_islam05@yahoo.com

সংক্ষেপে সহীহ্ হাদীসের পরিচয় এবং জারাহ্ ও তা'দীল বিতর্ক নিরসণ

–মুহাদ্দেস হাফেয মুহাম্মাদ সাহেব গোন্দলভী[৮] رحمه الله

ক. সহীহ্ হাদীস কাকে বলে: মুহাদ্দিসগণের নিকট সহীহ্ হাদীস হল, যে হাদীসের– ১) সনদের বর্ণনাকারীদের 'আদালত (ন্যায়পরায়ণতা) ও ২) যবত (তীক্ষ্ণ স্মৃতিশক্তি) পাওয়া যায়, ৩) শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সনদের কোন স্তর বিছিন্ন নয় তথা মুত্তাসিল, ৪) শায নয়, ৫) কোন কিছু গোপন থাকার ইল্লাত (ত্রুটি) নেই।

যখন কোন হাদীসে পূর্বোক্ত পাঁচটি শর্ত পাওয়া যায়, তখন মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীসটি সহীহ্।

যখন কোন হাদীসে যবত ছাড়া অন্যান্য সবগুলো শর্ত পাওয়া যায়, অর্থাৎ কেবল যবতে কমতি পাওয়া যায়, তখন হাদীসটিকে হাসান বলে।

যদি অন্যান্য শর্তগুলোর কোন একটি শর্ত না পাওয়া যায়, কিংবা একাধিক শর্ত পাওয়া না যায়– যেমন রাবীর আদালত না পাওয়া, কিংবা সনদে বিচ্ছিন্ন থাকা তথা মুরসাল বা মুনকাতি' হওয়া। কিংবা সনদটিতে কোন গোপনীয়তা আছে, কিংবা স্মৃতিশক্তি খুব বেশী খারাপ। সেক্ষেত্রে হাদীসটি য'য়ীফ হয়। বিস্তারিত : হাফেয ইরাক্বী رحمه الله–এর 'আলফীয়াহ' ও ইবনে হাজার رحمه الله-এর 'নুখবাহ' প্রভৃতি।

খ. **মুরসাল হাদীসে ৩ নং শর্তটি না থাকার কারণে জমহুর বিশেষজ্ঞ এটিকে য'য়ীফ ও মারদুদ গণ্য করেছেন**। ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله ও ইমাম মালিক رحمه الله এটিকে ক্বুবুল করেছেন। হাফেয ইরাক্বী رحمه الله লিখেছেন:

---

[৮] লেখক সংক্ষেপে তাঁর লিখিত "খয়রুল কালাম ফী উজুবিল ক্বিরাআত খলফাল ইমাম" (পাকিস্তানঃ মাকতাবাহ নু'মানিয়াহ) পৃ: ৩৫-৫০ পৃ: পর্যন্ত সহীহ হাদীসের প্রকারভেদ এবং জারাহ ও তা'দীল সম্পর্কে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত নীতিমালাগুলোই কেবল সেখান থেকে উল্লেখ করলাম। –অনুবাদক।

Contents

وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ؛ لِلجَهْلِ بِالسَّاقِطِ فِي الإسْنَادِ وَصَاحِبُ التَّمهِيدِ عَنهُمْ نَقَلَه

"জমহুর মুহাদ্দিসীন মুরসাল হাদীসকে মারদুদ গণ্য করেছেন। কেননা সেক্ষেত্রে সনদে রাবী সাক্বিত (উহ্য) হওয়াই মাজহুল (অজ্ঞাত) থাকে। ইমাম ইবনে 'আব্দুল বার رحمه الله 'আত-তামহীদে' মুহাদ্দিসগণ থেকে এমনটিই উল্লেখ করেছেন।"[৯]

ইমাম মুসলিম رحمه الله 'মুক্বাদ্দামাহ'-তে লিখেছেন:

وَالْمُرْسَلُ مِنَ الرِّوَايَاتِ فِى أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالأَخْبَارِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ

"রেওয়ায়াতের মধ্যে মুরসাল– আমাদের সঠিক উক্তি অনুযায়ী ও আহলে ইলমের নিকট হুজ্জাত (দলিল) নয়।"[১০]

ইমাম শাফে'য়ী رحمه الله লিখেছেন:

"যদি ইরসালকারী রাবী বড় কোন তাবে'য়ী হন বা সবসময় সিক্বাহ রাবীদের থেকে রেওয়ায়াত করেন এবং তাঁর মুরসালটি কোন মুত্তাসিল হাদীসের বিরোধী না হয়– তবে তা মাক্ববুল। যদি মুরসাল হাদীস মুত্তাসিল মা'রূফের বিরোধী হয়– তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপ যদি বড় তাবে'য়ী না হন, কিংবা তাঁর অভ্যাস হল সিক্বাহ ও গায়ের সিক্বাহ উভয় রাবী থেকে বর্ণনা করা– তবে তাঁর মুরসাল গ্রহণযোগ্য নয়।" (কিতাবুল ক্বিরাআত বায়হাক্বী, পৃ: ১৪৩)

সহীহ মুসলিমের মুক্বাদ্দামাহ–তে বর্ণিত হয়েছে ঃ 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه বলেছেন,

فلما ركب الناس الصعب والذلول، لَم نأخذ من الناس إلا ما نعرف

"যখন থেকে লোকেরা জটিল ও নিচু পথে চলতে থাকল, তখন আমরা লোকদের কাছ থেকে (হাদীস) নিতাম না যদি সে মা'রুফ (প্রসিদ্ধ) হত।"

ইমাম শাফে'য়ী رحمه الله বলেছেন: "যদি আমি কোন বড় ব্যক্তির থেকে বর্ণনা করি তবে যুহরী رحمه الله থেকে করি। কিন্তু যুহরী رحمه الله–এর কোন মুরসাল নেই।" (কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ১৪৪)

---

[৯] হাফেয ইরাক্বী, আল-ফিয়াহ ১/১২ পৃ:।

[১০] সহীহ মুসলিম– মুক্বাদ্দামাহ بَاب صِحَّةِ الاِحْتِجَاجِ بِالْحَدِيثِ الْمُعَنْعَنِ

ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله বলেছেন: “ইবরাহীম নাখ‘য়ী যদিও সিক্বাহ কিন্তু তিনি মাজহুল (অজ্ঞাত)-দের থেকে বর্ণনা করেন।”(কিতাবুল ক্বিরাআত পৃ: ১৪)

মুরসালের ত্রুটি ও অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। নাসর বিন ইয়াহইয়া رحمه الله বলেছেন: আমি ইমাম শু‘বা رحمه الله-এর দরজায় বসে হাদীস তাকরার করছিলাম। আমি বললাম: আমাকে ইসরাঈল হাদীস শুনিয়েছেন আবূ ইসহাক্ব থেকে, তিনি ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আতা থেকে, তিনি ‘উক্ববাহ বিন ‘আমির থেকে ....। তখন ইমাম শু‘বা বের হতে না হতেই আমাকে একটি চড় মারলেন এবং ঘরে চলে গেলেন। আমি একটি কিনারাতে আলাদাভাবে বসে পড়লাম। তখন ইমাম শু‘বা رحمه الله বের হয়ে বললেন: তার কি হল যে সে বসে আছে? ‘আব্দুল্লাহ বিন ইদরীস বললেন: আপনি তার সাথে কঠোর ব্যবহার করেছেন। ইমাম শু‘বা رحمه الله বললেন: দেখ, সে ইসরাঈলের মধ্যস্থতায় আবূ ইসহাক্ব থেকে, তিনি ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আতা থেকে, তিনি ‘উক্ববাহ বিন ‘আমির থেকে তিনি নবী ﷺ থেকে সনদের হাদীস বর্ণনা করেছে। ইমাম শু‘বা বলেন: আমি আবূ ইসহাক্বকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কিভাবে হাদীস শুনেছেন। তিনি বললেন: ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আতার মধ্যস্থাতায় ‘উক্ববাহ বিন ‘আমির থেকে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আতা কি ‘উক্ববাহ বিন ‘আমির থেকে শুনেছেন? তখন তিনি রাগ হয়ে গেলেন। মুস‘আর বিন কাদাম তখন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন: তুমি তো শায়েখকে রাগিয়ে দিয়েছ। আমি বললাম: তুমি হাদীসটি সহীহ হিসাবে প্রমাণ কর। মুস‘আর বললেন: ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আতা মক্কাতে আছেন। ইমাম শু‘বা বলেন: আমি মক্কাতে গিয়ে ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আতার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। আমি বললাম : আপনি এ হাদীসটি কার থেকে শুনলেন। তিনি বললেন: সা‘আদ বিন ইবরাহীম। ইমাম শু‘বা বলেন: আমি ইমাম মালিক বিন আনাসের সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, সা‘আদ বিন ইবরাহীম কোথায়? ইমাম মালিক رحمه الله বললেন: মদীনাতে। ইমাম শু‘বা رحمه الله বলেন: তখন আমি মদীনাতে গেলাম এবং সা‘আদ বিন ইবরাহীমকে পেয়ে হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: এই হাদীসটি তো তোমার পক্ষ থেকে এসেছে। অর্থাৎ যিয়াদ বিন মাখরাক্ব আমাকে হাদীসটি শুনিয়েছেন। ইমাম শু‘বা বললেন: যখন যিয়াদের বর্ণনা রয়েছে তখন হাদীসটির সম্পর্ক তার পর্যন্ত পৌঁছে। একস্থানের হাদীস বর্ণনাই যথেষ্ট ছিল। অথচ এটি

মাক্কী হল, অতঃপর মাদানী হল। আর এখন বসরী হয়েছে। ইমাম শু'বা বলেন: আমি বসরাতে গিয়ে যিয়াদের সাথে দেখা করি। প্রথম সে হাদীসটি বর্ণনা করতে ইতস্ততঃ করল। অতঃপর সে আমাকে তাগিদের সাথে বলল: আমি শাহর বিন হাওশাব থেকে আবূ রায়হানাহ থেকে, তিনি নবী ﷺ থেকে হাদীসটি শুনেছেন। শু'বা বলেন: এতে শাহর-এর নাম নেয়া হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি দ্বারা খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। (কিতাবুল ক্বিরাআত, পৃঃ ১৪৩-৪৫)

সর্বাবস্থায় মুরসালকে হুজ্জাত গণ্য করা কুরআন মাজীদের বিরোধী হয়। কুরআন মাজীদে বর্ণিত হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

"যদি খবরদাতা ফাসেক্ব হয় তবে তাহক্বীক্ব করে নাও।"

[সূরাঃ আল-হুজুরাত- ৬]

কেননা মুরসাল হলে রাবী মাহযুফ (উহ্য) থাকায় সংশয় সৃষ্টি হয় যে, সাহাবীর নিচে কোন তাবে'য়ী আছেন। আর তাবে'য়ীর ফাসেক্ব হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

কিছু হানাফী আলেম বলেছেন: যতক্ষণ সাহাবীর নাম বলা না হয় ততক্ষণ সহীহ হবে না।[১১] আশ্চর্যের বিষয় হল, তারাই মুরসাল হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন: "যদি এটাকে মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও গ্রহণ করা হয় তবে জমহুরের কাছে দলিল হিসাবে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। কিছু আহলে ইলমের মতে, মুরসাল হাদীসও হুজ্জাত। (কিতাবুল 'ঈলাল ২/২৩৯ পৃঃ)[১২]

এই (হানাফী) উসূলের অর্থ দাঁড়ায়, সাহাবীর নাম না নিয়ে যদি বলা হয় "জনৈক সাহাবী" থেকে শোনা তবে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ যখন (সনদটিতে) সাহাবীর অস্তিত্বই নেই তখন সেটা গ্রহণযোগ্য। (!?)

সাহাবীর মুরসাল বর্ণনাঃ হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله বলেছেন : "যাঁরা নবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন কিন্তু হাদীস শোনেন নি সে সমস্ত সাহাবীর বর্ণনাকে মুরসাল সাহাবী বলে। আর সাহাবীর رضي الله عنه মুরসাল বর্ণনা

---

[১১] সরফরায খাঁ সফদার, আহসানুল কালাম ২/৯০ পৃঃ।

[১২] সরফরায খাঁ সফদার, আহসানুল কালাম ১/১৭১ পৃঃ।

গ্রহণযোগ্য হওয়াটা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। তাছাড়া প্রাধান্যপ্রাপ্ত মাযহাব হল, তাঁদেরকে সাহাবী বলে গণ্য করা হয়। (ইসাবাহ ২/২২০)

অন্যত্র বলেছেন :

وأطلق جماعة أن من رأى النبي ﷺ فهو صحابي وهو مَحهول على من بلغ سن التمييز إذ من لّم يُميز لا تصح نسبة الرؤية إليه . نعم يصدق إن النبي ﷺ رآه فيكون صحابيا من هذه الْحيْثية ومن حيث الزواية يكون تابعيا

“একটি জামা‘আতের ব্যাখ্যা হল, যে ব্যক্তি নবী ﷺ-কে দেখেছে সেই সাহাবী। প্রকৃতপক্ষে সাহাবী হিসাবে তখনই গণ্য হবে, যখন সে এতটা বয়সে নবী ﷺ-কে দেখেছে তখন তার মধ্যে তমীয (বিবেক–বিবেচনা) এসেছে। কেননা যার তমীয হয় নি, তার সম্পর্কে এটা বলা যে, সে নবী ﷺ-কে দেখেছে– গ্রহণযোগ্য নয়। তবে কেবল এতটুকুই বলা যায় সে নবী ﷺ-কে দেখেছে, এ কারণে সাহাবী বটে। কিন্তু হাদীস বর্ণনাকারী হিসাবে তাঁকে তাবে‘য়ী গণ্য করা হবে।” (ইসাবাহ ২/৮ পৃ:)

বর্ণনাটি থেকে বুঝা গেল, যে ব্যক্তি তমীয হওয়ার বয়সে নবী ﷺ-কে দেখে নি তার বর্ণনা যদি মুরসাল হয়– তবে সাহাবীদের মুরসাল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। বরং তাবে‘য়ীদের মুরসাল হবে। আর তাবে‘য়ীদের মুরসাল জমহুর মুহাদ্দিসীনদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

অন্যত্র বলেছেন: “যদি কেউ নবী ﷺ-এর যামানাতে কোন সাহাবীর ঘরে জন্মে। আর নবী ﷺ-এর ওফাতের সময় তার এতটা বয়স হয় নি যে সে তমীয করতে পারে। সেক্ষেত্রে তাঁকে সাহাবী হিসাবে বর্ণনা করা হক্ব নয়। কেননা, এতে সন্দেহের ব্যাপকতা আসে যে, সে নবী ﷺ–কে দেখেছে। অথচ বিশেষজ্ঞদের কাছে তার হাদীস মুরসাল হিসাবে গণ্য হয়। এ কারণে আমি এ সম্পর্কীত বর্ণনাটি প্রথম প্রকারের থেকে পৃথক করেছি। (ইসাবাহ ১/৫ পৃ:)

একটি বর্ণনাতে আছে, যখন তারিক্ব বিন শিহাব নবী ﷺ-কে দেখেছিলেন তখন তিনি সাবালক ছিলেন। এটাও বলা হয় তিনি তাঁর ﷺ থেকে কিছু শোনেন নি। তাঁর হাদীস মুরসাল। আমি (ইবনে হাজার)

Contents

বলছি: যখন তাঁর সাক্ষাৎ প্রমাণিত, সেক্ষেত্রে প্রাধান্যপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত হল তিনি সাহাবী ছিলেন। এই প্রাধান্যপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তটিই মাক্ববুল। (ইসাবাহ ২/২২০ পৃ:)

সারসংক্ষেপ হল, সাহাবী তিন প্রকার। প্রথম প্রকার হল, যাঁরা নবী ﷺ-এর সাক্ষাৎ পেয়েছেন এবং শুনেছেন বলে প্রমাণিত। দ্বিতীয় প্রকার হল, যাঁরা তমীয অবস্থায় তাঁর ﷺ সাক্ষাৎ পেয়েছেন কিন্তু শোনেন নি। তৃতীয় প্রকার হল, নবী ﷺ-কে দেখেছেন, কিন্তু তাঁর ﷺ ওফাতের সময় তাঁর বয়স তমীযের সীমাতে পৌঁছে নি। প্রাধান্যপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত হল, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের সাহাবীদের মুরসাল বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তৃতীয় স্তরের সাহাবীর মুরসাল বর্ণনার মান তাবে'য়ীর মুরসালের মত। কেননা এঁরা যদিও একটি ব্যাখ্যা অনুযায়ী সাহাবী কিন্তু রেওয়ায়াতের দিক থেকে তাবে'য়ী। এ কারণে কেউ তাঁদেরকে সাহাবী হিসাবে গণ্য করেন আবার কেউ তাবে'য়ী হিসাবে গণ্য করেন। যেমন– 'আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ। হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله বলেছেন:

سئل أحمد أسمع عبد الله بن شداد من النبي ﷺ شيئا قال لا وقال العجلي من كبار التابعين وثقاتهم

"আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ رحمه الله-কে জিজ্ঞাসা করা হল, তিনি কি নবী ﷺ থেকে কিছু শুনেছিলেন। তিনি رحمه الله বললেন : না। 'আজলী رحمه الله বলেছেন: তিনি সিক্বাহ ও জ্যেষ্ঠ তাবে'য়ী।" (৩/৬ পৃ:)

হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله এঁদেরকে তাঁদের মধ্যে গণ্য করেছেন, যাঁরা নবী ﷺ–এর যামানাতে জন্মেছিলেন কিন্তু তাঁর ﷺ ওফাতের সময় তমীযসম্পন্ন ছিলেন না। যাঁদের সম্পর্কে পূর্বে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। এই সাহাবীদেরকে তাবে'য়ী হিসাবে গণ্য করা হয় এবং রেওয়ায়াতের ভিত্তিতেও তাবে'য়ী হিসাবে গণ্য। তাবে'য়ীর মুরসাল মুহাক্কেক্ব মুহাদ্দেসগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আর এঁরাই قرائة الامام قرائة "ইমামের ক্বিরাআত মুক্তাদীর ক্বিরাআত" হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ছোট তাবে'য়ীদের মুরসাল বর্ণনা ইমাম শাফে'য়ীর নিকটও গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম যুহরী ছোট তাবে'য়ীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। একই অবস্থা ইমাম ইবরাহীম নাখ'য়ী'র رحمه الله। ইমাম ইবনে সিলাহ رحمه الله বলেছেন:

Contents

الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الاثر وتداولوه في تصانيفهم

"মুরসাল অগ্রহণযোগ্য হওয়া ও য'য়ীফ গণ্য করাটা হাফেযে হাদীস ও আসারদের মধ্যকার নাক্বীদদের (নিরীক্ষকদের) মাযহাব যাঁরা এই দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন এগুলো নিজেদের কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।"

(মুক্বাদ্দামাহ ইবনে সিলাহ পৃ: ২৬)

সারসংক্ষেপ হল, মুরসাল হাদীসের গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে যদিও মুতাক্বাদ্দিমীনের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, কিন্তু জমহুর মুহাক্কেক্ব মুহাদ্দেসগণের নিকট মুরসাল হাদীস য'য়ীফ হওয়াটাই হক্ব এবং দলিল হিসাবে অগ্রহণযোগ্য।

হাদীসে শাযের বর্ণনা: যদি একজন সিক্বাহ রাবী নিজের চেয়ে উঁচুস্তরের সিক্বাহ রাবীর বিরোধী বর্ণনা করে কিংবা একজন সিক্বাহ বর্ণনাকারী অনেক সিক্বাহ বর্ণনাকারীর বিরোধী বর্ণনা করে– তখন তাকে শুযূয বলে। যদি একজন সিক্বাহ রাবী হাদীসের কোন কিছু বৃদ্ধি করে যা অন্যান্য সিক্বাহ রাবীদের বর্ণনাতে নেই, তবে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর এই বৃদ্ধি মাক্ববুল হয়। আবার কখনো মারদূদ হয়। সিক্বাহ রাবীর বৃদ্ধি সবক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয় না। আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী رحمه الله বলেছেন:

قوله الصلوة على وقتها وفى لفظ "على اول وقتها" ـــ واسقطه الْحافظ رحمه الله مع انه يرويه ثقة لكونه مُخالفا لاكثر الرواة اما زيادة الثقة فقال جَماعة انّها تقبل مطلقا وقال اخرون بل تقبل بعد البحث جزئيا فان تَحقق انّها صحيحة تقبل والا لاولا حُكم كليا وهو الْحق عندى واليه ذهب احْمد رحمه الله وابن معين وغيرهُما

"নবী ﷺ বলেছেন: উত্তম আমল হল ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় করা। অন্য বর্ণনাতে আছে, "উত্তম আমল হল, প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করা।" হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله একে সহীহ বলেন নি। অথচ হাদীসটির রাবী সিক্বাহ। কেননা বর্ণনাটি অধিকাংশের বর্ণনার বিরোধী।

সিক্বাহ বর্ণনাকারীর বৃদ্ধির ব্যাপারে একটি জামা'আত বলেছেন, মুতলাক্ব (উন্মুক্ত) ভাবে গ্রহণযোগ্য। অপর জামা'আত বলেছেন, এর মধ্যে অংশবিশেষের তাহক্বীক্ব করতে হবে। যদি কিছু প্রমাণিত হয় তবে গ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় নয়– আমার কাছে এটাই হক্ব। এটাই ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনে মু'য়ীন رحمهما الله প্রমুখের মাযহাব।"

হাফেয ইবনে সিলাহ رحمه الله বলেছেন:

أن الشاذ الْمردود قسمان أحدهُما الْحديث الفرد الْمخالف والثانِي الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لَما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف

"মারদূদ শায দু' ধরণের।

১. যে সিক্বাহ রাবী (অন্য সিক্বাহদের) বিরোধী বর্ণনা করেছেন।

২. যে সিক্বাহ রাবীর একক বা মুনফারিদ রাবীদের মধ্যে তাঁর ক্বদর, সিক্বাহ ও যবত না টেকার কারণে দুর্বলতা ও অগ্রহণযোগ্যতা (নুকরাত) বাধ্যতামূলক হয়। যা একাকীত্বের কারণে সৃষ্টি হয়েছে।" (মুক্বাদ্দামাহ ইবনে সিলাহ, পৃঃ ৩৭)

ইমাম হাকিম رحمه الله صلوة الليل والنهار مثنى "দিন ও রাতের সালাত দুই দুই রাক'আত" সম্পর্কে লিখেছেন: "হাদীসটির সনদের সব রাবী সিক্বাহ। কিন্তু নাহার (দিন)-এর বর্ণনা সন্দিগ্ধ।" (মা'রেফাতে উলূমুল হাদীস, পৃঃ ৫৮)

জানা গেল, ইমাম হাকিমের رحمه الله মতে সিক্বাহ বর্ণনাকারীর বৃদ্ধি সবক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله ইমাম ইবনে খুযায়মাহ رحمه الله থেকে বর্ণনা করেছেন:

لسنا ندفع أن تكون الزيادة في الأخبار مقبولة من الحفاظ ولكن إنما نقول : إذا تكافأت الرواة في الحفظ والإتقان والمعرفة بالأخبار فزاد حافظ متقن عالم بالأخبار كلمة قبلت زيادته لا أن الأخبار إذا تواترت بنقل أهل العدالة والحفظ والإتقان بخبر فزاد راو ليس مثلهم في الحفظ والإتقان زيادة أن تلك الزيادة تكون مقبولة

Contents

"আমি এই বিষয়টি খণ্ডন করি না যে, (হাদীসে) হাফেযের বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আমরা বলি যে, যখন বর্ণনাকারীরা হাফেয এবং হাদীসের মা'রেফাত (জ্ঞান) সম্পর্কে সমান সমান, সেক্ষেত্রে একজন হাদীসে হাফেয ও 'আরিফ (বিজ্ঞ) রাবী যদি একটি বাক্য বৃদ্ধি করে– তবে এই বৃদ্ধি গ্রহণযোগ্য। কিন্তু আমরা এটা গ্রহণ করি না যে, যখন একটি হাদীস তাওয়াতিরের (ধারাবাহিকতার) সাথে 'আদেল ও হাফেয রাবীদের থেকে প্রমাণিত– তখন যদি একজন রাবী যা হাদীসটির মধ্যে নেই এমন কিছু বৃদ্ধি করে, তবে তা মাক্ববুল।" (কিতাবুল ক্বিরাআত পৃঃ ৯৫)

ইমাম আবূ ইউসূফ ﵀ বলেছেন: اياك والشاذ منه "শায হাদীস থেকে নিজেকে বাঁচাও।" (যুহাল ইসলাম ২/১৮৫-৮৬ পৃ:)

হাফেয ইবনে তাইমিয়াহ ﵀ বলেছেন:

فانّهم يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط اشياء يتبين لهم غلطه فيها بامور يستدلون بها ويسمون هذا علم علل الحديث

"মুহাদ্দিসীন অনেক ক্ষেত্রে সিক্বাহ, সাদিক্ব, যবত সমৃদ্ধ রাবীর হাদীসের অনেক শব্দকে য'য়ীফ গণ্য করেন। যার ফলে সিক্বাহ রাবীদের ভুল লক্ষ্য করা যায়।" (তাওযীহুন নযর পৃ: ১৩৪)

যদি কোন হাদীস শায হয়, তবে অন্য কোন শায হাদীসটির শুযূয দোষটি উঠাতে পারে না। এই ধরণের হাদীসের উদাহরণ নিম্নরূপ:

সহীহ বুখারীর বর্ণনা الصلوة على وقتها "সালাত তার ওয়াক্তের মধ্যে।" এই হাদীসটির সনদে শু'বা আছেন। হাফেয ইবনে হাজার ﵀ বলেছেন: শু'বার সমস্ত শিষ্য এভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু 'আলী বিন হাফয যে সুদূক্ব এবং সহীহ মুসলিমের রাবী, তিনি الصلوة فى اول وقتها "(উত্তম আমল হল) প্রথম ওয়াক্তের সালাত" উল্লেখ করেছেন। হাকিম, বায়হাক্বী, দারাকুতনী তাঁর থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী ﵀ লিখেছেন, আমার ধারণা সে মনে রাখতে পারে নি। কেননা তার বয়সের পূর্ণতার পর স্মৃতিশক্তি খারাপ হয়। আমি (হাফেয ইবনে হাজার ﵀) বলছি: হাসান বিন 'আলী মু'আম্মারী اليوم والليلة শব্দে আবূ মূসা

মুহাম্মাদ বিন মাসনা থেকে, তিনি গুনদার থেকে, তিনি শু'বা থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনী رحمه الله বলেন: মু'আম্মারী এখানে একক। আবূ মূসার অন্য ছাত্র এটি على وقتها শব্দে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে গুনদারের শিষ্যও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং মু'আম্মারে ভুল হওয়া সুস্পষ্ট। কেননা সে মুখে বর্ণনা করত। ইমাম নববী رحمه الله 'শরহে মুহাযযাব'-এ তাকে য'য়ীফ বলেছেন। কিন্তু এর অপর একটি সনদ ইবনে খুযায়মাহ তাঁর 'সহীহ'-তে উল্লেখ করেছেন। আবার হাকিম প্রমুখ 'উসমান বিন 'উমার থেকে, তিনি মালিক বিন মাফ'উল থেকে, তিনি ওয়ালীদ থেকে বর্ণনা করেছেন। এখানে 'উসমান একাকী। মালিক বিন মাফ'উল থেকে যে বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ সেটা পূর্বের জামা'আতের বর্ণনার মত। (ফতহুল বারী ৩/৩০০ পৃ:)

এ থেকে বুঝা গেল, কেবল সিক্বাহ বর্ণনার মুতাবি'আত (সমর্থক) হওয়ার কারণেই তার শুযূয অভিযোগটি উঠে যায় না, যখন মুতাবি'আত (নিজেই) শায না হয়। এখন انصات ও فصاعدا এর শুযূয বুঝাটা সহজ হবে।[১৩] কেননা এর মুতা'বিয়াতও শায।[১৪]....

---

[১৩] লেখক গোন্দলভী ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ প্রসঙ্গে উক্তিটি করেছেন।

[১৪] আমরা 'ঈদের ছয় তাকবীরের দলিল প্রসঙ্গে উপস্থাপিত চার, আট ও নয় তাকবীরের আলোচনাতে এমনটি দেখতে পাবে।

Contents

সিক্বাহ রাবী’র বর্ণনার বৃদ্ধি প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী আলোচনার সার-সংক্ষেপ

১. সিক্বাহ বর্ণনাকারী বৃদ্ধি কখনো কখনো শায হয়ে থাকে। এর ধরণটি হল, একজন বর্ণনাকারী সিক্বাহ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর থেকে বড় সিক্বাহ রাবীর বিরোধীতা করা। অর্থাৎ তার এ বৃদ্ধি অন্যান্য সিক্বাহ বর্ণনাকারীদের বিরোধী। কিংবা একটি জামা‘আতের বিরোধী।

২. একজন ওস্তাদের অনেক শিষ্য যারা সবাই একটি হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে ঐকমত্য। কিন্তু একজন রাবী যা তাদের থেকে নিচুস্তরের– যদিওবা নিজে সিক্বাহ তদুপরি মতনের মধ্যে একটি বাক্য বৃদ্ধি করেছেন। যদিওবা ঐ শব্দ মুতাওয়াতির মতনের বিরোধী না হয়।

৩. একজন সিক্বাহ রাবী সমমানের অপর সিক্বাহ রাবীর হাদীস থেকে কিছু শব্দ বৃদ্ধি করলে এবং তা বিরোধী না হলে।

৪. একজন য‘য়ীফ বর্ণনাকারী যদি কোন শব্দ বৃদ্ধি করে এবং যদি সেটা বিরোধী না হয়।

প্রথম দু’টি ধরণ শায ও মারদূদ। তৃতীয়টি সহীহ এবং চতুর্থটি য‘য়ীফ।

Contents

জারাহ ও তা'দীলের বর্ণনা

অনেক হানাফী অভিযোগ করেছেন, আমরা অনেক সময় সিক্বাহ রাবীদের ক্ষেত্রে সিক্বাহাত ও 'আদালত মন্তব্য উল্লেখ করি। কিন্তু যদি কিছু ইমামের জারাহ পাওয়া যায় তবে আমরা সেটা এড়িয়ে যাই। অনুরূপ যদি কোন দুর্বল বা য'য়ীফ রাবীদের ব্যাপারে কোন ইমাম থেকে তাওসিক্ব করার উক্তি পাওয়া যায় – তবে সেটাও দোষ হিসাবে গণ্য করি না।

কিন্তু এ অভিযোগটিও বাতিল। কেননা ইখতিলাফের ক্ষেত্রে (সমস্যা সমাধানে) বিশেষজ্ঞদের স্মরণাপন্ন হতে হয়। যা নীতিমালার আলোকে যা সহীহ হবে, সেটাই প্রাধান্য পাবে। এ কারণে জারাহ ও তা'দীল সম্পর্কে কিছু বর্ণনা করতে চাই। যেন ইখতিলাফের সময় সহীহ বিষয়টির দিকে ধাবিত হওয়া যায়।

যদি জারাহ'র (আপত্তির) ব্যাখ্যা না থাকে তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। **এর উদাহরণ হল, কেউ বলল:**

هذا الْحديث غير ثابت او منكر او فلان متروك الْحديث او ذاهب الْحديث او مَجروح او ليس بعدل من غيْر ان يذكر سبب الطعن وهو مذهب عامة الفقهاء والْمحدثين

"এই হাদীসটি গায়ের সাবেত বা মুনকার। কিংবা অমুক (রাবী) মাতরুকুল হাদীস বা যাহিবুল হাদীস বা মাজরুহ বা 'আদিল নয়। কিন্তু এর কারণ বর্ণনা করে না (এই ধরণের জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়)। অধিকাংশ ফক্বীহ ও মুহাদ্দিসদের মাযহাব এটাই।" (আব্দুল হাই লাক্ষ্মৌভী, আর–রাফি'ঈ ওয়াত তাকমীল পৃ: ৮)

ومن ذلك قولهم فلان ضعيف ولا يبنون وجه الضعف فهو جرح مطلق وفيه خلاف وتفصيل ذكرناه في الاصول والاولى الا يقبل من متأخري المحدثين لانّهم يُجرحون بِما لا يكون جرحا ومن ذلك قولهم فلان سيء الحفظ وليس بالحافظ

"এই জারাহ-ও ব্যাখ্যাহীন যে, অমুক (রাবী) য'য়ীফ। এটি মুতলাক্ব (উন্মুক্ত) জারাহ (আপত্তি)। এটি পূর্ববর্তী উসূলীদের নিকট ব্যাখ্যাহীন, কেবল পরবর্তী কিছু মুহাদ্দিস এটা গ্রহণ করেছেন। কেননা বর্ণিত য'য়ীফ

Contents

হওয়ার কারণ ব্যাখ্যাকৃত নয়। তেমনি এভাবে বলা, অমুক (রাবী) ভাল হাফিয নয়। (আর-রাফি‘ঈ ওয়াত তাকমীল পৃঃ ৮)

ইমাম ইবনে হুমাম رحمه الله বলেছেনঃ “যদি কোন রাবীর ব্যাপারে কেবল জারাহ থাকে, তা‘দীল ও তাওসিকের প্রমাণ না থাকে– এক্ষেত্রে যদি জারাহ’র ব্যাখ্যা না থাকে তবে সেক্ষেত্রে রাবীর হাদীসটি সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ করতে হবে। পর্যালোচনার পর যদি সংশয় দূর হয়, তবে তার প্রতি জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন– এমন রাবী (যার জারাহ ব্যাখ্যাহীন) যদি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হয়, তবে তার প্রতি জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়।”

হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله বলেছেনঃ জারাহ মাবহুম (সংশয়) হলে সে গ্রহণযোগ্য –যার তা‘দীল থেকে দূরে। (আর-রাফি‘ঈ ওয়াত তাকমীল পৃঃ ৯)

Contents

যদি জারাহ ও তা'দীল সাংঘর্ষিক হয় তখন করণীয় কী?

এক্ষেত্রে তিনটি উক্তি আছে।

১. জারাহ–ই প্রাধান্য পাবে।
২. যদি তা'দীলকারী বেশী হয় তবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম খতীবের মতে, এটা সহীহ নয়।
৩. এই দু'টিই সাংঘর্ষিক। অন্য স্বতন্ত্র দলিল দ্বারা একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দিতে হবে।

প্রথম উক্তিটি সহীহ। কিন্তু সেক্ষেত্রে দাবী হল, জারাহ ব্যাখ্যাকৃত হতে হবে। সেক্ষেত্রে এটি তা'দীলের উপর প্রাধান্য পাবে। (আর–রাফি'ঈ ওয়াত তাকমীল পৃ: ১০)

ইমাম সাখাভী رحمه الله বলেছেন: “মুনকার শব্দটি এমন রাবীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যে কেবল একটি হাদীসের বর্ণনাকারী। কখনো সিক্বাহ রাবীকেও মুনকার বলা হয়, যখন সে য'য়ীফ রাবীদের থেকে মুনকার রেওয়ায়াত করে। প্রত্যেক মুনকার বর্ণনাকারী য'য়ীফ নয়। কখনো ফরদে (একক) হাদীসকেও মুনকার বলা হয়, যখন তার কোন মুতাবে' (সমর্থক) থাকে না। যদিওবা সে নিজে সহীহ। কখনো সিক্বাহর বিরোধীতা মুদার (ত্রুটি নয়), অর্থাৎ তার সাথে (রাবীর) সম্পর্ক জারাহ গণ্য করা হয় না।”

(আর-রাফি'ঈ ওয়াত তাকমীল পৃ: ১৪)

যদি ইমাম বুখারী رحمه الله কোন রাবীকে মুনকারুল হাদীস বলেন, তবে তার থেকে বর্ণনা করা জায়েয নয়। ইমাম আহমাদ ও এই স্তরের লোকেরা যখন কাউকে মুনকার বলেন, তবে এর দ্বারা তাকে দলীলের অযোগ্য গণ্য করা বাধ্যতামূলক হয় না।

ইবনে ক্বাত্তান رحمه الله বলেছেন: ইমাম ইবনে মু'য়ীন যখন বলেন, ليس بشئ “সে কিছু নয়” –তখন এর দাবী হবে, এই রাবী বেশী হাদীস বর্ণনা করেন নি। তিনি কোন রাবীর ক্ষেত্রে য'য়ীফ শব্দটি অন্য বর্ণনাকারীর আলোকেও বলতে পারেন। এর দাবী হল, তার (অন্য রাবীর) থেকে কম মর্যাদাসম্পন্ন। ইমাম ইবনে মু'য়ীন যখন কোন রাবী সম্পর্কে বলেন ليس به بأس “তার মধ্যে কোন খারাপ নেই” –তবে তিনি সিক্বাহ। (আর-রাফি'ঈ ওয়াত তাকমীল পৃ: ১৫)

ইমাম 'উসমান দারেমী ﵀ বলেছেন : আমি ইমাম ইবনে মু'য়ীন থেকে 'আলা' বিন আব্দুর রহমান 'আন আবীহি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: ليس به بأس "তার মধ্যে কোন খারাপ নেই"। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: আপনার কাছে সে ভাল না সা'ঈদ মুকবিরী। তিনি ﵀ বললেন: সা'ঈদ বেশী সিক্বাহ এবং 'আলা' য'য়ীফ। অর্থাৎ সা'ঈদ সেভাবে সিক্বাহ নয়।

যখন কোন জারাহ ও তা'দীল ইমামদের মধ্যে এ ধরণের ইখতিলাফ পাওয়া যাবে, তখন এভাবে তাত্বীক্ব (সমন্বয়) করতে হবে। যদি জারাহকারী মুতা'আন্নিত (জেদী) ও মুতাশাদ্দিদ (কঠোর) হয় তবে তার তাওসিক্ব গ্রহণযোগ্য কিন্তু জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম যাহাবী ﵀ 'মীযানুল ই'তিদাল'–এ লিখেছেন: ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন মুতাশাদ্দিদ।

মুতাশাদ্দিদদের মধ্যে আবূ হাতিম, নাসায়ী, ইবনে মু'য়ীন, ইবনে ক্বাত্তানও রয়েছেন।

যখন কারো শত্রুতা বা রাগের কারণে জারাহ করা হয় – তবে তা গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণে ইমাম মালেক ﵀ মাগাযীতে ইমাম মুহাম্মাদ ইসহাক্ব ﵀ সম্পর্কে লিখেছেন : دجال من الدجاجلة "দাজ্জালদের মধ্যে একজন দাজ্জাল।" যখন এ কথাটি সাবুতের কাছে পৌঁছাল যে, ইমাম মালেক ﵀ এমনটি বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে বলেছেন, সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়।[১৫]

حققوا انه من حسن الْحديث واحتجت به ائمة الْحديث

বরং এটা তাহক্বীক্ব দ্বারা প্রমাণিত যে, ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব এর হাদীস হাসান। হাদীসের ইমামগণ তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণকে হুজ্জাত গণ্য করেছেন।

[হাফেয মুহাম্মাদ সাহেব গোন্দলভী ﵀'র বর্ণনা এখানে শেষ করছি। তিনি এরপর তাদীলস ও মুদাল্লিস সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যা খুব বেশী সংক্ষিপ্ত হওয়াই আমরা ইমাম নববী ﵀ ও শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই حفظه الله–এর সূত্রে কিছুটা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করলাম। –অনুবাদক]

---

[১৫] বাংলা ভাষায় 'জারাহ ও তা'দীল' সম্পর্কীত উক্ত আলোচনাটির বিশ্বস্ততা যাচায়ের জন্য হানাফী আলেম মুফতী আমীমুল ইহসান ﵀-এর "মীযানুল আখবার" (চৌমুহনী: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, জানুয়ারী–১৯৯৫, অনুবাদ: আফলাতুন কায়সার) দেখুন।

Contents

সংক্ষেপে তাদলীস ও মুদাল্লিস পরিচিতি

–ইমাম নববী رحمه الله

[এখানে আমরা সংক্ষেপে তাদলীস ও মুদাল্লিস সম্পর্কে ধারণা দেয়ার জন্য ইমাম নববীর التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث থেকে উল্লেখ করলাম। এই বিষয়ে আলোচনা খুবই দীর্ঘ। কিন্তু ইমাম নববী তাঁর লিখিত 'উলূমুল হাদীস বা হাদীসের নীতিমালা' সম্পর্কীত বইটিতে এই বিষয়টির সারসংক্ষেপ উল্লেখ করেছেন। আমরা সংক্ষিপ্ত এই পুস্তকে তাঁর সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনাটিই উল্লেখ করছি।]

النوع الثاني عشر:التدليس وهو قسمان.

الأول: تدليس الإسناد بأن يروي عمن عاصره ما لَم يسمعه منه موهُماً سَماعه قائلاً: قال فلان أو عن فلان ونَحوه وربّما لَم يسقط شيخه وأسقط غيره ضعيفاً أو صغيْراً تَحسيناً للحديث.

"অনুচ্ছেদ – ১২ তাদলীস[১৬] ঃ তাদলীস দুই ভাগে বিভক্ত।

প্রথমত তাদলীসে ইসনাদঃ বর্ণনাকারী নিজের সমসাময়িক কালের এমন কারো কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন যার থেকে তিনি হাদীসটি শোনেন নি। অথচ বাহ্যিকভাবে মনে হয় তিনি তা শুনেছেন। যেমন– قال فلان কিংবা عن فلان প্রভৃতি। আবার কখনো কখনো নিজের শায়েখকে উহ্য না করে অন্য কাউকে উহ্য করেন তার য'য়ীফ (দুর্বলতা) ও সগীর (বয়সে ছোট) হওয়ার কারণে, যেন হাদীসের সৌন্দর্য্য রক্ষিত হয়।

الثاني: تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بِما لا يعرف

---

[১৬] **তাদলীসঃ** আভিধানিকভাবে তাদলীস হল– اخفاء عيب السلعة عن المشترى "ক্রেতার কাছে থেকে পণ্যের দোষ গোপন করা।" তবে মৌলিকভাবে অভিধানে تدليس শব্দটি دلس থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ হল– ধোঁকা, অন্ধকার। আবার কেউ কেউ বলেছেন اختلاط الظلام। "অন্ধকারের সংমিশ্রণ"। পারিভাষিকভাবে এর অর্থ হলঃ اخفاء عيب فى الاسناد وتحسين لظاهره। "সনদের ত্রুটি গোপন করা এবং বাহ্যিকভাবে সুন্দর করা।" অভিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে এভাবে বলা যায়ঃ "এ পদ্ধতিতে বর্ণনাকারী লোকদেরকে অন্ধকারে রাখে।" [তাফহীমুর রাবী ফি শরহে তাক্বরীবুন নববী (ইসলামাবাদঃ মাকতাবাহ জামে'আহ ফরীদিয়্যাহ, ১৪২১হিঃ) পৃ:১১৭-১১৮] তাদলীসের বিভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এ সম্পর্কে পরবর্তী পৃষ্ঠাতে অনুচ্ছেদ আসবে, ইনঁশাআল্লাহ। –অনুবাদক।

Contents

দ্বিতীয়ত তাদলীসে শায়েখ: বর্ণনাকারী নিজের শায়েখের এমন নাম বা কুনিয়াত বা সম্পর্ক ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে যার দ্বারা তিনি প্রসিদ্ধ নন।

أما الأول فمكروه جداً ذمه أكثر العلماء، ثُم قال فريق منهم: من عرف به صار مَجروحاً مردود الرواية وإن بين السماع، والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لَم يبين فيه السماع فمرسل وما بينه فيه، كسمعت، وحدثنا، وأخبرنا وشبهها فمقبول مُحتج به، وفي الصحيحين وغيرهُما من هذا الضرب كثير، كقتادة، والسفيانين وغيرهم، وهذا الْحكم جار فيمن دلس مرة، وما كان في الصحيحين وشبههما عن الْمدلسين بعن مَحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى

"প্রথমটি (তাদলিসে ইসনাদ) ভয়ানক মাকরুহ (নিকৃষ্ট) কাজ, অধিকাংশ আলেম এটা নিন্দা করেছেন। তবে তাদের একদল ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন: যে ব্যক্তি তাদলীস করে প্রসিদ্ধ হয়েছে সে অভিযুক্ত এবং তার সমস্ত বর্ণনা প্রত্যাখ্যাত। যদিও তার শায়েখ থেকে শোনা প্রমাণিত হয় এবং তাতে সহীহুত তাফসীল (সুশৃঙ্খল বর্ণনা) থাকে। সুতরাং যে হাদীসগুলোতে মুদাল্লিস মুহতামাল (সংশয়যুক্ত) শব্দসহ বর্ণনা করে এবং তা শোনা প্রমাণিত হয় না, তবে তা মুরসাল বা তার অনুরূপ (মুনক্বাতে')। আর যখন سَمعت (আমি শুনেছি), حدثنا (আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন), أخبرنا (আমাদেরকে খবর দিয়েছেন) বা অনুরূপভাবে বলেন তবে তা মাক্ববুল (গ্রহণযোগ্য) এবং তা দ্বারা দলিল নেয়া সহীহ। সহীহাইন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম) প্রভৃতিতে এ ধরণের অনেক বর্ণনা রয়েছে। যেমন– ক্বাতাদাহ, সুফিয়ান বিন 'উয়াইনাহ ও সুফিয়ান সাওরী رحمهم الله প্রমুখ। আর ঐ সমস্ত বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে এই হুকুমও জারী রয়েছে যারা একবার তাদলীস করেছেন। তাছাড়া সহীহাইন ও তাদের অনুরূপ ক্ষেত্রে عن শব্দে মুদাল্লিস থেকে معنعن বর্ণনাগুলো অন্য কোন সূত্রে শোনা প্রমাণিত বলে প্রতিষ্ঠিত।

وأما الثاني فكراهته أخف وسببها توعير طريق معرفته، ويَختلف الْحال في كراهته بِحسب غرضه ككون الْمغير السمة ضعيفاً، أو صغيراً، أو متأخر الوفاة، أو سَمع كثيراً فامتنع من تكراره على صورة، وتسمح الْخطيب وغيره بِهذا، والله أعلم.

Contents

"দ্বিতীয়টির (তথা তাদলিসে শায়েখের) নিকৃষ্টতা হল গোপন করা। এর ভিত্তি হল বর্ণনাকারী পর্যন্ত সনদটির পরিচিতি লুকানো। আবার পরিস্থিতি বিশেষে এর নিকৃষ্টতা বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন – যার নাম পরিবর্তন করা হয়েছে সে য'য়ীফ, কিংবা সগীর (বয়সে ছোট), কিংবা متأخر الوفاة (পরে মৃত্যু), কিংবা তার থেকে অনেক হাদীস শোনা হয়েছে – সেক্ষেত্রে সে তাকরার (পুণরাবৃত্তি) থেকে দূরে থাকতে চেয়েছে। খতীব ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ এ শেষোক্তটিকে অনুমোদন দিয়েছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।"

[সংযোজন ঃ আল–'আন্'আন ও আল–মু'আন্'আন (العنعن والمعنعن): হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনার শব্দাবলী (যেমন সামি'তু, হাদ্দাসানী ও আখবারানী ইত্যাদি) উল্লেখ না করে 'ফুলান্ 'আন ফুলান্' (অমুক থেকে অমুক বর্ণনা করেছেন) বলে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আল–'আন্'আন বলা হয়। অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ফিক্বাহবিদ ও উসূলবিদগণের মতে তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে 'আন'আন হাদীস মুত্তাসিল হিসেবে গণ্য হবে। শর্ত তিনটি হলো, রাবীর আদালত প্রমাণিত হওয়া, রাবী ও তাঁর শায়েখের মধ্যে সাক্ষাত প্রমাণিত হওয়া[১৭] এবং হাদীসটি তাদলীস থেকে মুক্ত হওয়া। পরিভাষায় 'হাদ্দাসানা ফুলান আন্ ফুলান ক্বালা' (حدثنا فلان عن فلان قال ....) বলে হাদীস রিওয়ায়াত করাকে আল–মু'আন'আন বলে। ইমাম মালেকের رحمه الله মতে 'আন–'আন ও মু'আন–'আন হাদীসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয়টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।" [ড. মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন, রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন) পৃঃ ৮৪] –অনুবাদক]

---

[১৭] এটি ইমাম বুখারী ও আলী ইবনুল মাদীনী رحمهما الله প্রমুখের অভিমত। মু'আন'আন হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁরা শুধু সমসাময়িক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেননি, বরং সমগ্র জীবনে অন্তত একবার হলেও সাক্ষাতের শর্তরোপ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম رحمه الله শুধু সমসাময়িক হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। অর্থাৎ তিনি মু'আন'আন হাদীস গ্রহণ করার জন্য সমসাময়িক যুগ হওয়াকেই শর্ত হিসেবে গণ্য করেছেন। এ কারণেই সহীহ বুখারীর তুলনায় সহীহ মুসলিমে মু'আন'আন হাদীসের সংখ্যা অনেক বেশী পরিলক্ষিত হয়। [সুবহে আস–সালেহ, উলূমুল হাদীস পৃঃ ২৩৩-৩৪]

Contents

এখন আমরা শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই'র التأسيس في مسئلة التدليس থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু অংশ এখানে উল্লেখি করছি। –অনুবাদক

তাদলীস ও তার হুকুম

তাদলীস সম্পর্কে আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে। যথা:

১) তাদলীস খুবই নিকৃষ্ট বিষয়। ইমাম শু'বাহ বলেছেন:

لأن ألزانِى احب إلي من أن أدلس

"আমার কাছে তাদলীস করার থেকে যিনা করা বেশি পছন্দনীয়।" [আল-জারাহ ও তা'দীল ১/৭৩, এর সনদ সহীহ]

অর্থাৎ তাদলীস যিনার থেকে খারাপ কাজ।

অনুরূপ অপর একটি জামা'আত যেমন– আবূ উসামাহ ও জারীর ইবনে হাযম প্রমুখ থেকে তাদলীস সম্পর্কে কঠিন আপত্তি বর্ণিত হয়েছে। (আল–কিফায়াহ পৃ: ৩৫৬, এর সনদ সহীহ)

এ কারণে কিছু আলেমের মতামত হল, মুদাল্লিস মাজরুহ (দোষ–ত্রুটিযুক্ত)। সেজন্য তার সমস্ত বর্ণনা মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত), যদিও বা তার مصرح بالسماع বা শোনার স্বীকৃতি (ব্যাখ্যা/প্রমাণ) থাকে। (জামে'উত তাহ্সীল পৃ: ৯৮)

কিন্তু জমহুর (অধিকাংশ) উলামা এই মতটি রদ (খণ্ডন) করেছেন। দেখুন ٦٣٣/٢) النكت على ابن الصلاح লি-ইবনে হাজার), ইবনে হাজার رحمه الله বলেন:

وهذا من شعبة افراط مَحمول على الْمبالغة فى الزجر منه والتنفير

"শু'বার এই কঠোরতা– ঘৃণা ও চরম বৈরীতার উপর প্রতিষ্ঠিত।" (মুক্বাদ্দামাহ ইবনুস সালাহ মা'আ শরহে ইরাক্বী পৃ:৯৮)

স্বয়ং ইমাম শু'বাহ رحمه الله-ও মুদাল্লিসের مصرح بالسماع বা শোনার স্বীকৃতিমূলক হাদীসকে মেনে নিয়েছেন। তাছাড়া অধিকাংশ সিক্বাহ ইমাম যেমন– ক্বাতাদাহ, আবূ ইসহাক্ব, আল-আ'মাশ, আস-সাওরী, আবূ যুবায়ের প্রমুখ থেকে ধারাবাহিক তাদলীস প্রমাণিত আছে (كمامر)।

Contents

সুতরাং তাদেরকে মাজরুহ (ত্রুটিযুক্ত) গণ্য করে হাদীস রদ করার মাধ্যমে সহীহাইনের (বুখারী-মুসলিমের) সহীহ হওয়ার ভিত্তিকেই খতম করা হয়। ফলশ্রুতিতে যিন্দিকাহ, বাতেনীয়াহ, মালাহিদাহ প্রভৃতি ভ্রান্ত আদর্শের পথ প্রশস্ত হয়। তারা যেভাবে ইচ্ছা কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে। দ্বীন শয়তানের খেল–তামাশায় পরিণত হবে। (معاذ الله) সুতরাং এই আক্বীদা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত।

২) তাদলীস উত্তম বিষয় এবং তা জায়েয ঃ এটা হাশীমের মসলক। এই মতটিও মারদুদ (প্রত্যাখ্যাত)।

৩) তাদলীসকারী 'غش' (প্রতারণা, ধোঁকাবাজী) করে থাকেঃ সে উম্মাতকে ধোঁকা দেয়। সুতরাং সে রসূলের হাদীস– مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا "যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়"(সহীহ মুসলিম)[১৮]-এর আলোকে জামা'আতুল মুসলিমীন থেকে বহিস্কৃত। (মাস'উদ আহমাদ, উসূলে হাদীস পৃঃ ১৩)।

উক্ত আক্বীদা মাস'উদ আহমাদ, বি.এস.সি. (আমীর, জামা'আতুল মুসলিমীন)-এর, যা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যাত।

ধোঁকা দেয়া যদিও খুবই কঠিন গোনাহর কাজ, কিন্তু কেবল এ কারণেই সে কাফির নয়। সুতরাং মুসলিম জামা'আত থেকে তাকে বহিস্কৃত করাটা খুব বড় ভুল সিদ্ধান্ত। মুসলিমকে কবীরাহ গোনাহর কারণে কাফির গণ্য করাটা খারেজীদের বৈশিষ্ট্য। [দ্রঃ শরহে আক্বীদা তাহাবিয়্যাহ –মুহাক্কিক্ব আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির পৃঃ ২৬৮, আলবানীর তাহক্বীক্ব পৃঃ ৩৫৬, গুনিয়াতুত তালেবীন –শায়েখ আব্দুল ক্বাদের জ্বিলানী ১/৮৫ ....]

আহলে সুন্নাতের মসলক হল, সমস্ত কবীরা গুনাহকারী যেমন – ব্যভিচারী, মদ্যপ, ধোঁকাবাজ, চোর প্রমুখ কাফির নয়। বরং ফাসিক্ব, গোনাহগার। এ সম্পর্কে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা বিষয়ক কিতাবগুলো দেখুন। রসূলুল্লাহ ﷺ একজন মদপানকারীকে লা'নত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ﷺ বলেছেন :

لاَ تَلْعَنْهُ فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ

---

[১৮] সহীহ মুসলিম– কিতাবুল ঈমান باب قَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله تعالى عليه وسلم - « مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا »

"তার উপর লা'নত করো না। আল্লাহর ক্বসম! আমি তার সম্পর্কে জানি যে, সে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলকে মুহাব্বাত করে।" (সহীহ বুখারী)[১৯]

৪) যে কেবল সিক্বাহ বর্ণনাকারীর থেকে তাদলীস করে তার 'আন'আনাহ মাক্ববুল ঃ এর উদাহরণ হল, সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ ﵀। হাফিয ইবনে হিব্বান ﵀ লিখেছেন :

وهذا ليس فى الدنيا إلا لسفيان بن عينة وحده، فإنه كان يدلس، ولا يدلس إلا عن ثقه متفق ....

"এ ব্যাপারে দুনিয়াতে সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ–ই কেবল একমাত্র ব্যক্তি। তিনি তাদলীস করতেন। কিন্তু তিনি কেবল সর্বসম্মত সিক্বাহ বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করতেন।" (আল–ইহ্সান বিতারতীবে সহীহ ইবনে হিব্বান ১/৯০পৃঃ)

ইমাম দারেকুতনী ﵀ প্রমুখের চিন্তাও এটাই। (সুওয়ালাতুল হাকিম লিদদারে-কুতনী পৃঃ ১৭৫)

সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ'র ﵀ উস্তাদদের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন 'আজলান, আল–আ'মাশ ও সুফিয়ান সাওরী প্রমুখ রয়েছেন। তাঁরা সবাই তাদলীস করতেন। সুতরাং ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ'র 'আন'আনাহ বর্ণনা কিভাবে চোখ বন্ধ করে মানা যেতে পারে?.....(অতঃপর লেখক একটি উদাহরণ দিয়েছেন –অনুবাদক)

৫) যে ব্যক্তি কেবল কোন য'য়ীফ বা মাজহুল (অজ্ঞাত) বর্ণনাকারী থেকে তাদলীস করে (যেমন– সুফিয়ান সাওরী, সুলায়মান বিনুল আ'মাশ প্রমুখ)। তার মু'আন'আন রেওয়ায়াত মারদুদ ঃ

আবূ বকর الصير فى الدلائل-এ বলেছেন :

كل من ظهر تدليسه عن غير الثقات لَم يقبل خبره حتى يقول حدثنى أو سَمعت.

"ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাদের গায়ের সিক্বাহ রাবীদের থেকে তাদলীস করা সুস্পষ্ট, তাদের থেকে কেবল ঐ খবরই গ্রহণ করা যাবে যে বর্ণনাতে সে حدثنا বা سَمعت বলে।"

---

[১৯] সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة; মিশকাত (এমদা) ৭/৩৪৫৯।

এই মতটি বাযযার ও অন্যান্যদের মত। সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ ছাড়া সমস্ত মুদাল্লিস এই প্রকারের সাথে সম্পৃক্ত। সুফিয়ান বিন উয়াইনাহ সম্পর্কে বিস্তারিত তাহক্বীক্ব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, তিনিও এই স্তরের। সুতরাং তাঁর 'আন'আনাহও মারদূদ।

৬) যার তাদলীস খুব বেশী – তার মু'আন'আন বর্ণনা য'য়ীফ, অন্যথা নয়। এটা ইমাম ইবনুল মাদানী ও অন্যান্যদের মত। (দেখুন ঃ আল–কাফিয়াহ পৃঃ ৩৬২, এর সনদ সহীহ)

কিন্তু প্রশ্ন হল, যদি কোন ব্যক্তির মুদাল্লিস হওয়াটা প্রমাণিত হয় তবে কোন দলীলের ভিত্তিতে তার মু'আন'আন বর্ণনা (যার সাক্ষ্য ও সমার্থক নেই) সহীহ গণ্য করা যাবে? সুতরাং এ মতটিও ভুল।

৭) যে ব্যক্তি সারা জীবনে কেবল একবার তাদলীস করে এবং এটা প্রমাণিত হয়, তবে তার প্রত্যেক মু'আন'আন বর্ণনা (যার কোন শাহেদ ও সমার্থক নেই) য'য়ীফ।

ইমাম মুহাম্মাদ ইদ্রিস শাফে'য়ী رحمه الله বলেন :

ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليس تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه " حدثني " أو " سَمعت "

"যার ব্যাপারে আমরা জ্ঞাত হই যে, সে কেবল একবার তাদলীস করেছে– তবে তার গোপনীয়তা আমাদের কাছে তার বর্ণনার দ্বারা প্রকাশ পায়। আর এই গোপনীয়তা (এমন) মিথ্যা নয় যে, আমরা তার প্রত্যেক হাদীস রদ করব। আবার এমন খাতিরও করব না যে– যেভাবে সত্যবাদীদের খাতিরে (গায়ের মুদাল্লিসদের) তাদের প্রত্যেক বর্ণনাই আমরা গ্রহণ করে থাকি। সুতরাং আমি বলব, মুদাল্লিসের কোন *হাদীস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না সে– 'হাদ্দাসানী' বা 'সামি'তু'* না বলেন।" (আর–রিসালাহ পৃঃ ১৫৩, তাহক্বীক্ব আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির পৃঃ ৩৭৯-৮০)

আমার (শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই) তাহক্বীক্ব অনুযায়ী এই মতটিই সবচে বেশী প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

Contents

সহীহাইন (বুখারী-মুসলিম) ও মুদাল্লিসীন

সহীহহাইনে বেশ কয়েকজন মুদাল্লিসের বর্ণনা উসূল ও শাহাদাতের ভিত্তিতে বর্ণিত হয়েছে। আবূ মুহাম্মাদ আব্দুল কারীম আল-হালাবী رحمه الله নিজের কিতাব 'القدح المعلى'-তে বলেছেন-

قال اكثر العلماء أن المعنعنات التى فى الصحيحين منزلة بمنزلة السماع

"অধিকাংশ 'আলেম বলেছেন, সহীহাইনের মু'আন'আন রেওয়ায়াত সামা' বা শোনা প্রতিষ্ঠিত।" (আত-তাবসিরাতুত তাযকিরাহ লিল'ঈরাক্বী ১/১৮৬)

ইমাম নববী رحمه الله লিখেছেন ঃ

وما كان فى الصحيحين وشبيهما عن المدلسين بعن محمولة على ثبوت السماع من جهة أخرى

"যা কিছু সহীহাইনে (ও তাঁদের উভয়ের অনুরূপ) মুদাল্লিসদের থেকে মু'আন'আনভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা অন্য সনদে مصرح بالسماع বা শোনার স্বীকৃতি (প্রমাণ) থাকে।" (তাক্বরীবুন নববী মা'আ তাদরীবুর রাবী ১/২৩০ পৃষ্ঠা)

অর্থাৎ সহীহাইনে মুদাল্লিস রাবীর عن শব্দে বর্ণিত হাদীসের সামা' বা শোনা مصرح بالسماع (শোনার স্বীকৃতি) বা সমার্থক হাদীস সহীহাইনে বা অন্যকোন হাদীসের কিতাব দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত ইবনে হাজার আসকালানী رحمه الله-এর النكت على ابن الصلاح ২/৬৩৬ পৃঃ।

তাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন

হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله মুদাল্লিসদের তাবাক্বাত বা স্তর বিন্যাস করেছেন সেটা সার্বজনীন নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হাফেয ইবনে হাজার সুফিয়ান সওরী رحمه الله-কে দ্বিতীয় স্তরের হিসাবে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম হাকিম رحمه الله তাঁকে তৃতীয় স্তরের গণ্য করেছেন (মা'রেফাতে উলূমুল হাদীস ১০৫-০৬ পৃঃ, জামে'উত তাহসীল পৃঃ ৯৯)। হাসান বসরী رحمه الله-কে হাফেয ইবনে হাজার দ্বিতীয় স্তরে এনেছেন।

Contents

পক্ষান্তরে আল–'ঈলায়ি তৃতীয় স্তরে (জামে'উত তাহসীল পৃঃ ৯৯)। সুলায়মান বিন আ'মাশ رحمه الله–কে হাফেয ইবনে হাজার তৃতীয় স্তরে এনেছেন (তাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন পৃঃ ৬৭), অথচ তাঁর 'আন দ্বারা বর্ণিত হাদীস সহীহ হওয়া অস্বীকার করেছেন (তালখীসুল হাবীর ৩/১৯ পৃঃ)।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হক্ব সেটাই যা ইমাম শাফে'য়ী رحمه الله–এর উদ্ধৃতি থেকে পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এজন্যে আমাদের কাছে মুদাল্লিস রাবী দুই প্রকার।

১. প্রথম তবাক্বাত: যাদের প্রতি তাদলীসের অভিযোগ বাতিল। তাহক্বীক্ব দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এঁরা মুদাল্লিস নন। যেমন – আবূ ক্বিলাবাহ। (আন–নুকত লিল'আসক্বালানী ২/৬৩৭ পৃঃ)

২. দ্বিতীয় তবাক্বাত: যে বর্ণনাকারীর প্রতি তাদলীসের অভিযোগ প্রমাণিত। যেমন– ক্বাতাদাহ, সুফিয়ান সওরী, আ'মাশ, আবূ যুবায়ের, ইবনে জুরায়েজ, ইবনে 'উয়ায়নাহ প্রমুখ। এঁদের সহীহাইনের (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিমের) বাইরে মু'আন'আন বর্ণনা (কোনভাবেই শোনাটা প্রমাণিত না হলে) 'আদম মুতাবি'আত (অসমর্থিত) ও 'আদম শাহাদাত (সাক্ষ্য না থাকলে) মারদূদ। هذا ما عندى والله أعلم بالصواب....[২০]

---

[২০] বিস্তারিত ঃ যুবায়ের আলী ঝাই, তাহক্বীক্ব ইসলাহী 'ইলমী মাক্বালাত (পাকিস্তান, মাকতাবাহ ইসলামীয়াহ) ১/২৫১-২৯০পৃঃ।

শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই কে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের মধ্যকার বিতর্ক নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। তাঁর পত্রিকাতে দেয়া প্রশ্ন ও উত্তরগুলো পরর্তীতে 'ফাতাওয়া 'ইলমিয়্যাহ আল-মা'রুফ তাওযীহুল আহকাম' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা ঐ গ্রন্থের ১ম খণ্ড ৫৬৯ পৃষ্ঠাতে 'মাসআলায়ে তাদলীস' সম্পর্কে আমাদের আলোচনার পরিপূরক একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর সংযোজন করছি।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন মুহাদ্দিস মুদাল্লিসের 'আন (عن) দ্বারা বর্ণিত হাদীসকে মোটেই মানতে চান না, যদিওবা তা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হোক না কেন। আবার কেউ কেউ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মুদাল্লিস বর্ণনাকারীদের 'আন (عن) দ্বারা বর্ণিত হাদীস মেনে থাকেন। আলবানী رحمه الله কোন কোন স্থানে বরং অধিকাংশ স্থানে মুদাল্লিস বর্ণনাকারীদের 'আন (عن) দ্বারা বর্ণিত হাদীস (তাহদীস ও পরিপূরক সিক্বাহ বর্ণনাকারীর অনুসরণ ছাড়াই) সহীহ বা হাসান গণ্য করেছেন। আবার অন্যত্র মুদাল্লিস বর্ণনাকারীর সাক্তা করার হাদীসে হাসান বসরীকে رحمه الله এবং 'ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ' সম্পর্কীত (ফজর সালাতের) বর্ণনাতে মাকহুল ও মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্বের উপর শক্ত আপত্তি করেছেন। তাছাড়া কিছু মুহাদ্দিসের উক্তি– "যদি (মুদাল্লিস রাবী) সিক্বাহ উস্তাদের কাছ থেকে বর্ণনার ক্ষেত্রে তাদলীস করে তবে তা গ্রহণযোগ্য।" যেমন– ইবনে 'আব্দুল বার, সুয়ূতী, ইবনে হিব্বান প্রমুখ।

সম্ভবত কেবল ইমাম শাফেয়ী رحمه الله এটা মানতেন না। 'সদল ফিস সলাত' সম্পর্কীত হাদীসটি একজন মুদাল্লিস বর্ণনাকারী তাহদীস ও সিক্বাহ বর্ণনাকারীর অনুসরণ ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে। অথচ আলবানী رحمة الله عليه এটা সহীহ হিসাবে উল্লেখ করেছেন!?

উত্তরঃ অনেক আলেমের সিদ্ধান্ত হল, যদি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী য'য়ীফ রাবীদের থেকে তাদলীস করে তবে তার 'আন (عن) দ্বারা বর্ণিত হাদীস য'য়ীফ বলে গণ্য হবে। যেমন ইমাম যাহাবী رحمه الله বলেছেন :

ثُم ان كان مدلس عن شيخه ذاتدليس عن ثقات فلا بأس وإن كان ذاتدليس عن الضعفاء فمردود

"...অতঃপর যদি মুদাল্লিস নিজের সিক্বাহ উস্তাদের থেকে তাদলীস করে তবে (তাঁর বর্ণনাতে) কোন আপত্তি নেই। পক্ষান্তরে যদি য'য়ীফ

Contents

বর্ণনাকারীদের থেকে তাদলীস করে তবে (ঐ বর্ণনাটি) মারদূদ।" (الموقظه صـــ ٤٥)

কিন্তু তাদলীসের বিষয়ে প্রাধান্যপ্রাপ্ত সিদ্ধান্তটি হল ইমাম শাফেয়ী رحمه الله-এর। তিনি তাঁর 'কিতাবুর রিসালাতে' লিখেছেন :

ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته وليس تلك العورة بالكذب فنرد بِها حديثه ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه " حدثني " أو " سَمعت "

"যার ব্যাপারে আমরা জ্ঞাত হই যে, সে কেবল একবার তাদলীস করেছে– তবে তার গোপনীয়তা আমাদের কাছে তার বর্ণনার দ্বারা প্রকাশ পায়। আর এই গোপনীয়তা (এমন) মিথ্যা নয় যে, আমরা তার প্রত্যেক হাদীস রদ করব। আবার এমন খাতিরও করব না যে, যেভাবে সত্যবাদীদের খাতিরে (গায়ের মুদাল্লিসদের) তাদের প্রত্যেক বর্ণনাই আমরা গ্রহণ করে থাকি। সুতরাং আমি বলব, মুদাল্লিসের কোন হাদীস ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য নয়, যতক্ষণ না সে – 'হাদ্দাসানী' বা 'সামি'তু' না বলেন।" (আর-রিসালাহ পৃ: ১৫৩, তাহক্বীক্ব আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির পৃ: ৩৭৯-৮০)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি থেকে সমস্ত জীবনে মাত্র একবার তাদলীস করা প্রমাণিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে তার শোনার ব্যাখ্যা ছাড়া ও পরিপূরক বর্ণনা ছাড়া (গায়ের সহীহাইনের[২১]) রেওয়ায়াত য'য়ীফ হিসাবে গণ্য হবে। শর্ত হল, ঐ বর্ণনাকারীর মুদাল্লিস হওয়াটা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত হতে হবে। সহীহাইনের ব্যতিক্রমের বিষয়টি অন্যান্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত দেখুন: আমার লেখা 'التأسيس في مسئلة التدليس ' দেখুন। এ কারণেই সদল নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কীত বর্ণনা য'য়ীফ।[২২]

---

[২১] বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য কিতাবের ক্ষেত্রে।

[২২] যুবায়ের আলী ঝাই, ফাতাওয়া 'ইলমীয়্যাহ (লাহোরঃ মাকতাবাতুল ইসলামীয়্যাহ) ১/৫৬৯ পৃ:

শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই উক্ত প্রশ্নের জবাবে শায়েখ নাসিরুদ্দীন আলবানী رحمه الله–এর তাদলীস ও মুদাল্লিস বিশ্লেষণ সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি। তিনি তাঁর 'তাহক্বীক্ব ইসলাহী আওর ইলমী মাক্বালাত' ৩য় খণ্ডের ৩১৭ পৃষ্ঠায় শায়েখ আলবানী رحمه الله–এর এ সম্পর্কীত গবেষণা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করেন। নিচে তা উল্লেখ করা হল:

শায়েখ আলবানী ও মুদাল্লিসদের স্তর বিন্যাস

শায়েখ আলবানী رحمه الله-এর তাদলীসের ব্যাপারে অদ্ভুত ও ব্যতিক্রম অবস্থান নিয়েছেন। তিনি رحمه الله সুফিয়ান সাওরী, আ'মাশ প্রমুখের মু'আন'আন বর্ণনাকে সহীহ গণ্য করেছেন। পক্ষান্তরে হাসান বসরী رحمة الله عليه–এর (যিনি ইবনে হাজারের ২/৪০ কাছে দ্বিতীয় স্তরের) মু'আন'আন বর্ণনাকে য'য়ীফ গণ্য করেছেন। উদাহরণস্বরূপ দেখুন: ইরওয়াউল গালীল (২/২৮৮ হা/৫০৫)।

এমনকি শায়েখ আলবানী رحمه الله আবূ ক্বিলাবাহ (আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ আল–জারমী/ যিনি ইবনে হাজারের (১/১৫) কাছে প্রথম স্তরের মুদাল্লিস)–এর ব্যাপারে দারুন আপত্তি উত্থাপন করেছেন। আলবানী رحمة الله عليه বলেন : اسناده ضعيف لعنعنة أبي قلابة وهو مذكور بالتدليس ....

"এই সনদটি আবূ ক্বিলাবাহর 'আন'আনার কারণে য'য়ীফ এবং এটি (আবূ ক্বিলাবাহর) তাদলীসসহ বর্ণিত হয়েছে।" [হাশিয়াহ সহীহ ইবনে খুযায়মাহ ৩/২৬৮, হা/২০৪৩]

হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله হাসান বিন যাকওয়ান (৩/৭০), ক্বাতাদাহ (৩/৯২) ও মুহাম্মাদ বিন 'আজলান (৩/৮৯) প্রমুখকে তৃতীয় স্তরে উল্লেখ করেছেন। পক্ষান্তরে শায়েখ আলবানী رحمة الله عليه এদের মু'আন'আন হাদীস সহীহ ও হাসান বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। [দেখুন: সহীহ আবূ দাউদ ১/৩৩, হা/৮; সুনানে আবূ দাউদের তাহক্বীক্ব লিল–আলবানী :১১ – হাসান বিন যাকওয়ানের বর্ণনা, আস–সহীহাহ ৩/১০১, হা/১১১০ – ইবনে 'আজলানের বর্ণনা।]

সুস্পষ্ট হল, আলবানী رحمه الله মুদাল্লিসদের স্তর বিন্যাসের বিষয়টি মূল্যায়ন করেন নাই। বরং নিজের মর্জি মোতাবেক কোন কোন মুদাল্লিসের বর্ণনাকে সহীহ গণ্য করেছেন, আবার কোন কোন মুদাল্লিসের (ابرياء من التدليس) মু'আন'আন বর্ণনাকে য'য়ীফ গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর কোন উসূল বা ক্বায়েদাহ ছিল না। সুতরাং তাদলীস বিষয়ে তাঁর তাহক্বীক্ব ভুল ও প্রত্যাখ্যাত।....[২৩]

---

[২৩] যুবায়ের আলী ঝাই, তাহক্বীক্ব ইসলাহী আওর 'ইলমী মাক্বালাত (লাহোর: মাকতাবাহ ইসলামীয়াহ, ২০১০) ৩/৩১৭ পৃ:।

Contents

‘ঈদের সালাতের বারো তাকবীরের প্রমাণ
ও
ছয় তাকবীরের বিশ্লেষণ

মূল

‘আব্দুর রহমান মুবারকপুরী رحمه الله

Contents

بسم الله لرحمن الرحيم

শুরুর কথা

الحمد لله رب العالمين والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين —

اما بعد

এটি ঈদের সালাতের তাকবীর সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা, যা القول السديد فيما يتعلق تكبيرات العيد নামে প্রকাশিত হল। এই রিসালাটি একটি ভূমিকা, দু'টি অধ্যায় ও একটি পরিশিষ্টাংশে বিভক্ত।

ভূমিকাতে বলা হয়েছে- অধিকাংশ সাহাবী رضي الله عنهم, তাবে'য়ীন رحمهم الله ও মুজতাহিদ ইমাম رحمهم الله ও মুসলিম সর্ব-সাধারণের মতামত হল, 'ঈদের সালাতে বারো তাকবীর বলতে হবে। অর্থাৎ প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচটি তাকবীর।

প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ করা হয়েছে- এই মাযহাবটিই প্রাধান্যপ্রাপ্ত এবং আমল হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রমাণ করা হয়েছে- এ মাসআলাটিতে হানাফীদের মতামত গ্রহণযোগ্য নয় বরং প্রত্যাখ্যাত।

পরিশিষ্টাংশে 'ঈদের সালাতের অন্যান্য মাসায়েল বর্ণিত হয়েছে।[২৪]

.....

---

[২৪] আমরা কেবল বারো তাকবীর সম্পর্কীত আলোচনা এখানে অনুবাদ করেছি। পরিশিষ্টাংশে লেখক 'ঈদের সালাত সম্পর্কে আরো কয়েকটি মাসআলা আলোচনা করেছেন, আমরা তার অনুবাদ করছি না। প্রয়োজনে মূল পুস্তিকাটি দেখে নেয়ার অনুরোধ রইল। –অনুবাদক।

Contents

ভূমিকা

সাহাবীগণ ؓ, তাবে'য়ীন ؒ, অধিকাংশ মুজতাহিদ ইমামগণ ؒ 'ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের অনুসারী ছিলেন

প্রশ্ন – ১ এই যামানাতে সাধারণভাবে সহীহ হাদীসের অনুসারীগণ 'ঈদের সালাতে বারো তাকবীরের কথা প্রচার করে থাকেন। অর্থাৎ প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর। অথচ হানাফীগণ ছয় তাকবীর বলে থাকেন। অর্থাৎ প্রথম রাক'আতের ক্বিরআতের পূর্বে তিনটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতের ক্বিরাআতের পরে তিনটি তাকবীর। প্রশ্ন হল, অধিকাংশ সাহাবী ؓ, তাবে'য়ীন ؒ, মুজতাহিদ ইমামগণ ؒ ও মুসলিম সর্ব-সাধারণের মধ্যে সহীহ হাদীসের অনুসারীগণের বারো তাকবীর প্রতিষ্ঠিত ছিল, না হানাফীদের ছয় তাকবীর প্রতিষ্ঠিত ছিল?

উত্তরঃ অধিকাংশ সাহাবী ؓ, তাবে'য়ীন ؒ ও মুজতাহিদ ইমামগণ ؒ ও মুসলিম সর্ব-সাধারণের মধ্যে সহীহ হাদীসের অনুসারীদের বারো তাকবীরটিই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইমাম শওকানী ؒ 'নায়লুল আওতারে' লিখেছেন:

قد إختلف العلماء فى عدد التكبيرات فى صلوة العيدين فِي الركعتين وفى موضع التكبير على عشرة اقوال احدهُما انه يكبّر فى الاولَى سبعا قبل القراءة وفى الثانية خَمسا قبل القراءة قال العراقى وهو قول اكثر اهل العلم من الصحابة والتابعين والائمة

"তাকবীরে 'ঈদাইনের সংখ্যা সম্পর্কে আলেমদের ইখতিলাফ হয়েছে। এ সম্পর্কে দশটি মতামত রয়েছে। প্রথমটি হল, প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দেয়া। ইমাম ইরাক্বী ؒ বলেছেন: অধিকাংশ আহলে ইলম সাহাবী ؓ, তাবে'য়ীন ؒ ও ইমামদের ؒ উক্তি এটাই।" (নায়লুল আওতার ৬/৭ পৃ:)

ইমাম বায়হাক্বী ؒ 'সুনানে কুবরা'-তে(৩/২৯১পৃ:/৬৪০৬নং) লিখেছেন:

وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ.

"ঈদের দু'টি সালাতে বারো তাকবীর বলার হাদীস মুসনাদ (ধারাবাহিকতা রক্ষা করে) বর্ণিত হয়েছে এবং এরই উপর মুসলিমদের আমল। সুতরাং এর উপর আমল করাটাই প্রাধান্যপ্রাপ্ত।"

এর সাক্ষ্য হানাফীদের ফিক্বাহ 'হিদায়াতে'ও (১/৮৪ পৃঃ) আছে–

وَظَهَرَ عَمَلُ الْعَامَّةِ الْيَوْمَ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

"আজকে মুসলিম সর্বসাধারণের আমল ইবনে 'আব্বাসের ؓ উক্তি তথা বার তাকবীরের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।"

প্রশ্ন – ২ কোন বর্ণনা দ্বারা কি খলীফায়ে রাশেদীন তথা আবূ বকর ؓ, 'উমার ؓ, আলী ؓ প্রমুখের 'আমল কোনটির উপর ছিল তা প্রমাণ করা যাবে? অর্থাৎ তাঁদের আমলটি বারো তাকবীরের উপর না ছয় তাকবীরের উপর ছিল?

উত্তরঃ জী হাঁ, মুসান্নাফে ইবনে আব্দুর রাজ্জাক্ব থেকে জানা যায়– খলীফায়ে রাশেদীনের ؓ আমল বারো তাকবীরের উপর ছিল। হাদীসটির বিবরণ হলঃ 'আলী ؓ 'ঈদের সালাতে বারো তাকবীর দিতেন। অতঃপর বলতেনঃ রসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বকর ؓ, 'উমার ؓ ও 'উসমান ؓ সালাতুল 'ঈদাইনে বারো তাকবীর বলতেন। এই হাদীসটির সমর্থন আব্দুর রহমান বিন 'আওফ ؓ-এর বর্ণনাটিতেও পাওয়া যায়, যা বাযযার বর্ণনা করেছেন। এই উভয় বর্ণনার বাক্যগুলো পরবর্তী (প্রথম) অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

উল্লেখ্য, 'আলী ؓ থেকে বার তাকবীরবিরোধী দু'টি বর্ণনাও আছে। যা হারিস আ'উর মধ্যস্থতায় বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হারিস আ'উর-কে ইবনুল মাদিনী ؒ ও শু'বা ؒ কাযযাব (মিথ্যুক) বলেছেন। এ কারণে হানাফী ও আহলে হাদীস কারোরই এই দু'টি বর্ণনার উপর আমল নেই। তাছাড়া 'উমার ؓ থেকে একটি ছয় তাকবীরের বর্ণনা আছে, যা 'আমরের (عامر) এর মধ্যস্থতায় বর্ণিত হয়েছে। সম্ভবত এই 'আমর হলেন শু'বা – যিনি 'উমার ؓ থেকে শোনেন নি। والله تعالى اعلم وعلمه اتم

প্রশ্ন – ৩ সাহাবী ইবনে 'উমার ﵁ সুন্নাতের প্রতি খুব বেশী আগ্রহী ও অনুসারী ছিলেন। সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ়তা প্রসিদ্ধ। তাঁর আমল কি বারো তাকবীরের উপর ছিল? নাকি তাঁর ﵁ থেকে ছয় তাকবীরের আমলটিও পাওয়া যায়?

উত্তর ঃ সাহাবী ইবনে 'উমার ﵁ এর আমলও বারো তাকবীরের উপর ছিল। তাঁর থেকে ছয় তাকবীরের আমলটি পাওয়া যায় না (দ্রঃ ইমাম তাহাবী ﵀ এর, শরহে মা'আনিল আসার[২৫])। والله اعلم

প্রশ্ন – ৪ 'মদীনা মুনাওওয়ারাহ' –যেখানে নবী ﷺ হিজরত করার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 'ঈদের সালাত আদায় করেছেন। সেই মদীনাবাসীদের আমল ছয় তাকবীর না বার তাকবীরের উপর ছিল? তাছাড়া মক্কাবাসীদের আমলটি কি ছিল? পরবর্তীতে ঐ পবিত্র দু'টি স্থানে সালাফদের আমল কি ছিল– বারো তাকবীর না ছয় তাকবীর?

উত্তর ঃ মদীনাবাসীদের আমল বারো তাকবীরের উপরেই ছিল। মুয়াত্তা মালেকে বর্ণিত হয়েছে:

عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ قَالَ مَالِك وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا

'আব্দুল্লাহ ইবনে 'উমারের মাওলা নাফে' বর্ণনা করেছেন, আমি আবূ হুরায়রা ﵁–এর সাথে 'ঈদুল আযহা ও 'ঈদুল ফিতরে শরীক ছিলাম। তিনি ﵁ প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচটি তাকবীর বললেন। ইমাম মালেক ﵀ বলেছেন: "আমাদের (মদীনাবাসীদের) এরই উপর আমল।"[২৬]

---

[২৫] সহীহঃ আলবানী ﵀ বর্ণনাটির সনদকে সহীহ বলেছেন। (ইরওয়াউল গালীল ৩/১১০ পৃ:)

[২৬] সহীহঃ আলবানী ﵀ বর্ণনাটির সনদকে সহীহ বলেছেন। (ইরওয়াউল গালীল ৩/১১০ পৃ:) রিজালশাস্ত্রবিদ মুহাদ্দেস যুবায়ের আলী ঝাই ﵀ হাদীসটি বর্ণনার পর লিখেছেন: "এই বর্ণনাটির সনদ সুস্পষ্ট সহীহ। ইমাম বায়হাক্বী ﵀

ইমাম তিরমিযী ﵀ লিখেছেন: وهو قول اهل المدينة "মদীনাবাসীদের আমল বারো তাকবীরের উপর ছিল।" (তিরমিযী - باب ما جاء في التكبير في العيدين)

আর মক্কাবাসীদের 'আমলও এর উপরই ছিল। অর্থাৎ সালাফদের যামানাতে এই দু'টি পবিত্র স্থানে বারো তাকবীরের উপরই আমল ছিল।

ইমাম বায়হাক্বী ﵀ 'সুনানে কুবরা'-তে (৩/২৯১/৬৪০৭) লিখেছেন:

وَنُخَالِفُهُ فِى عَدَدِ التَّكْبِيْرَاتِ وَتَقْدِيْمِهِنَّ عَلَى الْقِرَاءَةِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا بِحَدِيثِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ فِعْلِ أَهْلِ الْحَرَمَيْنِ وَعَمَلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا

বলেছেন: "আবূ হুরায়রা ﵁-এর মওকুফ বর্ণনাটি সহীহ এবং এর মধ্যে কোন সংশয় নেই।" (আল-খিলাফিয়াত পৃ: ৫৩, ইবনে ফারাহ-এর 'মুখতাসার খিলাফিয়াত' ২/২২০ পৃ:) ...

ফায়দা ঃ সাহাবী আবূ হুরায়রা ﵁ নিজের সালাত সম্পর্কে বলেছেন: "সেই সত্তার ক্বসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের সবার চাইতে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সাথে আমার (সালাতের) সাদৃশ্যতা বেশী। এটাই তাঁর ﷺ সালাত ছিল, এমনকি এভাবেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।" (সহীহ বুখারী : ৮০৩)

হাদীসটি থেকে বুঝা গেল, আবূ হুরায়রা ﵁-এর সালাত সম্পর্কীত প্রত্যেকটি মাসআলা হুকুমগত মারফূ' হাদীসের মর্যাদা রাখে। আর সেটাই নবী ﷺ-এর সালাতের সর্বশেষ পদ্ধতি ছিল। সুতরাং এর বিপরীতে অন্যান্য সমস্ত (চার, আট, নয় তাকবীরের) বর্ণনা মানসুখ।

ইমাম ইবনে সিরীন (প্রসিদ্ধ তাবে'য়ী) ﵀ বলেছেন: كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "আবূ হুরায়রা ﵁-এর সমস্ত হাদীস নবী ﷺ থেকে (বর্ণিত)।" (শরহে মা'আনিল আসার ১/২০; এর সনদ হাসান)

এই উক্তিটির সম্পর্ক নবী ﷺ-এর সালাত সম্পর্কীত হাদীসগুলোর সাথে যা সহীহ বুখারীর পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিতে প্রমাণ রয়েছে।

তাহক্বীক্বের সার-সংক্ষেপ ঃ বার তাকবীর সম্পর্কীত হাদীস সম্পূর্ণ সহীহ এবং হুকুমগত মারফূ' (মর্যাদা রাখে)। এর মোকাবেলায় সমস্ত বর্ণনা (হোক সেটা তাহাবী ﵀-এর মা'আনিল আসারের চার তাকবীর সম্পর্কীত বর্ণনা) মানসুখ। তাছাড়া আবূ হুরায়রা ﵁ থেকে এর স্বপক্ষে মারফূ' হাদীসও আছে। (দ্রঃ আবূ দাউদ : ১৫১, এর সনদ হাসান) [শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই, তাহক্বীক্বী ইসলাহী ও 'ইলমী মাক্বালাত, (পাকিস্তানঃ মাকতাবাহ ইসলামিয়াহ, ২০১০ 'ঈসা'য়ী) ৩য় খ- পৃ:১৯৭-৯৮]

Contents

"যেহেতু বারো তাকবীরের হাদীসটি রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত এবং আমাদের যামানাতে হারামাইন শরীফাইন (মক্কা ও মদীনাতে) ও মুসলিম সর্ব-সাধারণের আমল বারো তাকবীরের উপর– এ কারণে আমরাই ইবনে মাস'উদের ছয় তাকবীরের বিপরীত বরং বারো তাকবীরের উপর আমল করি।"

প্রশ্ন – ৫ মদীনাতে সাতজন সম্মানিত ইমাম ছিলেন। যাঁরা ছিলেন আফযাল ও কুব্বারে তাবে'য়ীনের অন্তর্ভূক্ত। তাঁরা ফুক্বাহায়ে সাব'আহ (সাতজন ফক্বীহ) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। যাদের উচ্চ মর্যাদায় কবিদের কবিতার অন্যতম উদ্ধৃতি নিম্নরূপঃ

الا كل من لايقتدى بائمة
فقسمته ضيزى عن الْحق خارجة
فخذهم عبيد الله عروة قاسم
سعيد ابو بكر سليمان خارجة

অর্থাৎ "স্মরণ রেখ! ঐ সমস্ত ইমামগণের (যাঁদের নাম এখন বলা হবে, তাঁদের) যারা ইক্তিদা (দলিলভিত্তিক অনুসরণ) করে না তারা যালিম এবং হক্ব থেকে খারিজ। তাঁরা হলেনঃ ১) 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুল্লাহ, ২) 'উরওয়াহ বিন যুবায়ের, ৩) ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদ বিন আবূ বকর সিদ্দীক, ৪) সা'য়ীদ বিন মুসাইয়েব, ৫) আবূ বকর বিন 'আব্দুর রহমান, ৬) সুলায়মান বিন ইয়াসার, ৭) খারিজাহ বিন যায়েদ رحمهم الله।

এই সমস্ত ফক্বীহদের আমল কি বারো তাকবীরের উপর ছিল?

উত্তর ঃ এই সমস্ত ফক্বীহদের আমল বার তাকবীরের উপর ছিল। যেভাবে ইমাম মালেক رحمه الله ও ইমাম তিরমিযী رحمه الله–এর পূর্ববর্তী উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়। তাছাড়া হাফেয ইরাক্বী رحمه الله এর ব্যাখ্যাতে লিখেছেনঃ

وهو قول الْفقهاء السبعة من اهل الْمدينة

"মদীনার সাতজন ফক্বীহর উক্তিও এটাই।" (শরহে তিরমিযী ১৭/৯, তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/৬৮)

প্রশ্ন – ৬ খলীফায়ে বনী উমাইয়ার মধ্যে 'উমার ইবনে 'আব্দুল আযীযের ইলম, মর্যাদা, তাক্বওয়া ও ইত্তিবা'য়ে সুন্নাত খুবই মাশহুর (প্রসিদ্ধ)। তাঁকেও খলীফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভূক্ত গণ্য করা হয়। মায়মুন বিন মিহরান বলেছেন: 'উমার বিন 'আব্দুল 'আযীযের رحمه الله সামনে অন্যান্য আলেমদের অবস্থা তেমন– যেমন উস্তাদের সামনের ছাত্রের অবস্থা। প্রশ্ন হল, 'উমার বিন 'আব্দুল 'আযীযের আমল কোনটির উপর ছিল, বারো তাকবীর না ছয় তাকবীর?

উত্তর ঃ খলীফা 'উমার বিন 'আব্দুল 'আযীযের আমল বারো তাকবীরের উপরই ছিল। ইমাম তাহাবী رحمه الله 'শরহে মা'আনিল আসারে' (৪/৩৪৯/৬৭৭২) লিখেছেন:

حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا عتاب بن بشير عن خصيف أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يكبر سبعا وخَمسا

"খাসীফ বর্ণনা করেছেন, 'উমার বিন 'আব্দুল 'আযীয দুই 'ঈদের সালাতের প্রথম রাক'আতে সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচটি তাকবীর বলতেন।"

ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله 'উমার বিন 'আব্দুল 'আযীযের رحمه الله এই আসারটি ভিন্ন সনদে নিম্নোক্ত শব্দে বর্ণনা করেছেন:

ثنا ثابت بن قيس قال شهدت مع عمر بن عبد العزيز العيد فكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خَمسا قبل القراءة

"সাবিত বিন ক্বায়েস বর্ণনা করেছেন, 'উমার বিন 'আব্দুল 'আযীয এখানে আসলেন। তিনি দুই 'ঈদের সালাতে প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচটি তাকবীর বললেন।" (সুনানে বায়হাক্বী ৩/২৮৯/৫৯৭৭)

প্রশ্ন – ৭ বনী উমাইয়ার খেলাফত শেষ হলে যখন বনী 'আব্বাসের খেলাফত আসল– তখন 'আব্বাসী খলীফাদের আমল বারো তাকবীরের উপর ছিল না ছয় তাকবীরের উপর ছিল?

উত্তর ঃ 'আব্বাসী খলীফাদের আমল বারো তাকবীরের উপরই ছিল। হানাফী ফিক্বাহ 'হিদায়া'-তে বর্ণিত হয়েছে:

Contents

لَما انتقلت الولاية إلى بني العباس أمروا الناس بالعمل في التكبيرات بقول جدهم وكتبوا ذلك في مناشيرهم.

“(বনূ উমাইয়ার) খেলাফত শেষে যখন বনী ‘আব্বাস আসল, তখন ‘আব্বাসী খলীফাগণ নির্দেশ জারি করলেন যে, দুই ‘ঈদের তাকবীরে সমস্ত মানুষ তাদের দাদা ইবনে ‘আব্বাসের ؓ উক্তির উপর আমল করবে। আর তাদের রাষ্ট্রে সেটাই বিধিবদ্ধ হল।”[২৭]

এ থেকে সুস্পষ্ট হল, যেহেতু ‘আব্বাসী খলীফাগণ বারো তাকবীরের নির্দেশ জারি করেছিল, সেহেতু তাঁদের আমলও এরই উপর ছিল।

প্রশ্ন – ৮ চার ইমাম (ইমাম আবূ হানিফা ؒ, ইমাম মালেক ؒ, ইমাম শাফে‘য়ী ؒ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ؒ)–এর মধ্যে কোন কোন ইমাম বারো তাকবীরের উপর আমল করতেন? আর কে কে ছয় তাকবীরের উপর আমল করতেন?

উত্তর ঃ ইমাম মালেক ؒ, ইমাম শাফে‘য়ী ؒ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ؒ–এর আমল ও উক্তি বারো তাকবীরের পক্ষে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানিফার ؒ আমল ও উক্তি ছয় তাকবীরের পক্ষে।

ইরাকী ‘শরহে তিরমিযীতে’ (১৭/৮৯)বলেছেন:

وهو مروي عن عمر وعلي وأبي هريرة وأبي سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وزيد بن ثابت وعائشة، وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول، وبه يقول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.

বারো তাকবীরের বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে, ‘উমার ؓ, ‘আলী ؓ, আবূ হুরায়রা ؓ, আবূ সা‘ঈদ ؓ, জাবির ؓ, ইবনে ‘উমার ؓ, ইবনে ‘আব্বাস ؓ, আবূ আইয়ূব ؓ, যায়েদ বিন সাবিত ؓ ও ‘আয়েশা ؓ থেকে। এরই উপর রায় দিয়েছেন মদীনার সাতজন ফক্বীহ (যাদের নাম পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে), ‘উমার বিন ‘আব্দুল ‘আযীয ؒ, যুহরী ؒ,

---

[২৭] আমরা উদ্ধৃতিটি পেয়েছি অপর একটি হানাফী ফিক্বাহ ‘বাহরুর রায়েক্বে’ ৪/৪৫০ পৃ:। –অনুবাদক।

মাকহূল ؒ, ইমাম মালিক ؒ, ইমাম আওযায়ী ؒ, ইমাম শাফে'য়ী ؒ, ইমাম আহমাদ ؓ ও ইমাম ইসহাক্ব ؓ।" (নায়লুল আওতার)

প্রশ্ন – ৯ ইমাম আবূ হানিফা ؒ থেকেও কি বারো তাকবীরের উপর আমল করার প্রমাণ আছে?

উত্তর ঃ ইমাম আবূ হানিফা ؒ–এর বিখ্যাত দু'জন ছাত্র থেকে বারো তাকবীরের উপর আমল করার বর্ণনা আছে। 'রদ্দে মুখতার' ২/৬১৪ পৃষ্ঠাতে বর্ণিত হয়েছেঃ

وروى عن ابى يوسف ومُحمد انّهما فعلا ذلك لان هارون امرهُما ان يكبرا بتكبير جده ففعلا ذلك

"ইমাম আবূ ইউসূফ ؒ ও ইমাম মুহাম্মাদ ؒ থেকে বর্ণিত আছে, তাঁরা (দু'জনে) বারো তাকবীরের উপর আমল করেছেন। কেননা খলীফা হারুন-উর রশীদ তাঁদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন আপনারা আমাদের দাদার দাদা ইবনে 'আব্বাসের ؓ তাকবীর তথা বারো তাকবীরের উপর আমল করবেন। একারণে তাঁরা উভয়ে বারো তাকবীরের উপর আমল করতেন।"

'হিদায়া'র টীকাতে উল্লিখিত হয়েছেঃ

روى عن ابى يوسف انه قدم بغداد. وصلى بالناس صلوة العيد وخلفه هارون الرشيد. فكبر بتكبيرات ابن عباس وروى عن مُحمد هكذا

"ইমাম আবূ ইউসূফ ؒ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বাগদাদে গেলেন এবং 'ঈদের সালাত আদায় করালেন। তাঁর পিছনে খলীফা হারুন-উর রশীদও ছিল। তখন তিনি ইবনে আব্বাসের (বারো) তাকবীরের সাথে (সালাত) আদায় করলেন। অনুরূপ ইমাম মুহাম্মাদ ؒ থেকেও বর্ণিত আছে।"

প্রশ্ন – ১০ ঐ দু'জন ইমাম কি কেবল খলীফা হারুন–উর রশীদের নির্দেশের কারণে বারো তাকবীরের উপর আমলটি করেছিলেন? নাকি সেটা হক্ব জেনেই আমল করেছিলেন?

Contents

উত্তর ঃ তাঁরা কেবল হারুন-উর রশীদের হুকুমের জন্য আমলটি করেন নি। বরং 'ঈদের সালাতে বারো তাকবীর বলাটা হক্ব জেনেই তা করেছিলেন। এর দলিল হল, এই দু'জন ইমাম থেকেই বারো তাকবীরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া হানাফী মাযহাবের ফিক্বাহ 'মুজতাবা'–তে লেখা হয়েছেঃ "ইমাম আবূ ইউসূফ ছয় তাকবীর থেকে বারো তাকবীরের দিকে ফিরে যান এবং এরই উপর তাঁর রায় ও আমল ছিল।" 'রদ্দে মুখতার' (৬/১৫৯)–এ আছে :

ومنهم من جزم بان ذلك رواية عنهما بل فى المجتبى وان ابى يوسف انه رجع
الى هذا

"কিছু ফক্বীহর এ ব্যাপারে দৃঢ় ধারণা যে, বারো তাকবীরের উপর আমল করার ব্যাপারে এই দু'জন ইমাম থেকে (কেবল) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বরং 'মুজতাবা'-তে লেখা হয়েছে, ইমাম আবূ ইউসূফ ছয় তাকবীরের রায় থেকে বারো তাকবীরের দিকে ফিরে যান।"

অর্থাৎ এরই উপর তাঁর রায় ও আমল ছিল। আর যেসব ফক্বীহগণ লিখেছেন এই দু'জন ইমামের বারো তাকবীর দেয়াটা হক্ব জানার কারণে ছিল না, বরং কেবল খলীফার আনুগত্যের কারণে ছিল – তা সহীহ নয়।

কেননা প্রথমত, এ ব্যাপারে কোন দলিল নেই। দ্বিতীয়ত, এই দু'জন ইমাম থেকে বারো তাকবীরের বর্ণনা রয়েছে। এমনকি ইমাম আবূ ইউসূফ থেকে ছয় তাকবীর থেকে ফিরে আসাটাও বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন – ১১ ইমাম আবূ ইউসূফ ﵀ ও ইমাম মুহাম্মাদ ﵀–এর পরে কোন হানাফী শায়েখ কি ইবনে 'আব্বাসের ﵄ বারো তাকবীরের উক্তির উপর আমল করেছেন? কিংবা আমল করা অনুমতি দিয়েছেন?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, অসংখ্য হানাফী শায়েখ 'ঈদুল ফিতরের সালাতে ইবনে 'আব্বাস ﵄-এর বারো তাকবীরের বর্ণনার উপর আমল করার অনুমতি দিয়েছেন ও উত্তম বলেছেন। 'রদ্দে মুখতার'–এ (৬/১৫৯) বর্ণিত হয়েছেঃ

ذكر غير واحد من المشايخ أن المختار العمل برواية الزيادة أي زيادة تكبيرة
في عيد الفطر وبرواية النقصان في عيد الأضحى عملا بالروايتين وتخفيفا في عيد
الأضحى لاشتغال الناس بالأضاحي

Contents

“একাধিক মাশায়েখ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তাঁদের কাছে বেশী সংখ্যার বর্ণনাটিই গ্রহণযোগ্য আমল। অর্থাৎ বেশী সংখ্যার তাকবীরটি ঈদুল ফিতরে এবং হ্রাসকৃত দু'টি বর্ণনার আমল তাকবীর ঈদুল আযহাতে। ঈদুল আযহাতে সহজীকরণের কারণ হল, আযহাতে লোকেরা ব্যস্ত থাকে।”

[**সংযোজন ঃ** আমরা পরবর্তীতে হাদীস ও আসার থেকে বর্ণনা দেখব যে, বারো তাকবীরের আমলটি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। –অনুবাদক]

প্রশ্ন – ১২ এটা তো জানা গেল যে, অধিকাংশ সাহাবী ؓ, তাবে'য়ী ؒ, মুজতাহিদ ইমামগণ ؒ, মুসলিম সর্ব–সাধারণের আমল বারো তাকবীর–ই ছিল। প্রশ্ন হল, ছয় তাকবীরের আমলটি কত জন সাহাবীর ؓ ছিল এবং কোন কোন সাহাবীর ؓ? তাছাড়া সাহাবীদের ؓ এই আমলগত পার্থক্যগুলোর কোনটি মারফু‘[২৮] হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়?

উত্তর ঃ ছয় তাকবীরের উপর পাঁচ-ছয়জন সাহাবীর ؓ আমল ছিল। তাঁরা হলেন, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ ؓ, হুযায়ফা ؓ, আবূ মূসা ‘আশ‘আরী ؓ ও আবূ মাস‘উদ আনসারী ؓ। সাহাবীদের ؓ এ সম্পর্কীত (বারো/ছয় তাকবীর) মতপার্থক্যের মধ্যে প্রথমটির (বারো তাকবীরের) সমর্থনে মারফু‘ সহীহ হাদীস আছে, যা আমলযোগ্য। এ সম্পর্কে পরবর্তী দু'টি অধ্যায়ের প্রমাণগুলো গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য করুন।

---

[২৮]. মারফু‘ঃ নবী ﷺ–এর কথা, কাজ বা আমলের সাথে সম্পৃক্ত হাদীস।

Contents

প্রথম অধ্যায়

সহীহ ও মারফু‘ হাদীস দ্বারা বারো তাকবীরের প্রমাণ

প্রশ্ন- ১৩ অধিকাংশ সাহাবী رضي الله عنهم, তাবে‘য়ীন رحمهم الله ও মুজতাহিদ ইমাম رحمهم الله ও মুসলিম সর্ব-সাধারণের মধ্যে দুই ‘ঈদের বার তাকবীরের যে উক্তি রয়েছে তার প্রমাণ কি? এ সম্পর্কে কোন সহীহ বা হাসান মারফু‘ হাদীস কি আছে, না নেই? যদি থাকে তবে তা কোনটি এবং কোন কিতাবের? কোন কোন মুহাদ্দিস সেটা সহীহ বা হাসান বলেছেন?

উত্তরঃ এ সম্পর্কে সহীহ মারফু‘ হাদীস আছে যা ‘আমর বিন শু‘আয়েব থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ নিজ নিজ সুনানে হাদীসটি এনেছেন। তাছাড়া ইমাম আহমাদ رحمه الله নিজের ‘মুসনাদ’–এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী رحمه الله, ইমাম আহমাদ رحمه الله, ‘আলী ইবনুল মাদীনী رحمه الله হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাফেয ইরাক্বী رحمه الله এর সনদকে সালেহ এবং হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله হাসান বলেছেন। আর ইমাম আবূ দাউদ চুপ থেকেছেন। হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله ইমাম বুখারী رحمه الله প্রমুখ থেকে হাদীসটি সহীহ’র কথা উল্লেখ করার পর চুপ থেকেছেন। তাছাড়া হাদীসটির সাক্ষ্যমূলক অনেক হাদীস আছে। ‘আমর বিন শু‘আয়েবের মারফু‘ সহীহ ও সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হাদীসটি অধিকাংশ সাহাবী رضي الله عنهم, তাবে‘য়ীন رحمهم الله ও মুজতাহিদ ইমাম رحمهم الله ও মুসলিম সর্ব-সাধারণের দলিল।

‘আমর বিন শু‘আয়েবের হাদীসটি হল:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعَهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَبَّرَ فِي عِيدٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

Contents

"...... রসূলুল্লাহ ﷺ দুই 'ঈদের সালাতে বারো তাকবীর দিতেন। সাত তাকবীর প্রথম রাক'আতে এবং পাঁচ তাকবীর দ্বিতীয় রাক'আতে। তিনি 'ঈদের সালাতের পূর্বে কোন সালাত আদায় করতেন না, এমনকি পরেও না। (আহমাদ ১১/২৮৩/৬৬৮৮)।

ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন :

حدثنا أبو كريب مُحمد بن العلاء . حدثنا عبد الله بن الْمبارك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي ﷺ كبّر في صلاة العيد سبعا وخَمسا

"নবী ﷺ ঈদের সালাতে সাত ও পাঁচ তাকবীর দিতেন।"

ইমাম আহমাদ বলেছেন : اذهب الى هذا كذا "আমি এই হাদীসটির উপর আমল করি।" (আল-মুনতাক্বা)

তাছাড়া আবূ দাউদ হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন :

حدثنا مسدد ، ثنا الْمعتمر ، قال : سَمعت عبد الله بن عبد الرحْمان الطائفي يُحدث عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال نبي الله ﷺ: " التكبير في الفطر سبع في الاولى ، وخمس في الآخرة ، والقراءة بعدهما كلتيهما "

"রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'ঈদুল ফিতরের (সালাতের) প্রথম রাক'আতে সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচটি তাকবীর। আর ক্বিরাআত উভয় রাক'আতের তাকবীরের পরে।"

[**সংযোজনঃ** উক্ত তিনটি সনদে বর্ণিত হাদীসগুলোর সমালোচনা হল, এখানে আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান একজন বিতর্কীত (মুতাকাল্লিম ফীহ) রাবী। যার পূর্ণাঙ্গ নাম হল– আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান বিন ইয়া'লা। তবে তিনি প্রসিদ্ধ– 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান আত-ত্বয়িফী নামে। আলোচ্য তিনটি সনদেই বিভিন্নভাবে তাঁর নামটি এসেছে। ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ মুসলিমে' (অধ্যায় ঃ কবিতা كتاب الشعر) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর সহীহ বুখারী বা সহীহ মুসলিমে একত্রে বা এককভাবে বর্ণিত রাবীর প্রতি জারাহ গ্রহণযোগ্য নয় (ইবনে হাজার, নুখবাতুল ফিকর)। হাদীসটির সনদসহ নিম্নরূপঃ [সহীহ মুসলিম (ইফা) ৭/২৭১ পৃঃ, হা/৫৬৯০]

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ كِلاَهُمَا عَنْ عَبْد اللّٰه بْن عَبْد الرَّحْمَن الطَّائفىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

اسْتَنْشَدَنِى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَزَادَ قَالَ « إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ ». وَفِى حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِىٍّ قَالَ « فَلَقَدْ كَادَ يُسْلِمُ فِى شِعْرِهِ »

তাছাড়া সহীহ মুসলিমের বর্ণনাটি عن দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। পক্ষান্তরে আহমাদ ও আবূ দাউদের বারো তাকবীরের সনদগুলো سَمعه ও يُحدثه শব্দ দ্বারা সরাসরি হাদীস শোনাটা প্রমাণিত হয়েছে। তবে ইবনে মাজাহ'র বর্ণনাটি কেবল عن দ্বারা বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে উসূলে হাদীসের নীতি অনুযায়ী আহমাদ ও আবূ দাউদের বর্ণনাটি নির্দ্বিধায় সহীহ এবং ইবনে মাজাহর বর্ণনাটি তাদলীসের কারণে য'য়ীফ –কিন্তু সাক্ষ্যমূলক হাদীস হিসাবে উপস্থাপনযোগ্য। কেননা আহমাদ ও আবূ দাউদের হাদীস দ্বারা আত-তায়েফীর শোনাটা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং ইবনে মাজাহ'র বর্ণনাটিও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাসান হাদীসে উত্তীর্ণ হয়।

ইমাম ইবনে হাজামের পর্যালোচনা:

ইমাম ইবনে হাজম رحمه الله এই বর্ণনাটি উল্লেখ না করেই ইবনে লাহিয়াহ'র সূত্রে আমর বিন শু'আয়েব 'আন আবীহি 'আন 'আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আসের হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। তিনি ইবনে লাহিয়ার কারণে হাদীসটি য'য়ীফ বলেছেন। আমাদের মূল আলোচ্য আমর বিন শু'আবে 'আন আবীহি 'আন জাদ্দিহীর সনদে ইবনে লাহিয়াহ নেই। অর্থাৎ ইমাম ইবনে হাজম رحمه الله কর্তৃক এই আলোচ্য আমর বিন শু'আবে 'আন আবীহি 'আন জাদ্দিহীর সনদটি উল্লেখ না করে অন্য সব বারো তাকবীরের হাদীসকে য'য়ীফ উল্লেখ করেছেন। এ পর্যায়ে বার তাকবীরের হাদীস সম্পর্কে তাঁর উক্তি : وَهَذَا كُلُّهُ لا يَصِحُّ "এই সম্পর্কে কোন কিছুই সহীহ নয়" –ভুল প্রমাণিত হল। –অনুবাদক]

হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله 'তালখীসুল হাবীর'–এ (২/২৭৮) লিখেছেন:

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ ، وَأَبُو دَاوُد ، وَابْنُ مَاجَهْ ، وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدَ ، وَعَلِيٌّ ، وَالْبُخَارِيُّ فِيمَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ

Contents

"আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটি আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ ও আলী ইবনুল মাদীনী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী ﵀-ও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন– যেভাবে ইমাম তিরমিযী ﵀ উল্লেখ করেছেন।"

হাফেয যায়লা'য়ী ﵀ 'নাসবুর রায়াহ তাখরীজে হিদায়াহ'-তে (৩/২৯১) লিখেছেন :

قال النووي في الخلاصة قال الترمذي في العلل سألت البخاري عنه فقال هو صحيح

"ইমাম নববী ﵀ 'খুলাসা'-তে লিখেছেন: তিরমিযী ﵀ বলেছেন, ইমাম বুখারীকে 'আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ﵀ বলেন : হাদীসটি সহীহ।"

তাছাড়া হাফেয যায়লা'য়ী ﵀ 'তাখরীজে হিদায়াহ'–তে আরো লিখেছেন:

قال في علله الكبرى سألت محمدا عن هذا الحديث فقال ليس شئ في هذا الباب أصح منه وبه أقول وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أيضا صحيح والطائفي مقارب الحديث

"ইমাম তিরমিযী ﵀ তাঁর 'ঈলাল'-এ বলেছেন: আমি ইমাম বুখারীকে ﵀ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি ﵀ বলেন: এ সম্পর্কে এর থেকে আর কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত হয় নি। অতঃপর (ইমাম তিরমিযী) বলেছেন: আমার মতও এটাই। আর 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান আত-তায়িফী'র হাদীসটিও সহীহ। তাছাড়া আত–তায়িফী মুক্বারিবুল হাদীস।"

তাছাড়া শরহে ইবনে মাজাহ-তে (১/৯১) 'আল–লুম'আত'-এর সূত্রে লেখা হয়েছে:

قال في شرح كتاب الْخرقي روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ ذكر ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة رواه أحْمد وابن ماجة وقال أحْمد انا اذهب الى ذلك وكذلك ذهب اليه ابن الْمديني وصحح الْحديث

"শরহে কিতাবুল খারক্বী-তে বর্ণিত হয়েছে, 'আমর বিন শু'আয়েব বর্ণনা করেছেন রসূলুল্লাহ ﷺ (দুই ঈদের সালাতে) বারো তাকবীর বলতেন। সাতটি তাকবীর বলতেন প্রথম রাক'আতে এবং পাঁচটি তাকবীর বলতেন দ্বিতীয় রাক'আতে। এটি আহমাদ ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ رحمه الله বলেছেন, আমার মাযহাব এটাই। ইমাম ইবনুল মাদীনী رحمه الله–এর মতও এটাই। আর তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।"

শায়েখ মানসূর رحمه الله كشاف القناع-তে (৪/২০৩) 'আমর বিন শু'আয়েবের হাদীস উল্লেখ করার পর লিখেছেন:

قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ أَبِي أَنَا أَذْهَبُ إِلَى هَذَا وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ

"ইমাম আহমাদের পুত্র 'আব্দুল্লাহ বলেন: আমার পিতা বলেছেন, আমি 'আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটির উপর আমল করি। হাদীসটি ইবনে মাজাহও বর্ণনা করেছেন, আর 'আলী ইবুনল মাদীনী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।"

ইমাম শওকানী رحمه الله 'নায়লুল আওতার'-এ (৬/৫) লিখেছেন:

قال العراقي : إسناده صالح

"হাফেয ইরাক্বী رحمه الله বলেছেন, 'আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটির সনদ সালেহ।"

তাছাড়া হাফেয ইবনে 'আব্দুল বার رحمه الله 'আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটির সনদকে হাসান বলেছেন। যা পরবর্তী অধ্যায়ে জানতে পারবেন।

সারসংক্ষেপ: 'আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটি সংশয়হীন সহীহ ও গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া এই হাদীসটির সাক্ষ্যমূলক দশটি হাদীস নিচে উল্লেখ করা হল।

প্রথম হাদীস: ইমাম বায়হাক্বী 'সুনানে কুবরা'-তে (৩/২৮৭/৬৩৯৭) বর্ণনা করেছেন:

Contents

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ . بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الزُّبَيْدِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ قَرَظٍ أَنَّ أَبَاهُ وَعُمُومَتَهُ أَخْبَرُوهُ عَنْ أَبِيهِمْ سَعْدِ بْنِ قَرَظٍ:

أَنَّ السُّنَّةَ فِى صَلاَةِ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ فِى الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَيُكَبِّرُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

"সা'আদ বিন ক্বরয বর্ণনা করেছেন, 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহাতে সুন্নাত হল – ইমাম প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাতটি তাকবীর দিবে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতে পূর্বে পাঁচটি তাকবীর দিবে।" (জাওয়াহিরুন নাক্বী)

[সংযোজন ঃ এই হাদীসটির ব্যাপারে আপত্তি হল – এর সনদে বাক্বীয়াহ নামে একজন বর্ণনাকারী আছেন। তিনি মুতাকাল্লিম ফীহি (বিতর্কীত) রাবী। সুতরাং হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। জবাব হল, সর্বসম্মতভাবে বাক্বীয়াহ যখন হাদ্দাসানা বা আখবারানা বা সামি'তু শব্দ ব্যবহার করে হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তা সহীহ। কিন্তু যখন 'আন দ্বারা বর্ণনা করেন– তখন হাদীসটি বিতর্কীত। আলোচ্য হাদীসটি 'আন দ্বারা তিনি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যেহেতু তিনি সিক্বাহ এবং অন্য সহীহ হাদীস এর সমর্থনে রয়েছে – সুতরাং হাদীসটি হাসান স্তরে উন্নীত এবং সাক্ষ্যমূলক হিসাবে উপস্থাপন যোগ্য। –অনুবাদক]

উল্লেখ্য, সা'দ ﵁ ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহাবী ﵁। নবী ﷺ–এর যামানাতে তিনি কুবাতে আযান দিতেন। তাছাড়া যখন কোন সাহাবী কোন আমলকে 'সুন্নাত' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন, তখন এর দ্বারা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত-ই উদ্দেশ্য। (كما تقرر فى مقره)

উল্লেখ্য 'সুনানে কুবরা'-তে বর্ণনাটি সা'আদ বিন ক্বরয ﵁ উল্লিখিত হয়েছে। পক্ষান্তরে 'মা'রেফাতুস সুনানে' সা'আদ আল-ক্বরয উল্লিখিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি সা'আদ আল-ক্বরয হবে। এমনকি আসমাওর রিজালেও সা'আদ আল-ক্বরয বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া সুনানে ইবনে মাজাহ-তেও অন্য সনদে হাদীসটি সা'আদ আল-ক্বরয থেকে নিম্নরূপে বর্ণিত হয়েছেঃ

حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله ﷺ حدثني أبي عن أبيه عن جده :

Contents

أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة.

“সা‘আদ মুআযযিন ؓ রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দুই ‘ঈদের প্রথম রাক‘আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলতেন।”

দ্বিতীয় হাদীস ঃ জামে‘ তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে:

حدثنا مسلم بن عمرو أبو عمرو الْحذاء الْمديني حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده :

أن النبي ﷺ كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة.

“কাসীর বিন ‘আব্দুল্লাহ তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দুই ‘ঈদের সালাতের প্রথম রাক‘আতে সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচটি তাকবীর দিতেন– ক্বিরাআতের পূর্বে।”

ইমাম তিরমিযী ؒ হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন: حديث جد كثير حديث حسن “কাসীরের দাদার এই হাদীসটি সহীহ।”

[সংযোজনঃ কাসীর বিন ‘আব্দুল্লাহর কারণে হাদীসটি য‘য়ীফ। যাঁরা হাদীসটি সহীহ বা হাসান বলেছেন– তাদের উদ্দেশ্য হল, সহীহ হাদীসের সাক্ষ্য বা সমর্থক হিসাবে হাদীসটি সহীহ। –অনুবাদক]

তৃতীয় হাদীস ঃ মুসনাদে বাযযারে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا زُرَيْقُ بْنُ السَّخْتِ قَالَ : ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ : ثنا الْحَسَنُ الْبَجَلِيُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ:

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تَخْرُجُ لَهُ الْعَنَزَةُ فِي الْعِيدَيْنِ حَتَّى يُصَلِّيَ إِلَيْهَا وَكَانَ يُكَبِّرُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَرِضْوَانُهُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

“আব্দুর রহমান বিন ‘আওফ ؓ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি দুই ‘ঈদে বল্লমসহ বের হতেন যেন রসূলুল্লাহ ﷺ সেটা সামনে রেখে সালাত আদায়

করেন। তিনি ﷺ (শুরুর তাকবীরসহ) তেরটি তাকবীর বলতেন। আবূ বকর رضي الله عنه ও ‘উমার رضي الله عنه উভয়েই অনুরূপ করতেন।

হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله ‘তালখীসুল হাবীর’–এ লিখেছেন : صحح الدارقطني ارساله “দারাকুতনী মুরসাল হওয়া সহীহ হিসাবে গণ্য করেছেন।”[২৯]

চতুর্থ হাদীস ঃ মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে (৩/৮৫/৪৮৯৫ নং) বর্ণিত হয়েছে:

عبد الرزاق عن إبراهيم بن مُحمد عن جعفر بن مُحمد عن أبيه قال : كان علي يكبر في الفطر والأضحى والاستسقاء سبعا في الاولى وخَمسا في الاخرى ويصلي قبل الخطبة ويُجهر بالقراءة قال وكان رسول الله ﷺ وأبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك

“মুহাম্মাদ (প্রসিদ্ধ ইমাম বাকের নামে) থেকে বর্ণিত হয়েছে: ‘আলী رضي الله عنه ‘ঈদুল আযহা, ‘ঈদুল ফিতর ও ইস্তিস্কার সালাতে প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর বলতেন। আর তিনি رضي الله عنه সালাত পড়াতেন খুতবা দেয়ার পূর্বে এবং জেহরী (সরবে) ক্বিরাআত করতেন। আর ‘আলী رضي الله عنه বলতেন: রসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বকর رضي الله عنه, ‘উমার رضي الله عنه ও ‘উসমান رضي الله عنه এমনটি করতেন।”

হাদীসটি হাফেয যায়লা‘য়ী رحمه الله ‘তাখরীজে হিদায়াহ’-তে উল্লেখ করার পর চুপ থেকেছেন।

পঞ্চম হাদীস ঃ দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارٍ الْمُؤَذِّنُ:

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِى الْعِيدَيْنِ فِى الْأُولَى سَبْعاً وَفِى الآخِرَةِ خَمْساً وَكَانَ يَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

---

[২৯] হানাফীদের কাছে মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য। সুতরাং হাদীসটিকে সহীহ মারফু‘ হাদীসের সাক্ষ্য হিসাবে হানাফীদের কাছে দলিল হিসাবে উপস্থাপন করা যায়। –অনুবাদক।

"আম্মার তাঁর পিতা থেকে তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দুই 'ঈদের সালাতে প্রথম রাক'আতে সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচটি তাকবীর বলতেন। আর তিনি ﷺ সালাত পড়াতেন খুতবা দেয়ার পূর্বে।"

ষষ্ঠ হাদীস ঃ সুনানে আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছে:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالأَضْحَى فِى الأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا ـــ وفى رواية : سوى تكبيرتي الركوع

"আয়েশা ﵁ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দুই 'ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সালাতের প্রথম তাকবীরে সাতটি তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচটি তাকবীর দিতেন ক্বিরাআত শুরু করার পূর্বে। এর মধ্যে রুকূ'তে যাওয়ার সময়কার তাকবীরটি গণ্য নয়।"

[সংযোজন: হাদীসটির সানাদে ইবনে আছেন। তাঁর সম্পর্কে বইয়ের শেষে আলোচনা করা হল। –অনুবাদক]

সপ্তম হাদীস ঃ তাবারানী 'মু'জামুল কাবীর'–এ (১০/২৯৪/১০৭৩০) বর্ণিত হয়েছে:

أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، فِي الأُولَى سَبْعًا، وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا

"ইবনে 'আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ দুই 'ঈদের সালাতে বারো তাকবীর বলতেন। প্রথম রাক'আতে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচটি।"

[সংযোজন ঃ বর্ণনাটিতে দু'জন মাজহুল হাল ও একজন মাতরুক রাবী আছে। একারণে বর্ণনাটি পরিত্যাজ্য। –অনুবাদক]

অষ্টম হাদীস ঃ ইমাম বায়হাক্বী ﵀ সাহাবী জাবির ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন:

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُكَبِّرَ لِلصَّلاةِ فِي الْعِيدَيْنِ سَبْعًا وَخَمْسًا

"জাবির ﵁ বলেছেন: দুই 'ঈদের সালাত সাত ও পাঁচ তাকবীর বলা সুন্নাত।"

[সংযোজন ঃ বর্ণনাটিতে মাতরুক ও মুদাল্লিস রাবী আছেন। একারণে বর্ণনাটি য'য়ীফ। –অনু:]

Contents

নবম হাদীসঃ ইমাম তাহাবী 'শরহে মা'আনিল আসার'–এ (৬/৩৪৩/৬৭৪৫) বর্ণনা করেছেন:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْجَارُودِ، قَالَ: ثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " صَلَّى بِالنَّاسِ، يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، فَكَبَّرَ فِي الأُولَى سَبْعًا، وَقَرَأَ: ق وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ وَفِي الثَّانِيَةِ، خَمْسًا، وَقَرَأَ: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ .

"আবূ ওয়াক্বিদ লায়সী ؓ ও আয়েশা ؓ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ 'ঈদুল আযহা ও 'ঈদুল ফিতরের দিন লোকদের সালাত পড়ালেন। তিনি প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর দিলেন এবং সূরা ক্বাফ – ওয়াল কুরআনিল মাজীদ পড়লেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিলেন এবং পড়লেন : اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (সূরা ক্বামার)।"

[সংযোজন ঃ ইবনে লাহি'য়াহ য'য়ীফ ও পরবর্তী দু'জন রাবীর তাদলীসের ত্রুটি রয়েছে। তবে ইবনে লাহি'য়াহ-র বর্ণনা সাক্ষ্যমূলক হিসাবে গ্রহণযোগ্য। তেমনি মুদাল্লিস বর্ণনাকারী সিক্বাহ ও বিশ্বস্ত হলে সাক্ষ্যমূলক হিসাবে তার হাদীস হাসান স্তরে উত্তীর্ণ হয়। সুতরাং হাদীসটি সাক্ষ্যমূলক হিসাবে গ্রহণযোগ্য।–অনুবাদক]

দশম হাদীস ঃ দারাকুতনী (২/৪৮/২৪) বর্ণনা করেছেন:

ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، ثنا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثنا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " التَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ، وَفِي الأَخِيرَةِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ

"ইবনে 'উমার ؓ বলেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দুই 'ঈদের সালাতে প্রথম রাক'আতে সাত তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন।"

[সংযোজনঃ ফারাযু বিল ফাযালাহ-র কারণে হাদীসটি য'য়ীফ। –অনুবাদক]

এর মাধ্যমে দশটি বর্ণনা পূর্ণ হল যা 'আমর বিন শু'আয়েব বর্ণিত হাদীসটির সাক্ষ্যমূলক বর্ণনা। সুতরাং 'আমর বিন শু'আয়েব বর্ণিত হাদীসটি সহীহ ও নির্দিধায় গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন – ১৪ 'আমর বিন শু'আয়েব বর্ণিত হাদীসটির সনদে 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান তায়িফী আছেন। তাঁর সম্পর্কে ইমাম তাহাবী 'শরহে মা'আনিল আসারে' লিখেছেন:

ليس عندهم بالذى يَحتج بروايته

"আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমানের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য না।"

তাছাড়া শায়েখ আলাউদ্দীন 'জাওয়াহিরুল নাক্বী'-তে (৩/২৮৫) লিখেছেন:

عَبد الله الطائفي متكلم فيه قال أبو حاتِم والنسائي ليس بالقوى وفى كتاب ابن الْجوزى ضعفه يَحيى

"আব্দুল্লাহ তায়িফী 'মুতাকাল্লিম ফীহি'। আবার আবূ হাতিম ও নাসায়ী رحمه الله বলেছেন, তিনি শক্তিশালী নন। আর ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন তাকে য'য়ীফ বলেছেন।"

উত্তর ঃ ইমাম ইবনে হিব্বান 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান তায়িফী-কে সিক্বাহ গণ্য করেছেন। ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন رحمه الله তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন: 'সালেহ'। ইবনে 'আদী লিখেছেন: وهو ممن يكتب حديثه "তাঁর থেকে হাদীস লেখা হয়।" ইমাম বুখারী رحمه الله লিখেছেন: মুক্বারিবুল হাদীস। আর এই তিনটি শব্দই তা'দীলের আলফায হিসাবে গণ্য। ইবনে 'আদী رحمه الله লিখেছেন: যে সমস্ত হাদীস 'আমর বিন শু'আয়েব থেকে বর্ণিত হয়েছে তা মুস্তাক্বীম। কেননা 'মীযানে ই'তিদালে' (৩/৩৮৭-৮৮) বর্ণিত হয়েছে:

ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن معين: صويلح وقال مرة ضعيف وقال النسائي وغيره : ليس بالقوى وكذا قال أبو حاتِم قال ابن عدى : أما سائر حديثه فعن عمرو بن شعيب ، وهى مستقيمة ، فهو مِمن يكتب حديثه.

"ইবনে হিব্বান 'সিক্বাতে' তাঁর কথা বর্ণনা করেছেন। ইবনে মু'য়ীন বলেছেন: صويلح (সামান্য ভাল), আরেকবার বলেছেন: য'য়ীফ। নাসা'য়ী ও অন্যান্যরা বলেছেন: সে শক্তিশালী নয়। আবূ হাতিম বলেছেন, ইবনে 'আদী বলেন: ধারাবাহিকভাবে 'আমর বিন শু'আয়েব থেকে তাঁর হাদীস বর্ণিত হলে– তবে সেটা মুস্তাক্বীম (দৃঢ়)। কেননা তিনি তার কিতাব থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।"

আর 'খুলাসা'-তে আছে, ইয়াহইয়া বলেছেন: সে সালেহ।

বাকী থাকল আবূ হাতিম, নাসায়ী ও ইয়াহইয়া বিন মু'য়ীনের উক্তি। তাঁরা 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমানের প্রতি আপত্তি করেছেন। তাঁদের এই আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমত, এই আপত্তি সন্দেহযুক্ত। উসূলে হাদীস থেকে প্রমাণিত– যখন কোন বর্ণনাকারীর প্রতি আপত্তি সন্দেহযুক্ত হয়, তখন ঐ আপত্তি গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, আবূ হাতিম, নাসায়ী ও ইবনে মু'য়ীন– এই তিনজনই মুতা'আন্নিত (متعنت–কট্টোর) ও মুতাশাদ্দিদ (متشدد–কঠোর)–দের অন্তর্ভূক্ত। অবশ্য মুতা'আন্নিত ও মুতাশাদ্দিদ-এর তা'দীল গ্রহণযোগ্য কিন্তু জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়। তবে যখন কোন মুনসিফ (ইনসাফকারী) গায়ের-মুতাশাদ্দিদ (নমনীয়) তাদের পরিপূরক হয় (সেক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য)। আলোচ্য ক্ষেত্রে কোন গায়ের-মুতাশাদ্দিদ তাঁদের পরিপূরক নেই।[৩০] বরং ইমাম বুখারী رحمه الله, ইমাম ইবনে হিব্বান رحمه الله, ইমাম ইবনে 'আদী رحمه الله তাঁদের বিপরীত অবস্থানে আছেন। অর্থাৎ 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমানের তা'দীল এটাই যে– ইমাম বুখারী, ইবনে হিব্বান رحمه الله প্রমুখ তাঁর তা'দীল ও তাওসিক্ব করেছেন। আর এ পর্যায়ে আবূ হাতিম, নাসায়ী ও ইবনে মু'য়ীনের জারাহ অকার্যকরী ও অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান তায়িফী মাক্ববুল ও গ্রহণযোগ্য হওয়াটা সুস্পষ্ট হল। এ কারণেই ইমাম বুখারী رحمه الله, ইমাম আহমাদ رحمه الله, ইমাম 'আলী ইবনুল মাদীনী رحمه الله এই সমস্ত হাদীস বিশেষজ্ঞগণ 'আমর বিন শু'আয়েব এর বর্ণনা গ্রহণ করেছেন এবং এর উপর আমল করেছেন। ইবনে 'আদী তো সুস্পষ্টভাবে বলেছেন: 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমানের হাদীস যা 'আমর বিন শু'আয়েব থেকে বর্ণিত হয়েছে– তা মুস্তাক্বীম। আশ্চর্যের বিষয় হল, ইমাম তাহাবী, শায়েখ আলাউদ্দীন প্রমুখ আবূ হাতিম, নাসায়ী প্রমুখের সন্দেহযুক্ত জারাহকেই

---

[৩০]. উসূলে হাদীসের এই নীতিমালাটি না জানার জন্য অনেক আলেম সাধারণ জনগণকে 'আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটির ব্যাপারে আপত্তি করে হাদীসটি য'য়ীফ করার প্রতিই তাঁর লেখনীকে ব্যবহার করেছেন। 'আমর বিন শু'আয়েব 'আন আবীহি 'আন জাদ্দিহী সনদটি সম্পর্কে তাঁদের সংশয়গুলো আমরা এই পুস্তিকার কয়েকটি স্থানে মুহাদ্দিসদের সূত্রে সমাধান দিয়েছি। আরো জানার জন্য দেখুন "ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাকতা" [প্রকাশনায়ঃ আতিফা পাবলিকেশন্স, ঢাকা)। –অনুবাদক।

কেবল গ্রহণ করেছেন এবং ইমাম বুখারী رحمه الله, ইমাম ইবনে হিব্বান رحمه الله প্রমুখের সুস্পষ্ট তা'দীল ও তাওসীক্বের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। আচ্ছা! যদি তাঁদের কাছে 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান তায়িফী 'মুতাকাল্লিম ফীহি' হন এবং তাঁর জন্য 'আমর বিন শু'আয়েবের বর্ণনাটি য'য়ীফ হয় তবে সাক্ষ্য হিসাবে বর্ণিত (দশটি) হাদীস দ্বারা কি সেটা মাক্ববুল হয় না? (نسامحهم الله تعالى)

প্রশ্ন – ১৫ ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন رحمه الله যদিও 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমানকে সালেহ [মূলত শব্দটি হবে : صويلح (সামান্য ভাল) – অনু:] গণ্য করেছেন, কিন্তু তিনি তো য'য়ীফও গণ্য করেছেন। যেভাবে 'জাওয়াহিরুল নাক্বী'–এর বর্ণনা থেকে জানা যায়। আর 'মীযানুল ই'তিদালে' বলা হয়েছে : مرة ضعيف "ইবনে মু'য়ীন একবার বলেছেন 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান য'য়ীফ।"

উত্তর ঃ যখন ইয়াহইয়া বিন মু'য়ীন رحمه الله থেকে কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে জারাহ ও তা'দীল উভয়টিই পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে কখনই এটা বুঝা যায় না যে, তিনি বর্ণনাকারীকে য'য়ীফ ও অগ্রহণযোগ্য গণ্য করতেন। হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله "বাযলূল মা'উন"–এ লিখেছেন:

وقد وثقه أي ابا بلج يَحيى بن معين والنسائي ومُحمد بن سعد والدارقطني ونقل ابن الْجوزي عن ابن معين انه ضعفه فان ثبت ذلك يكون سئل عنه وعمن فوقه فضعفه بالنسبة اليه وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن معين فيه نبه عليها أبو الوليد الباجي في كتابه رجال البخاري

"ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন, নাসা'য়ী, দারাকুতনী ও মুহাম্মাদ বিন সা'আদ رحمه الله আবূ বালজকে তাওসিক্ব (সিক্বাহ গণ্য) করেছেন। ইবনুল জাওযী رحمه الله লিখেছেন: ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন رحمه الله আবূ বালজকে য'য়ীফ বলেছেন। যদি এটা প্রমাণিত হয় তবে ঘটনা হল, ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীনকে আবূ বালজ ও অন্য একজন বর্ণনাকারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো– যিনি আবূ বালজ থেকে বেশী সিক্বাহ ছিলেন। তখন ইবনে মু'য়ীন অন্য বর্ণনাকারীর সাথে তুলনা করে আবূ বালজকে য'য়ীফ গণ্য করলেন। এটা একটি স্পষ্ট নীতিমালা যে, যে সমস্ত বর্ণনাকারীদের ইবনে মু'য়ীন

Contents

رحمه الله-এর তাওসীক্ব ও তায'য়ীফ উভয় মন্তব্য পাওয়া যায়, সে সম্পর্কীত কায়দা (নিয়ম) আবূল ওয়ালীদ বাজী رحمه الله নিজের কিতাব 'রিজালুল বুখারী'-তে বর্ণনা করেছেন।[৩১]

ইমাম সাখাভী رحمه الله 'ফতহুল মুগীস'-এর বক্তব্য সেটাই যা হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله "বাযলূল মা'উন"–এ লিখেছেন। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন – ১৬ এটাতো সুস্পষ্ট হল, 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান তায়িফী মাক্ববুল ও গ্রহণযোগ্য। ইমাম তাহাবী ও শায়েখ 'আলাউদ্দীন প্রমুখ কর্তৃক য'য়ীফ গণ্য করা এবং এ কারণে 'আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটিকে য'য়ীফ উল্লেখ করাটা সঠিক নয়। কিন্তু ইমাম তাহাবী رحمه الله 'আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটি য'য়ীফ গণ্য করার অপর একটি কারণ হিসাবে লিখেছেন: 'আমর বিন শু'আয়েব হাদীসটি 'আন আবিহী 'আন জাদ্দিহী সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে শোনাটা প্রমাণিত নয়। কেননা ইমাম মামদূহ رحمه الله 'শরহে মা'আনিল আসারে' লিখেছেন:

ثُم هو ايضا عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وذلك عندهم ايضا ليس بِسماع

সুতরাং এর জবাব কি?

উত্তরঃ মুহাদ্দিসগণ এই শোনার বিষয়টির খুবই সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 'আমর বিন শু'আয়েবের বর্ণিত হাদীসটিতে তিনি নিজের পিতা শু'আয়েব থেকে বর্ণনা করেছেন এবং শু'আয়েব নিজের দাদা থেকে (সাহাবী) 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর থেকে বর্ণনা করেছেন। যেভাবে আবূ দাউদের বর্ণনাটিতে ব্যাখ্যাসহ এটি বর্ণিত হয়েছে। 'খুলাসা'–তে (১/৬৩৮) বর্ণিত হয়েছে:

قال الْحافظ ابو بكر بن زياد صح سِماع عمرو ومن ابيه وصح سِماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو وقال الْبخارى سَمع شعيب من جده عبد الله بن عمرو .

"হাফেয আবূ বকর বিন যিয়াদ বলেছেন, 'আমর তাঁর পিতা থেকে শোনাটা সহীহ এবং শু'আয়েব তাঁর দাদা 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর থেকে শোনাটা সহীহ।"

---

[৩১]. আবূল হাসনাত লাক্ষ্ণৌভী, আর-রাফ'উ ওয়াত-তাকমীল ১/২৬৩।

Contents

'খুলাসা'–র (১/৬৪০) হাশিয়াহতে 'তাহযীব'-এর সূত্রে লেখা হয়েছে:

قال الْجوزجاني قلت لاحمد سَمع من ابيه شيئا قال يقول حدثني ابي قلت فابوه من عبد الله بن عمرو وقال نعم اراه سَمع منه

"জাওযাজানী رحمه الله বলেছেন, ইমাম আহমাদ رحمه الله-কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'আমর কি নিজের পিতা থেকে শুনেছেন? তিনি رحمه الله বললেন: 'আমর বলেছেন, আমার পিতা আমর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এরপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমরের পিতা শু'আয়েব কি 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর থেকে শুনেছেন? তিনি رحمه الله বললেন, হাঁ।"

যায়লা'য়ীর 'তাখরীজ'–এ (১/৩২ পৃ:) বর্ণিত হয়েছে:

وَقَدْ ثَبتَ فِي الدَّارَقُطْنِي وَغَيْرِهِ بِسَنَدِ صَحِيحٍ سَمَاعُ عَمْرِو مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبِ، وَسَمَاعُ شُعَيْبِ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ

"দারাকুতনী প্রমুখ এই সনদটিকে সহীহ বলেছেন, তাহল – 'আমর নিজের পিতা শু'আয়েব থেকে শুনেছেন এবং শু'আয়েবও নিজের দাদা 'আব্দুল্লাহ বিন 'আমর থেকে শুনেছেন।"

এছাড়াও যায়লা'য়ীর 'তাখরীজ'–এ বর্ণিত হয়েছে:

قال الْبخارى رأيت احْمد بن حنبل وعلى بن عبد الله وابن راهويه والْحميدى يَحتجون بِحديث عمرو بن شعيب عن ابيه فمن الناس بعدهم

"ইমাম বুখারী رحمه الله বলেছেন, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله, 'আলী বিন 'আব্দুল্লাহ رحمه الله, ইসহাক্ব রাহওয়িয়াহ رحمه الله ও হুমায়দী رحمه الله দেখেছেন, লোকেরা 'আমর বিন শু'আয়িব 'আন আবীহি 'আন জাদ্দিহী–র হাদীস দ্বারা দলিল নিয়েছেন। সুতরাং এই সমস্ত গুণীজনের বর্ণনার পর আর কার আপত্তি চলতে পারে?"

দেখুন মুহাদ্দিসগণ কিভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'আমর নিজের পিতা শু'আয়েব থেকে শুনেছেন এবং শু'আয়েব তাঁর দাদা (সাহাবী) 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর থেকে শুনেছেন। সুতরাং এ সমস্ত ব্যাখ্যা ও প্রমাণাদির পর ইমাম তাহাবীর رحمه الله উক্তি, "তিনি শোনেন নি"– কিভাবে সহীহ হতে পারে?

প্রশ্ন – ১৭ দশটি বর্ণনা যা 'আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটির সাক্ষ্য ও সমর্থক হিসাবে বর্ণিত হয়েছে. তার প্রথমটির সনদে বাক্বীয়াহ ওয়াক্বী' আছেন। শায়েখ 'আলাউদ্দীন বর্ণনাটি নকল করার পর লিখেছেন, "এই সনদটিতে বাক্বীয়াহ ওয়াক্বী' আছেন, তিনি মুতাকাল্লিম ফীহি।" সুতরাং বাক্বীয়াহ'র বর্ণনা কিভাবে শাহেদ বা সাক্ষ্য হিসাবে বর্ণনা করা যাবে?

উত্তর ঃ নিশ্চয় বাক্বীয়াহ মুতাকাল্লিম ফীহি। কিন্তু তাঁর বর্ণনা সাক্ষ্য ও সমর্থক হিসাবে উপস্থাপন করা যায়, কিন্তু দলিল বা প্রমাণ হিসাবে নয়। বাক্বীয়াহ'র বর্ণনা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করার ভিত্তি হল, ইমাম মুসলিম তাঁর 'সহীহ মুসলিম'-এ বাক্বীয়াহ থেকে সমর্থনস্বরূপ বর্ণনা এনেছেন। তাছাড়া এই প্রথম বর্ণনাটির সাথে রয়েছে ইমাম বায়হাক্বীর 'সুনানুল কুবরা' ও 'সুনানে ইবনে মাজাহ'-র ভিন্ন সূত্রে উল্লিখিত বর্ণনা যেখানে বাক্বীয়াহ নেই। সুতরাং প্রথম বর্ণনাটির একাধিক সনদ ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটি হাসান স্তরে উত্তীর্ণ হয়। এ প্রেক্ষিতে প্রথম বর্ণনাটি দ্বারা দলিল পেশ করা গ্রহণযোগ্যতা পায়। সুতরাং বর্ণনাগুলো সমন্বিতভাবে সাক্ষ্য ও সমর্থক হাদীস হিসাবে উঁচুস্তরের মধ্যে গণ্য।

উল্লেখ্য প্রথম তথা সা'আদ করযের বর্ণনাটি শায়েখ 'আলাউদ্দীন 'জাওয়াহিরুল নাক্বী'-তে 'সুনানে কুবরা' থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি এর পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেন নি। এ কারণে বুঝা যাচ্ছে না, বাক্বীয়াহ বর্ণনাটি নিজের শায়েখ থেকে 'আন শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন না তাহদীস দ্বারা বর্ণনা করেছেন। যদি 'তাহদীস'-এর শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন তবে এক্ষেত্রে কিছু মুহাদ্দিসের কাছে হাদীসটি এককভাবেই মাক্ববুল ও দলিল হিসাবে উপযুক্ত। এ কারণে কিছু মুহাদ্দিস এই বিষয়টি সুস্পষ্ট করেছেন যে, যদি বাক্বীয়াহ সিক্বাহ বর্ণনাকারী থেকে হাদ্দাসানা বা আখবারানা শব্দে হাদীস বর্ণনা করে তবে তা গ্রহণযোগ্য।

'খুলাসা'-তে (১/১১৯) বর্ণিত হয়েছে:

قال النسائى اذا قال حدثنا واخبَرنا فهو ثقه قال ابن عدى اذا حدث عن اهل الشام فهو اثبت قال الْجوزجانى اذا حدث عن الثقات فلا باس به

"ইমাম নাসায়ী ﵀ বলেছেন: বাক্বীয়াহ যখন 'হাদ্দাসানা' বা 'আখবারানা' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে তখন সে সিক্বাহ। ইমাম ইবনে 'আদী ﵀ বলেছেন: বাকীয়াহ যখন শামবাসীদের থেকে বর্ণনা করে, তখন তাঁর

বর্ণনা গ্রহণযোগ্য। জাওযাজানী رحمه الله বলেছেন: যখন সে সিক্বাহ বর্ণনাকারীদের থেকে বর্ণনা করে তখন তাঁর বর্ণনা গ্রহণ কর।”

“মীযানুল ই'তিদাল”-এ (১/২৭৪) বর্ণিত হয়েছে:

قال غير واحد من الائمة : بقية ثقة إذا روى عن الثقات

“বাক্বীয়াহ যখন সিক্বাহ রাবীদের থেকে বর্ণনা করে তখন সে সিক্বাহ হিসাবে গণ্য।”

উক্ত আলোচনার আলোকে তাঁর বর্ণনা এককভাবেই অনেক মুহাদ্দিসের কাছে মাক্ববুল ও দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য। সুতরাং সাক্ষ্য হিসাবে তো তাঁর হাদীস স্বাভাবিক ভাবেই প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

সারাংশঃ সর্বাবস্থায় বাক্বীয়াহ'র বর্ণনা সাক্ষ্যমূলক হাদীস হিসাবে উপস্থাপনের যোগ্য। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন – ১৮ দ্বিতীয় বর্ণনাটি জামে' তিরমিযী থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর সনদে কাসীর বিন 'আব্দুল্লাহ রয়েছেন, তিনি য'য়ীফ। অর্থাৎ এ কারণেই হাদীসটি য'য়ীফ। কিন্তু ইমাম তিরমিযী رحمه الله কর্তৃক হাদীসটিকে হাসান বলাটা কিভাবে সহীহ হতে পারে? তাছাড়া কিছু আলেম যাঁরা ইমাম তিরমিযী'র হাসান বলাটা অস্বীকার করেছেন– সেগুলোর জবাবই বা কী?

উত্তর ঃ যদিও আলোচ্য বর্ণনাটি এ সম্পর্কীত অন্যান্য বর্ণনার সাক্ষ্য, এ কারণেই ইমাম তিরমিযী رحمه الله হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আর কোন য'য়ীফ বর্ণনাকে তার সাক্ষ্যের কারণে হাসান বলাটা সহীহ।

দেখুন মু'আয رضي الله عنه-এর أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافر বর্ণনাটি[৩২] য'য়ীফ। কিন্তু অন্য সাক্ষের ভিত্তিতে ইমাম তিরমিযী رحمه الله হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله 'ফতহুল বারী'–তে লিখেছেন: انّما حسنه الترمذي لشواهده “এই বর্ণনাটিকে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন।” এই আলোচনা থেকে ঐ সমস্ত আলেমদের অভিযোগের জবাব

---

[৩২] তিরমিযী – কিতাবুয যাকাত – অনুচ্ছেদ : গরুর যাকাত।

হয়ে গেল, যাঁরা ইমাম তিরমিযী ﵀ কর্তৃক হাদীসটিকে হাসান বলার প্রতি আপত্তি করেছেন। ইমাম শওকানী ﵀ 'নায়লুল আওতার'–এ (৬/৫) লিখেছেন:

قال الحافظ في التلخيص : وقد أنكر جماعة تحسينه على الترمذي وأجاب النووي في الخلاصة عن الترمذي في تحسينه فقال : لعله اعتضد بشواهد وغيرها

"হাফেয ইবনে হাজার তাঁর 'তালখীসে' বলেছেন : একদল তিরমিযী কর্তৃক হাদীসটিকে হাসান বলাতে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। আর ইমাম নববী তাঁর 'খুলাসা'তে তিরমিযী কর্তৃক হাসান বলাতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। অতঃপর বলেছেন : সম্ভবত বিভিন্ন (হাদীসের) সমর্থনে সাক্ষ্য ও অন্যান্য কারণে (তিরমিযী এটা করেছেন)।"

প্রশ্ন – ১৯ চতুর্থ বর্ণনাটির সনদে ইবরাহীম বিন আবী ইয়াহইয়া আছেন। যাকে ইয়াহইয়া আলক্বাত্তান ﵀ কাযযাব বলেছেন। সুতরাং হাদীসটি কেন সাক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করা হল।

উত্তর ঃ ইবরাহীম বিন আবী ইয়াহইয়াহকে যদিও ইয়াহইয়া আলক্বাত্তান ﵀ কাযযাব বলেছেন। কিন্তু ইমাম শাফে'য়ী ﵀ তাঁকে সিক্বাহ বলেছেন। তিনি ﵀ আরো বলেছেন: এই হাদীসের বর্ণনাকারী সিক্বাহ এবং ইমাম মামদূহ ﵀ তাঁর থেকে অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন। সুফিয়ান সাওরী ﵀, ইবনে জুরাইজ ﵀ এবং অন্যান্য বড় বড় মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবনে 'উক্বদাহ ﵀ বলেছেন: আমি ইবরাহীম বিন আবী ইয়াহইয়ার হাদীসটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছি এবং ভালভাবে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি মুনকারুল হাদীস নন। ইবনে 'আদী ﵀ বলেছেন: আমিও তাঁর হাদীস অনেক দেখেছি, কিন্তু কোন হাদীসকেই মুনকার হিসাবে পাই নি। আরো তথ্যের জন্য দেখুন: মীযানুল ই'তিদাল। সুতরাং যখন ইবরাহীম বিন আবী ইয়াহইয়ার পক্ষে ইমাম শাফে'য়ী ﵀, ইবনে 'উক্বদাহ ও ইবনে 'আদীর উক্তি রয়েছে, তখন সাক্ষ্য হিসাবে তার হাদীস উল্লেখ করাটা ত্রুটি নয়।

Contents

প্রশ্ন – ২০ পঞ্চম বর্ণনাটি যা দারাকুতনী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, এটি 'আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন 'আম্মারের মধ্যস্থতায় বর্ণিত হয়েছে। ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন বলেছেন: ليس بشئ "সে কিছু নয়।" 'মীযানুল ই'তিদাল'-এ (৩/৪২০) এসেছেন:

قال عثمان بن سعيد: قلت ليحيى: كيف حال هؤلاء ؟ قال: ليسوا بشئ

"উসমান বিন সাঈদ বলেছেন: ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীনকে আমি জিজ্ঞেস করলাম: তাদের অবস্থা কি?

তিনি বলেন: ليسوا بشئ তারা কিছুই না।"

তাছাড়া হাফেয যায়লা'য়ী ﵀ 'তাখরীজে হিদায়াহ'–তে লিখেছেন:

عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ فِيهِ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ

"আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন 'আম্মার সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন لَيْسَ بِشَيْءٍ শব্দটিই ব্যবহার করেছেন।" (নাসবুর রায়াহ ২/২১৮)

সুতরাং এই বর্ণনাটি কেন সাক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করা হল?

উত্তর ঃ যখন কোন রাবী বা বর্ণনাকারী সম্পর্কে ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন لَيْسَ بِشَيْءٍ শব্দটি ব্যবহার করেন তখন তার দাবী এটা নয় যে, বর্ণনাকারী য'য়ীফ। বরং এর দ্বারা এই অর্থও হতে পারে যে, তাঁর হাদীস খুব কম। অর্থাৎ তিনি বেশী হাদীস বর্ণনা করেন নি। সুতরাং 'আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন 'আম্মার সম্পর্কে ইবনে মু'য়ীনের ব্যবহৃত শব্দ لَيْسَ بِشَيْءٍ দ্বারা কেবল এটাই প্রমাণ করা যায় যে, এধরণের ব্যক্তিদের থেকে বেশী হাদীস বর্ণিত হয় নি। কিন্তু এই শব্দ দ্বারা ঐ ব্যক্তিদের য'য়ীফ গণ্য করাটা প্রমাণিত হয় না। হাফেয ইবনে হাজার ﵀ 'মুক্বাদ্দামাহ ফতহুল বারী'-তে 'আব্দুল আযীয ইবনুল মুখতার–এর নিম্নোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেছেন:

ذكر ابن القطان الفاسى ان مراد ابن معين من قوله ليس بشئ يعنى ان احاديثه قليلة

"ইবনুল ক্বাত্তান ﵀ বলেছেন, যখন ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন কারো সম্পর্কে ليس بشئ বলবেন, তখন এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে– তাঁর থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম।"[৩৩]

---

[৩৩]. আর–রাফ'উ ওয়াত–তাকমীল ১/২১২।

Contents

তাছাড়া হাফেয সাখাভী 'ফতহুল মুগীস'-এ (১/৩৬৮) লিখেছেন:

قال ابن القطان إن ابن معين إذا قال في الراوي: ليس بشيء إنما يريد أنه لم يرو حديثاً كثيراً

"ইবনুল ক্বাত্তান رحمه الله বলেছেন, যখন ইবনে মু'য়ীন কোন রাবী সম্পর্কে ليس بشيء বলবেন তখন এর উদ্দেশ্য হবে– তিনি বেশী হাদীস বর্ণনা করেন নি।"[৩৪]

উল্লেখ্য সাক্ষ্য হিসাবে উল্লিখিত অন্যান্য বর্ণনাগুলোও কেবল ইসতিশহাদ (সাক্ষ্য) ও মুতাবি'আত (সমর্থক) হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, কখনই ইহতিজাজ (প্রমাণ) ও ইস্তিদলাল (দলিল) হিসাবে উল্লেখ করা হয় নি। সুতরাং তার য'য়ীফকে মেনে নিলেও কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্ন- ২১ এটা তো বুঝা গেল 'আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটি তখনই সহীহ ও দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য যখন দশটি বর্ণনা সাক্ষ্য হিসাবে তাকে সমর্থন করছে। কিন্তু ইমাম আহমাদের رحمه الله নিম্নোক্ত বক্তব্যের জবাব কি হবে?ঃ

ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح

"দুই 'ঈদের তাকবীর সম্পর্কে কোন হাদীসই সহীহ হিসাবে বর্ণিত হয় নি।" (জাওয়াহিরুন নাক্বী ৩/২৯১)

এর জবাব উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিক্বাহ'র আলোকে চাইছি?

উত্তরঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, ইমাম আহমাদ رحمه الله স্বয়ং 'আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিনি رحمه الله এটাও বলেছেন: আমি এই হাদীসের উপরই আমল করি। সুতরাং ইমাম আহমাদ رحمه الله–এর উক্তি যা জাওয়াহিরুন নাক্বী থেকে উদ্ধৃত হয়েছে, সেটা তাঁরই পূর্বোক্ত উক্তি ও আমলের সাথে সাংঘর্ষিক হয়। এ পর্যায়ে ইমাম মামদুহ رحمه الله আহমাদের উভয় উক্তিকে হানাফী ফিক্বহি উসূল اذا تعارضا تساقطا "যখন

---

[৩৪] আর-রাফ'উ ওয়াত-তাকমীল ১/২১৩।

দ্বন্দ্ব দেখ তখন চুপ থাক” দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন।[৩৫] কিংবা এভাবে বলা যায় যে, তার একটি উক্তি তখনকার ছিল যখন তিনি ‘আমর বিন শু‘আয়েবের হাদীসটি সহীহ সূত্রে পান নি। অপর উক্তি ও ‘আমলটি সে সময়ের যখন তাঁর কাছে ‘আমর বিন শু‘আয়েবের হাদীসটি সহীহ সূত্রে পৌঁছেছিল। والله تعالى اعلم

এর দ্বিতীয় জবাব হল, ইমাম আহমাদ رحمه الله কর্তৃক ‘ঈদের তাকবীর সম্পর্কে সহীহ হাদীস থাকাটা– না মানা এটা প্রমাণ করে না যে, তাঁর কাছে এ সম্পর্কীত কোন হাদীস (কমপক্ষে) হাসান বা দলিল হিসাবেও গ্রহণযোগ্য নয়, বরং য‘য়ীফ ও দলিলের অযোগ্য। কেননা, নাবোধক সহীহ, নাবোধক হাসান ও য‘য়ীফ বর্ণনাগুলো থেকে পৃথক। যেমন, অযুতে তাসমিয়াহ (বিসমিল্লাহ) বলা সম্পর্কে ইমাম আহমাদের رحمه الله উক্তি হল: لا اعلم فى التّسمية حديثا ثابتا “অযুতে তাসমিয়াহ বলা সম্পর্কে কোন প্রমাণিত হাদীস থাকা আমার অজানা।” তেমনি توسعه على العيال يوم عاشورة হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম আহমাদের رحمه الله উক্তি: لا يَصح “সহীহ নয়।” ইমাম মামদুহ رحمه الله এই দু’টি উক্তির কয়েকটি জবাব দিয়েছেন। হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله ‘নাতায়েজুল আফকার’–এ লিখেছেন:

ثبت عن احمد بن حنبل انه قال لا اعلم فى التسمية اى فى الوضوء حديثا ثابتا قلت لايلزم من نفى العلم ثبوت الْعدم وعلى التنْزيل لايلزم من نفى الثبوت الضعف لاحتمال ان يراد بالثبوت الصحة فلا ينتفى الْحسن وعلى التنّزل لا يلزم من نفى الثبوت عن كل فرد نفيه عن الْمَجموع

“ইমাম আহমাদ رحمه الله থেকে এটা প্রমাণিত যে, তিনি বলতেন, অযুর সময় বিসমিল্লাহ বলা সম্পর্কীত কোন হাদীস প্রমাণিত বলে আমি জানি না। (ইবনে হাজার বলেন,) কোন কিছু সম্পর্কে ইলম না থাকার অর্থ এটা নয় যে, সেটার অস্তিত্বই নেই। যদি ক্ষেত্র বিশেষে তা গ্রহণও করা হয়, তবুও সেক্ষেত্রে এই অস্বীকৃতি দ্বারা য‘য়ীফ নির্দিষ্ট করাটা সঠিক নয়।

---

[৩৫]. যেহেতু ইমাম আহমাদ رحمه الله–এর উক্তি শরি‘আতের মর্যাদা রাখে না। সুতরাং তাঁর সংঘর্ষিক মতামতকে সুস্পষ্ট সহীহ হাদীসের মোকাবলোয় উপস্থাপন কিংবা দুঃশ্চিন্তার কারণ হতে পারে না। –অনুবাদক।

Contents

কেননা এক্ষেত্রে সংশয়যুক্ত শব্দ ثبوت এর অর্থ হবে সহীহ (না হওয়াটা), হাসান না হওয়াটা বুঝায় না। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির একক উক্তির আলোকে যদি (দলিল সহীহ হওয়া) নাবোধক হতে থাকে, তবে সমস্ত বিষয়েই (দলিলই সহীহ হওয়া) নাবোধক হয়ে যাবে।"

তাছাড়া ইমাম নুরুদ্দীন সামহুদী 'জওয়াহিরুল উক্বদায়ীন'–এ লিখেছেন:

قلت لا يلزم من قول احمد فى حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء لايصح ان يكون باطلا فقد يكون غير صحيح وهو صالح للاحتجاج به اذ للحسن رتبه بين الصحيح والضعيف

"ইমাম আহমাদ رحمه الله হাদীসে توسعة সম্পর্কে বলেছেন, হাদীসটি সহীহ নয়। তাঁর একথার দ্বারা হাদীসটি বাতিল ও দলিলের অযোগ্য হওয়া বাধ্যতামূলক হয় না। কেননা হাদীস কখনো গায়ের সহীহ হলেও মাক্ববুল ও দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়। কেননা সহীহ ও য'য়ীফের মাঝে হাসান হাদীস রয়েছে।"

প্রশ্ন– ২২ এটাতো ভালভাবেই বুঝা গেল যে, অধিকাংশ সাহাবী رضي الله عنهم, তাবে'য়ী رحمه الله, মুজতাহিদ ইমামগণ رحمه الله ও মুসলিম সর্ব-সাধারণের 'ঈদের সালাতে বার তাকবীরের পক্ষপাতী। যা সহীহ মারুফ' হাদীস দ্বারাই (সংশয়হীনভাবে) প্রমাণিত। এখন জানা দরকার যে, যারা ছয় তাকবীরের দাবীদার– তাদের দলিলগুলো সহীহ মারফূ' হাদীস দ্বারা প্রমাণিত কি না?

উত্তরঃ এটা জানার জন্য পরবর্তী অধ্যায় দেখুন।

Contents

দ্বিতীয় অধ্যায়

হানাফীদের ‘ঈদের সালাতে দেয়া ছয়টি তাকবীর কী সহীহ্ মারফূ‘ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত?

প্রশ্ন – ২৩ দুই ‘ঈদের সালাতে ছয়টি তাকবীর বলা যা ইমাম আবূ হানিফার মাযহাব– সে বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসদের দ্বারা মারফূ‘ হাদীস সহীহ্ বা হাসান হিসাবে স্বীকৃতি আছে কী? এ সম্পর্কে এমন কোন বড় ইমামের উদ্ধৃতি দিন যার বিচার-বিশ্লেষণের উপর হানাফীগণ আস্থা রাখেন।

উত্তর ঃ ছয় তাকবীরের পক্ষে বিশেষজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ থেকে মারফূ‘ হিসাবে কোন হাদীসকে সহীহ্ বা হাসান হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় নি। হাফেয ইবনে ‘আব্দুল বার ؒ (যাঁর বিচার-বিশ্লেষণের উপর প্রখ্যাত হানাফী ইমাম হাফেয যায়লা‘য়ী ؒ, তাঁর শায়েখ ইমাম আলাউদ্দীন ؒ এবং ইমাম ইবনুল হুমাম ؒ আস্থা রেখেছেন) লিখেছেন:

روي عن النبي ﷺ من طريق حسان أنه كبّر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمرو وجابر وعائشة وأبي واقد وعمرو بن عوف الْمزني ولَم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا وهو أولَى ما عمل به

“হাস্‌সান-এর সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, দুই ‘ঈদের সালাতে প্রথম রাক‘আতে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচ তাকবীর বলা হত। এই হাদীস ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘উমর ؓ, ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আমর ؓ, জাবির ؓ, উম্মুল মু’মিনীন আয়েশা ؓ, আবূ দারদা ؓ ও ‘আমর বিন ‘আউফ মাযুনী ؓ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এর বিপরীতে নবী ﷺ থেকে কোন কিছুই শক্তিশালী (সহীহ) বা দুর্বল (য‘য়ীফ) সনদে বর্ণিত হয় নি। সর্বোপরি বার তাকবীরের উপর আমল করাটাই উত্তম।”[৩৬]

---

[৩৬]. নায়লুল আওতার ৬/৮।

Contents

প্রশ্ন – ২৪ হানাফী আলেমগণ ছয় তাকবীর প্রমাণে কোন মারফূ' হাদীস উপস্থাপন করেন কি? যদি উপস্থাপন করেন, তবে তা মারফূ' হওয়াটা সহীহ কি না?

উত্তর ঃ (হানাফী ইমাম) ইবনুল হুমাম رحمه الله, ইমাম আলাউদ্দীন رحمه الله ও হাফেয যায়লা'য়ী رحمه الله প্রমুখ ছয় তাকবীরের পক্ষে অবশ্যই একটি মারফু হাদীস উপস্থাপন করেন। কিন্তু সেটি মারফূ' হওয়াটা সহীহ নয়। বরং সহীহ হল সেটি সাহাবীর رضي الله عنه উক্তি (মওকুফ হাদীস)। বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَابْنُ أَبِي زِيَادٍ – الْمَعْنَى قَرِيبٌ – قَالاَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ – يَعْنِي ابْنَ حُبَابٍ – عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ أَخْبَرَنِي : أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ.

"আবূ 'আয়েশা যিনি আবূ হুরায়রা رضي الله عنه-এর (ইলমের) মাজলিসের (ছাত্রদের) একজন (তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েছে), সা'ঈদ বিন 'আস সাহাবী আবূ মূসা আশ'আরী رضي الله عنه ও হুযায়ফাহ رضي الله عنه-কে জিজ্ঞাস করলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ দুই 'ঈদের সালাতে কিভাবে তাকবীর বলতেন। তখন আবূ মূসা رضي الله عنه বললেন, চার তাকবীর বলতেন– যেভাবে সালাতুল জানাযাতে তাঁর ﷺ আমল ছিল। হুযায়ফা رضي الله عنه বললেনঃ আবূ মূসা সত্য বলেছেন। অতঃপর হুযায়ফা رضي الله عنه বলেনঃ আবূ মূসা আল-'আশআরী رضي الله عنه বলেনঃ আমি বসরার আমীর থাকাকালে এরূপে তাকবীর দিয়েছি।" রাবী আবূ আয়েশা বলেনঃ সাঈদ ইবনুল 'আস رضي الله عنه ও আবূ মূসা رضي الله عنه'র মধ্যে কথোপকথনকালে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।[৩৭]

---

[৩৭] আবূ দাউদ– باب التكبير فى العيـــدين ; ইমাম ইবনে হাযম رحمه الله হাদীসটি বর্ণনার পর লিখেছেনঃ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَوْبَانَ ضَعِيفٌ وَأَبُو عَائِشَةَ مَجْهُولٌ، لا يُدْرَى مَنْ هُوَ وَلا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ وَلا تَصِحُّ رِوَايَةٌ عَنْهُ لأَحَدٍ "হাদীসটির সনদে 'আব্দুর রহমান বিন

এই হাদীসটি মারফূ‘ হওয়াটা এজন্য সহীহ নয় যে, এটি আবূ ‘আয়েশা একাকী বর্ণনা করেছেন। আবূ ‘আয়েশা ছাড়া অন্য যারা হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তারা সবাই ঐকমত্যে মওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আবূ ‘আয়েশা মাজহূল। সুতরাং উসূলে হাদীসের আলোকে তার থেকে (এককভাবে) বর্ণিত মারফূ‘ বর্ণনাটি মুনকার ও অগ্রহণযোগ্য। পক্ষান্তরে হাদীসটি মওকুফ তথা ইবনে মাস‘উদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হওয়া সহীহ হিসাবে গ্রহণযোগ্য।[৩৮] আবূ ‘আয়েশা মাজহূল হওয়ার প্রমাণ হল, ‘মীযানুল ই‘তিদাল’-এ (৭/৪৪৫) বর্ণিত হয়েছে:

أبو عائشة جليس لابي هريرة غير معروف روى عنه مكحول

“ যিনি আবূ হুরায়রা رضي الله عنه-এর (ইলমের) মাজলিসের (ছাত্রদের) একজন– অপরিচিত, তিনি মাকহূল থেকে বর্ণনা করেছেন।”

হাফেয যায়লা‘য়ী ‘তাখরীজে হিদায়াহ’-তে (২/২১৫) লিখেছেন :

وَلَكِنْ أَبُو عَائِشَةَ قَالَ ابْنُ حَزْمٍ فِيهِ: مَجْهُولٌ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لا أعرف حاله

“আবূ ‘আয়েশা সম্পর্কে ইমাম ইবনে হাযম رحمه الله বলেছেন, তিনি মাজহূল। ইবনে ক্বাত্তান رحمه الله বলেছেন: তার অবস্থা জানা যায় না।”

তাছাড়া এই উদ্ধৃতি ‘ফতহুল ক্বাদীর হাশিয়াহ হিদায়াহ’-তে (৩/২৫৭) উদ্ধৃত হয়েছে:

لَكِنْ أَبُو عَائِشَةَ فِي سَنَدِهِ قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ لَا أَعْرِفُ وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ مَجْهُولٌ

“কিন্তু এর সনদে আবূ ‘আয়েশা আছেন। ইবনুল ক্বাত্তান বলেছেন, তার অবস্থা আমরা জানি না। আর ইবনে হাযম বলেছেন: তিনি মাজহূল।”

সাওবান য‘য়ীফ এবং আবূ ‘আয়েশাহ মাজহূল। সে কে তা জানা যায় না এবং সে কারো কাছে পরিচিত নয়। তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা কারো জন্য সহীহ নয়।” (মুহাল্লা ৩/২০৯)

[৩৮]. আবূ আয়েশার হাদীসটির অপর একটি ত্রুটি হল, তিনি চার তাকবীরের উত্তরদাতা হিসাবে আবূ মূসা رضي الله عنه-কেই সম্পৃক্ত করেছেন। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনাকারীগণ উত্তরদাতা হিসাবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ رضي الله عنه-কে সম্পৃক্ত করেছেন। অর্থাৎ আবূ মূসা رضي الله عنه প্রশ্নের উত্তরদাতা ছিলেন না। যা হাদীসটির মারাত্মক ত্রুটির প্রমাণ। –অনুবাদক।

Contents

এ থেকে প্রমাণিত হল, আবূ 'আয়েশা ছাড়া চারজন সিক্বাহ রাবী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাঁদের সবাই মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ঐ চারজন সিক্বাহ রাবী হলেন, ১) আলক্বামাহ, ২) আসওয়াদ, ৩) 'আব্দুল্লাহ বিন ক্বায়েস ও ৪) কুরদাউস ؓ। তাছাড়া আলোচ্য হাদীসটি অপর একজন মাজহুল রাবীও বর্ণনা করেছেন। তিনিও এটি মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এখন প্রত্যেকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে (৩/২৯৩/৫৬৮৭) বর্ণিত হয়েছে:

عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق :

عن علقمة والأسود بن يزيد قال كان ابن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الاشعري فسألهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى فجعل هذا يقول سل هذا وهذا يقول سل هذا فقال له حذيفة سل هذا – لعبد الله بن مسعود – فسأله فقال ابن مسعود يكبر أربعا ثم يقرا ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرا ثم يكبر أربعا بعد القراءة

"আলক্বামাহ ও আসওয়াদ বলেছেন, ইবনে মাস'উদ ؓ বসেছিলেন। তাঁর পাশে হুযায়ফা ؓ ও আবূ মূসা ؓ-ও ছিলেন। সা'ঈদ বিন 'আস তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন: দুই 'ঈদের সালাতে কতটি তাকবীর বলা হয়? হুযায়ফা ؓ বলেন, আবূ মূসা ؓ-কে জিজ্ঞাসা করুন। আবূ মূসা ؓ বললেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ؓ-কে জিজ্ঞাসা করুন। কেননা তিনি আমাদের থেকে ইলম ও বয়সের দিকে থেকে বেশী। তখন সা'ঈদ বিন 'আস, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ؓ-কে জিজ্ঞাসা করলেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ؓ বললেন: চার তাকবীর বলবে, অতঃপর ক্বিরাআত বলবে, এরপর তাকবীর বলবে। অতঃপর রুকু করবে। এরপর দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআত করবে, অতঃপর চার তাকবীর বলবে।"

শরহে মা'আনিল আসারে বর্ণিত হয়েছে:

حدثنا سليمان بن شعيب قال ثنا عبد الرحمن بن زياد قال ثنا زهير بن معاوية:

عن أبي إسحاق عن إبراهيم بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن سعيد بن العاص دعاهم يوم عيد فدعا الأشعري وابن مسعود وحذيفة بن اليمان ؓ فقال إن اليوم عيدكم فكيف أصلي قال حذيفة سل الأشعري وقال الأشعري سل عبد الله فقال عبد الله تكبر

(বিষয়বস্তু সেটাই যা পূর্ববর্তী আলক্বামাহ ও আসওয়াদের বর্ণনাতে উল্লেখ করা হয়েছে।)

মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ-তে বর্ণিত হয়েছেঃ

حدثنا يزيد بن هارون عن المسوري هم معبد بن خالد عن كردوس قال قدم سعيد بن العاص في ذي الحجة فأرسل إلى عبد الله وحذيفة وأبي مسعود النصاري وأبي موسى الاشعري فسألهم عن التكبير فأسندوا أمرهم إلى عبد الله

(কুরদুসের এই বর্ণনাটির বিষয়বস্তু সেটাই যা পূর্ববর্তী আলক্বামাহ ও আসওয়াদের বর্ণনাতে উল্লেখ করা হয়েছে।)

আবূ 'আয়েশা ছাড়া আসওয়াদ, আলক্বামাহ, 'আব্দুল বিন ক্বায়েস ও কুরদাউস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের কেউই মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেন নি। এই চারজন সিক্বাহ[৩৯] বর্ণনাকারী ছাড়াও একজন মাজহুল বর্ণনকারী মওকুফ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৪০] (বিস্তারিতঃ জাওয়াহিরুল নাক্বী ১/২৪৩ পৃঃ)

উল্লেখ্য, হাদীসটি মারফু' হিসাবে সহীহ্ না হওয়ার অপর একটি কারণ হল, হাদীসটির সনদে 'আব্দুর রহমান বিন সাওবান আছেন। তিনি

---

[৩৯] আমরা পূর্বেই জেনেছি, সিক্বাহ বর্ণনাকারীর বর্ণনাও নানা কারণে প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। যেমন– শায, তাদলীস প্রভৃতি। সংশ্লিষ্ট আলোচনাতে বর্ণনাকারীদের তুলনামূলক বর্ণনাতে চার তাকবীর সম্পর্কীত বর্ণনাটি মওকুফ হিসাবে প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি উপস্থাপনের লক্ষ্যে এই উক্তি করা হয়েছে। তাছাড়া আবূ আয়েশার হাদীসটি ইবনে মাস'উদ رضي الله عنه-এর সংশ্লিষ্টতা উল্লেখ করা হয় নি। যা অন্যান্য বর্ণনাগুলোর বিরোধী।

[৪০] এ পর্যায়ে ইবনে হাজার رحمه الله কর্তৃক আবূ আয়েশাকে মাকবূল' তথা তিনি এমন পর্যায়ের রাবী যার বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ হাদীস ভিন্ন সনদের বর্ণিত হয় তবে তা গৃহীত হবে– এই শেষ রক্ষাও এখানে হল না। কেননা অন্যান্য বর্ণনাকারীগণের কেউই হাদীসটি মারফু' হিসাবে বর্ণনা করেন নি। সুতরাং সাক্ষ্যমূলক ও সমর্থক হিসাবেও আবূ আয়েশার হাদীসটিকে গ্রহণ করা যায় না। তাছাড়া অপর বর্ণনাকারী 'আব্দুর রহমান বিন সাওবান মুতাকাল্লিম ফীহি হওয়ার কারণেও বর্ণনাগুলো গ্রহণযোগ্যতা পায় না। বিশেষকরে যখন সহীহ্ভাবে বর্ণিত বার তাকবীরের মারফু, মওকুফ ও মাকতু সংখ্যাধিক্য হাদীসের বিরোধী। –অনুবাদক।

Contents

মুতাকাল্লিম ফীহি। হাফেয যায়লা'য়ী 'তাখরীজে হিদায়াহ'-তে (২/২১৫) লিখেছেন:

قَالَ ابْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفٌ، وَقَالَ أَحْمَدُ لَمْ يَكُنْ بِالْقَوِيِّ وَأَحَادِيثُهُ مَنَاكِيرُ

"ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন বলেছেন, তিনি য'য়ীফ। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল ﵀ বলেছেন: সে শক্তিশালী নয় এবং তার হাদীসগুলো মুনকার।"

নাসায়ী, ইবনে 'আদী প্রমুখও তাকে য'য়ীফ বলেছেন। কেননা 'মীযানুল ই'তিদাল'-এ বর্ণিত হয়েছে:

قال النسائى ليس بالقوى وقال ابن عادى يكتب حديثه على ضعفه وقال العقيلى عبد الرحمن الامن دونه اومثله

"নাসায়ী বলেছেন, সে শক্তিশালী নয়। ইবনে 'আদী বলেছেন, তার হাদীস য'য়ীফ হিসাবে লেখা হয়। 'উক্বায়লী বলেছেন, 'আব্দুর রহমানের অনুসরণ করা হয় না যতক্ষণ না তার মত অন্য কেউ থাকে।"

সুতরাং যেহেতু 'আব্দুর রহমান বিন সওবান মুতাকাল্লিম ফীহি এবং অন্য কোন সিক্বাহ রাবী থেকে মারফূ' বর্ণনা নেই, বরং সবাই মওকুফ বর্ণনা করেছেন। সুতরাং 'আব্দুর রহমান বিন সওবানের কারণেও হাদীসটি মারফূ' হিসাবে সহীহ হওয়া প্রমাণিত হয় না। فتفكر وتدبر

সর্বোপরি হাদীস মারফূ' হওয়া সহীহ নয়। বরং সহীহ হল, এটি মওকুফ বর্ণনা তথা 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদের ﵀ উক্তি। ইমাম বায়হাক্বী 'সুনানে কুবরা'-তে আলোচ্য হাদীসটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন:

قَدْ خُولِفَ رَاوِى هَذَا الْحَدِيث فِى مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِى رَفْعِهِ وَالآخَرُ فِى جَوَابِ أَبِى مُوسَى وَالْمَشْهُورُ فِى هَذِهِ الْقِصَّة أَنَّهُمْ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودِ فَأَفْتَاهُ ابْنُ مَسْعُودِ بِذَلِكَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى ﷺ كَذَ رَوَاهُ السَّبِيعِىُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى أَوِ ابْنِ أَبِى مُوسَى أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ الخ.... وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ ابْنُ ثَابِت بْنِ ثَوْبَانَ ضَعَّفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ

"এই হাদীসটির বর্ণনাকারী দু'টি স্থানে বিরোধীতা করেছেন। প্রথমটি হল, তিনি হাদীসটি মারফূ' হিসাবে বর্ণনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, আবূ মূসা

ؓ-এর জবাব দেয়া। কিন্তু প্রসিদ্ধ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, তাঁরা (আবূ মূসা ؓ ও অন্যান্যরা সা'দ বিন 'আস -কে) 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ؓ-কে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন। তিনি (সা'দ বিন 'আস) তখন ইবনে মাস'উদ ؓ-কে জিজ্ঞাসা করেন এবং তিনি (ছয় তাকবীরের) ফাতওয়া দেন। কিন্তু তাতে রসূলুল্লাহ ﷺ পর্যন্ত সনদটিকে সম্পৃক্ত করেন নি। এভাবে সাবী'য়ী, 'আব্দুল্লাহ বিন মূসা বা ইবনে মূসা থেকে বর্ণনা করেছেন। .... আর 'আব্দুর রহমান বিন সাবিত বিন সাওবান-কে ইয়াহইয়া বিন মু'য়ীন য'য়ীফ বলেছেন।"[৪১]

ইমাম মামদুহ ؒ "মা'রেফাতুস সুনান"-এ লিখেছেন:

وعبد الرحمن قد ضعفه يَحيى بن معين والْمشهور من هذه القصة : أنّهم أسندوا أمرهم إلَى ابن مسعود فأفتاه ابن مسعود بأربع في الأولى قبل القراءة وأربع في الثانية بعد القراءة ويركع بالرابعة ولَم يسنده إلَى النبي ﷺ كذلك رواه أبو إسحاق السبيعي وغيره عن شيوخهم ولو كان عند أبي موسى فيه علم عن النبي ﷺ ما كان يسأله عن ابن مسعود وروي عن علقمة ، عن عبد الله ، أنه قال خمس في الأولى ، وأربع في الثانية وهذا يُخالف الرواية الأولى

"ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন ؒ 'আব্দুর রহমান বিন সাবিত বিন সাওবানকে য'য়ীফ বলেছেন। পক্ষান্তরে মাশহূর হল ঐ বর্ণনা যা আবূ মূসা ؓ ও হুযায়ফা ؓ শেষাবধি ইবনে মাস'উদের ؓ দিকে সোপর্দ করেন। আর তখন ইবনে মাস'উদ ؓ ফাতওয়া দিলেন প্রথম রাক'আতের ক্বিরাআতের পূর্বে চার তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে চার তাকবীর -রুকু'র তাকবীরসহ। লক্ষণীয় যে, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ؓ এটি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সম্পৃক্ত করেন নি। অনুরূপভাবে আবূ ইসহাক্ব সাবী'য়ী প্রমুখ নিজেদের শায়েখ থেকে বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া আবূ মূসা ؓ-এর কাছে ছয় তাকবীর সম্পর্কে কোন হাদীস থাকলে তিনি ইবনে মাস'উদ ؓ-এর কাছে জিজ্ঞাসা করতেন না। আবার 'আলক্বামাহ থেকে বর্ণিত আছে, ইবনে মাস'উদ বলেছেন: প্রথম রাক'আতে পাঁচ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে চার তাকবীর বলতে হবে। যা

---

[৪১]. জওয়াহিরুন নাক্বী ৩/২৮৯।

পূর্বের বর্ণনাটির বিরোধী।"[৪২] কেননা, প্রথম বর্ণনাটিতে চার ও চার তাকবীর বর্ণিত হয়েছে, এর শেষোক্ত বর্ণনাটি পাঁচ ও চার তাকবীর বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞাতব্যঃ শায়েখ আলাউদ্দীন ﵀ ইমাম বায়হাক্বীর ﵀ 'সুনানে কুবরা'-তে উল্লিখিত আপত্তি 'জাওয়াহিরুন নাক্বী'-তে এনেছেন এবং তার জবাব দিয়েছেন। ঐ জবাবটি এখানে উল্লেখ করে তার পর্যালোচনা প্রকাশ করা জরুরী মনে করি।

ইমাম মামদুহ ﵀ 'জওয়াহিরুন নাক্বী'-তে (৩/২৯০) লিখেছেন:

قلت اخرج ابو داؤد كما اخرجه البيهقى اولا وسكت عنه

"আমি বলব, আবূ আয়েশার হাদীস আবূ দাউদ উল্লেখ করেছেন যেভাবে বায়হাক্বীও উল্লেখ করেছেন, আর আবূ দাউদ বর্ণনাটির ব্যাপারে চুপ থেকেছেন।"

আমাদের পর্যালোচনা ঃ এটা কোন সর্বসম্মত নীতিমালা[৪৩] নয় যে, ইমাম আবূ দাউদ কোন হাদীসের ব্যাপারে চুপ থাকলে তাকে সহীহ বা হাসান হাদীস হিসাবে গণ্য করতে হবে। যদি ইমাম মামদুহের নিকট এটা মুসলিমদের সর্বসম্মত নীতিমালা হয়, তবে পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত বার তাকবীরের 'আমর বিন শু'আয়েব ও 'আয়েশা ﵂-এর হাদীসও তাঁর নিকট সহীহ বা হাসান। কেননা আবূ দাউদ ﵀ নিজের সুনানে এই দু'টি হাদীসই এনেছেন এবং উভয়টির ব্যাপারেই চুপ থেকেছেন। সুতরাং ইমাম মামদুহ ﵀ কর্তৃক ঐ হাদীস দু'টিকে য'য়ীফ গণ্য করাটা ভুল। বিস্ময়ের বিষয় হল, 'আমর বিন শু'আয়েব ও 'আয়েশা ﵂-এর হাদীস যার উপর ইমাম আবূ দাউদ ﵀ চুপ থেকেছেন– এই চুপ থাকাটা ইমাম মামদুহ'র নিকট সহীহ বা হাসান হওয়া উচিত ছিল। কেননা, 'আমর বিন শু'আয়েবের হাদীসটি ইমাম বুখারী ﵀ ও 'আলী ইবনুল মাদীনী ﵀-এর নিকট সহীহ– যাঁরা হাদীস যাচায়-বাছায় বিশেষজ্ঞদের শীর্ষে রয়েছেন।

---

[৪২] মা'রেফাতুস সুনান ৫/৩২৩/১৯৩১-৩২।

[৪৩] হাফেয ইবনে হাজার ﵀ এ সম্পর্কে নিজের কিতাব النكت-এ বিস্তারিতভাবে লিখেছেন। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তাঁর "সালাতুল ঈদাইনের তাকবীর" বইটির একাধিক স্থানে 'চুপ থাকা' সম্পর্কীত এই নীতিটি উল্লেখ করেছেন।

Contents

পক্ষান্তরে আবূ আয়েশার হাদীস যার উপর ইমাম আবূ দাউদ চুপ থেকেছেন– সেটা ইমাম মামদুহ'র কাছে সহীহ বা হাসান। অথচ আবূ আয়েশার হাদীসটি কোন শীর্ষস্থানীয় হাদীস যাচায়–বাছায় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সহীহ বা হাসান হিসাবে স্বীকৃত নয়। বরং ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله প্রমুখ হাদীসটিকে য'য়ীফ বলেছেন।

অতঃপর ইমাম মামদুহ رحمه الله লিখেছেন:

ومذهب المحققين ان الحكم للرافع لانه زاد

"মুহাক্কীক্বদের মাযহাব হল, যখন কোন হাদীসের কোন বর্ণনাকারী মারফূ' ও মওকুফ উভয়টি বর্ণনা করে, সেক্ষেত্রে মারফূ' বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য। কেননা সেটা তার বর্ণনার বর্ধিতাংশ।" (জাওয়াহিরুন নাক্বী ৩/২৯০)

আমাদের পর্যালোচনা ঃ খুবই আশ্চর্য কথা! ইমাম আলাউদ্দীন رحمه الله, যিনি হানাফীদের নিকট একজন মুহাক্কিক্ব, আপনারা কি মুহাক্কিক্বদের এই মাযহাব অবগত হয়েছেন! পক্ষান্তরে মুহাক্কিক্বদের এই মাযহাব অবগত নন যে, "প্রত্যেক বর্ণনাকারীর বর্ধিত বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সিক্বাহ রাবীর বর্ধিতাংশ গ্রহণযোগ্য। কিন্তু তা কখন? যখন ইল্লাতে শুযূয (দোষ-ত্রুটির কারণ) থেকে পবিত্র থাকে।" তাছাড়া আলোচ্য হাদীসটি মারফূ' সনদে বর্ণনাকারী (আবূ আয়েশা) সিক্বাহ নন, বরং মাজহুল। আর মাজহুলের বর্ধিত বর্ণনা ঐকমত্যে মাক্ববুল নয়, গ্রহণযোগ্য নয়। যদি আমরা কিছুটা বিলম্ব করে এই মারফূ' মাজহুল বর্ণনাকারী দ্বারা গোপন করি তবুও বর্ধিতাংশ ইল্লাতে শুযূয থেকে পবিত্র হয় না।

فان كنت لاتدرى فتلك مصيبة

وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم

"যদি তুমি না জান তবে তা তোমার জন্য মুসিবত,
আর যদি তুমি জান তবে সেটা মহামুসিবত।"

অতঃপর ইমাম মামদুহ رحمه الله লিখেছেন:

وا ما جواب ابى موسى فيحتمل انه تأدب مع ابن مسعود فاسند الامر إليه مرة وكان عنده فيه حديث عن النبي ﷺ فذكره مرة اخرى

Contents

“এর জবাব হল, হয়ত আবূ মূসা ؓ আদবের খাতিরে ইবনে মাস‘উদের ؓ বর্ণনাটি মারফূ‘ হিসাবে হুকুম দিয়েছিলেন। কেননা তাঁর মারফূ‘ হাদীস সম্পর্কে ইলম আছে। অথবা কখনো হাদীসটি মারফূ‘ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে।” (জওয়াহিরুন নাক্বী ৩/২৯০)

আমাদের পর্যালোচনা: ইমাম মামদুহ رحمه الله প্রথমে মারফূ‘ হিসাবে বর্ধিতাংশ সহীহ হওয়াটা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। এরপর তিনি হাদীসটির সংগ্রহের সম্ভাব্যতা উল্লেখ করতে চেয়েছেন।

এরপর ইমাম মামদুহ رحمه الله ‘আব্দুর রহমান বিন সাবিত সম্পর্কে কিছু মুহাদ্দিসের তা‘দিল (ন্যায়পরায়ণতা) ও তাওসিক্ব (সিক্বাহ গণ্য করা) উল্লেখ করেছেন। কিন্তু আবূ আয়েশার তা‘দিল ও তাওসিক্ব করা সম্পর্কে সম্পূর্ণ চুপ থেকেছেন। এ পর্যায়ে কেবল ‘আব্দুর রহমান বিন সাবিত সিক্বাহ হওয়ার জন্য আবূ আয়েশার আলোচ্য হাদীসটি কি মারফূ‘ হিসাবে সহীহ গণ্য হবে? অথচ আমরা আবূ আয়েশার মাজহুল হওয়াটা অখণ্ডনীয় ভাবে উপস্থাপন করেছি। আর ‘আব্দুর রহমান বিন সাবিতকে যদি সিক্বাহ গণ্য করি– তাহলেই কি ‘আব্দুর রহমান বিন সাবিত সিক্বাহ গণ্য করাতেই হাদীসটি বর্ধিতাংশ ‘ইল্লাত ও শুযূয থেকে পবিত্র হয়ে যায়? কক্ষনো না, মারফূ‘ বর্ধিতাংশে ‘আব্দুর রহমান বিন সাবিত একক নন, বরং তিনি কয়েকজন সিক্বাহ রাবীর বিরোধী বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ‘ইল্লাত ও শুযূয থেকে মুক্তি কিভাবে হতে পারে?

অতঃপর ইমাম মামদুহ رحمه الله কয়েকটি মওকুফ বর্ণনা উল্লেখ করে লিখেছেন, এই মওকুফ বর্ণনাগুলো মারফূ‘ বর্ণনাটির সমর্থক। অথচ মওকুফ বর্ণনাগুলো দ্বারা মারফূ‘ হাদীসটির সমর্থন করছে না। বরং মওকুফ বর্ণনাগুলো মারফূ‘ বর্ণনাটির বর্ধিতাংশকে অগ্রহণযোগ্য করে।[৪৪] كما تقدم تقريره فتذكر

সার-সংক্ষেপ: ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله-এর আলোচনার জবাবে ইমাম আলাউদ্দীন হানাফী رحمه الله যে পর্যালোচনা করেছেন তার সবই অদ্ভুত ও

---

[৪৪] শায়েখ আলবানী رحمه الله ও তাঁর অনুসারীরাও মুতাবি‘য়াত (সমর্থক) হিসাবে হাদীসটি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন (সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ হা. ২৯৯৭)। আব্দুর রহমান মুবারকপুরী رحمه الله-এর পূর্বোক্ত আলোচনায় এর জবাব হয়ে গেল, ফালিল্লাহিল হামদ। –অনুবাদক।

Contents

নিতান্তই হয়রানীমূলক। আমাদের উপরোক্ত পর্যালোচনা যা ইমাম মামদুহ’র জবাবে লেখা হয়েছে, এটা দ্বারা ‘সুনানে কুবরা’-র জবাবে ‘জওয়াহারুন নাক্বী’-র উপস্থাপনা খণ্ডিত হল। আমরা ‘জাওয়াহারুন নাক্বী’-র স্বরূপ পরিপূর্ণরূপে ‘তানক্বীদুল জাওয়াহের’ প্রকাশের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করব। انشاء الله تعالى

প্রশ্ন – ২৫ এটা তো প্রমাণিত হয়েছে যে, আবূ আয়েশার হাদীস মারফূ‘ হিসাবে সহীহ নয়। বরং সহীহ হল, এটি ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদের উক্তি। কিন্তু ইমাম আলাউদ্দীন رحمه الله প্রমুখ লিখেছেন: এটা এমন এক উদ্ধৃতি যার মধ্যে রায় ও ক্বিয়াস নেই। সুতরাং এই উক্তিটি হুকুমের দিক থেকে মারফূ‘।

উত্তর ঃ ইবনে মাস‘উদের رضي الله عنه উক্তি হুকুমের দিক দিয়ে মারফূ‘ও নয়। কেননা এর মধ্যে রায় ও ক্বিয়াস অন্তর্ভূক্ত। এখানে সালাতুল জানাযার চার তাকবীরের সাথে সালাতুল ‘ঈদাইনের তাকবীরের ক্বিয়াস করা হয়েছে। আবূ আয়েশার হাদীসে تكبيرة على الجنائز বাক্যটি সেটাই প্রমাণ করে।

ইমাম বায়হাক্বী رحمه الله ‘সুনানে কুবরা’-তে লিখেছেন: هذا رأى من جهة عبد الله “এই রায়টি ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদের رضي الله عنه।” সুতরাং ইমাম আলাউদ্দীন رحمه الله ও প্রমুখের উক্তি “এর মধ্যে রায় ও ক্বিয়াস অন্তর্ভূক্ত নয় –বাতিল হল।” এর স্বপক্ষে দলিল উল্লেখ করেছেন “সাত তাকবীর এবং সাত থেকে কম বা বেশী হওয়া রায় ও ক্বিয়াসের দৃষ্টিতে ভিন্ন কিছু নয়।” অথচ এটা সহীহ নয়। কেননা রায় ও ক্বিয়াসের দৃষ্টিতে ‘ঈদাইনের তাকবীরের ক্বিয়াস জানাযার তাকবীর দ্বারা হতে পারে। যেভাবে ‘ঈদাইনের তাকবীরে রফ‘উল ইয়াদাঈন করা ক্বিয়াস জানাযার তাকবীরের রফ‘উল ইয়াদাঈন দ্বারা হাম্বলীদের নিকট গ্রহণযোগ্য। সুতরাং এ ব্যাপারে পার্থক্য থাকাটা সুস্পষ্ট হল। তবে হাঁ, যে সাহাবীগণ رضي الله عنهم বার তাকবীরের বর্ণনাকারী – তাঁদের উদ্ধৃতির মধ্যে রায় ও ক্বিয়াস পাওয়া যায় না। কেননা বারো তাকবীরের অন্য কোন ক্বিয়াসী আমল নেই। আর যদি ধরে নিই, ইবনে মাস‘উদের এই উক্তি হুকুমগত মারফূ‘ –তবুও এটি বারো তাকবীরের মোকাবেলা করতে পারে না। কেননা এটি বাস্তবিকই মারফূ‘।

তাছাড়া মুখতালিফ ফীহি'র (বিতর্কীত) মাসআলাতে সাহাবীদের উদ্ধৃতি মারফু' হাদীস বলাটা ভুল।

প্রশ্ন – ২৬ ইমাম ইবনুল হুমাম, ইমাম আলাউদ্দীন, হাফেয যায়লা'য়ী رحمه الله প্রমুখ ছয় তাকবীরের সমর্থনে কেবল আবূ আয়েশার হাদীসটি উপস্থাপন করেছেন। এর কারণ কি? এ ব্যাপারে কি আর কোন মারফু' হাদীস নেই? নাকি এই লোকেরা অগ্রহণযোগ্যতার জন্য হাদীসটি উপস্থাপন করেন না?

উত্তর ঃ ছয় তাকবীর সম্পর্কে একটি মারফু' হাদীস এসেছে, যা ইমাম তাহাবী رحمه الله 'শরহে মা'আনিল আসার'-এ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পূর্বোক্ত ইমামদের কেউই তা উপস্থাপন করেন নি। অথচ এ লোকেরা ব্যাপকভাবে তাঁদের লেখনীতে 'শরহে মা'আনিল আসার'-এর বর্ণনাটি উল্লেখ করে থাকেন এবং বিরোধীদের মোকাবেলায় দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন। যা থেকে বুঝা যায়, উক্ত ইমামগণ তাহাবীর অপর হাদীসটি দলিল হিসাবে গ্রহণ করেন নি। কেননা হাদীসটি য'য়ীফ ও দলীলের অযোগ্য। তাহাবী বর্ণিত হাদীসটি হল :

علي بن عبد الرحمن ويَحيى بن عثمان قد حدثانا قالا ثنا عبد الله بن يوسف عن يَحيى بن حَمزة قال حدثني الوضين بن عطاء أن القاسم أبا عبد الرحمن حدثه قال :

حدثني بعض أصحاب رسول الله ﷺ قال صلى بنا النبي ﷺ يوم عيد فكبر أربعا وأربعا ثُم اقبل علينا بوجهه حين أنصرف قال لا تنسوا كتكبير الْجنائز وأشار بأصابعه وقبض إبْهامه

"কয়েকজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে 'ঈদের সালাত পড়ালেন। তিনি চার চার বার তাকবীর বললেন। অতঃপর সালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ করলেন ও বললেন: ভুলো না, 'ঈদাইনের তাকবীর জানাযার তাকবীরের ন্যায়। তিনি নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করে চার আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন।"

হাদীসটি য'য়ীফ হবার কারণ হল, এর সনদে ওয়াদ্বীন বিন 'আতা আছেন। যার সম্পর্কে ইমাম আলাউদ্দীন হানাফী رحمه الله 'জাওয়াহারুন নাক্বী'

(১/২৯)-তে লিখেছেন: وهو واه "তিনি য'য়ীফ।" তাছাড়া এর সনদে ক্বাসেম বিন 'আব্দুর রহমান আছেন। যার সম্পর্কেও ইমাম আলাউদ্দীন হানাফী নিজের কিতাব 'জাওয়াহারুন নাক্বী' (৬/১৪)-তে লিখেছেন:

واما القاسم فقد قال ابن حنبل يروى عنه على بن يزيد اعاجيب وما اراها الا من قبل القاسم وقال ابن حبان يروى عن اصحاب رسول الله ﷺ الْمعضلات وياتى عن الثقات الْمقلوبات حتى يسبق إلَى القلب انه كان الْمعتمد لَها

"ক্বাসেম সম্পর্কে আহমাদ বিন হাম্বল رحمه الله বলেছেন: তার থেকে 'আলী বিন ইয়াযীদ অদ্ভুত অদ্ভুত হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর আমার ধারণা, তিনি এই হাদীসগুলো ক্বাসিমের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনে হিব্বান رحمه الله বলেছেন: সাহাবীদের رضي الله عنهم থেকে ক্বাসিম মু'দাল[৮৫] হাদীস বর্ণনা করতেন এবং সিক্বাহ রাবীদের থেকে মাক্বলুব[৮৬] হাদীস বর্ণনা করতেন। আমার মনে হয় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করতেন।"

সুতরাং তাহাবী বর্ণিত এই হাদীসটির সনদে ওয়াদ্বীন বিন 'আতা য'য়ীফ ও ক্বাসেম বিন মুহাম্মাদের যখন এই দুর্দশা, তখন কিভাবে সেটা গ্রহন করা যাবে? তাছাড়া হাদীসটিতে কেবল চার চার তাকবীর হয়তো উভয় রাক'আতের ক্বিরআতের পূর্বে ছিল। কিংবা প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরআতের পরে বর্ণিত হয়েছে। আর এ (সংশয়ের) কারণেই হানাফীদের কাছে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। والله تعالى اعلم

যদি কেউ বলে, ইমাম তাহাবী رحمه الله হাদীসটি বর্ণনার পর লিখেছেন:

هذا حديث حسن الاسناد وعبد الله بن يوسف ويَحيى بن حمزة والوضين والقاسم كلها اهل رواية معروفون بِصحة الرواية

"এই হাদীসটির সনদ হাসান। তাছাড়া 'আব্দুল্লাহ বিন ইউসুফ, ইয়াহইয়া বিন হামযাহ, ওয়াদ্বীন ও ক্বাসিম এরা সবাই 'আহলে রেওয়ায়াত' ও সহীহ বর্ণনাকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ।"

---

[৮৫]. মু'দাল ঃ যে হাদীসে দুই বা ততোধিক রাবী ধারাবাহিকভাবে উহ্য থাকে।

[৮৬]. মাক্বলুব ঃ যে হাদীসে কোন রাবীর দ্বারা হাদীসে মতনের কোন শব্দ বা সনদের কোন রাবীর নাম ও নসব বদল হয়ে যায়। কিংবা পূর্ববর্তীকে পরবর্তী হিসাবে বা পরবর্তীকে পূর্ববর্তী করে দেয়। কিংবা একটি জিনিসের বদলে অপর জিনিস রেখে দেয়।

[সংযোজনঃ শায়েক আলবানী হুবহু এই উক্তির অনুসরণ করেছেন। (দ্রঃ আস-সহীহাহ, হা/২৯৯৭) তাঁর বিশ্লেষণ পরবর্তীতে আসছে। -অনুবাদক]

জবাবঃ যখন আপনি ইমাম আলাউদ্দীন হানাফী ﵀ থেকেই ওয়াদ্বীন বিন 'আতা ও ক্বাসিমের অবস্থা সম্পর্কে জানলেন, তখন সনদে উক্ত দুই জন রাবীর অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও ইমাম তাহাবী ﵀ সমার্থক অন্য কোন হাদীস বর্ণনা করেন নি। এমনকি (হাদীসটি শক্তিশালী করার) অন্য কোন পন্থাও অবলম্বন করেন নি। সুতরাং কিভাবে হাদীসটিকে হাসান হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে? এ পর্যায়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ﵀-এর উক্তি খুবই প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁর 'মিনহাজুস সুন্নাহ'-তে ইমাম তাহাবী সম্পর্কে লিখেছেন:

ليست عادته نقد الْحديث كنقد أهل العلم ولِهذا روى في شرح معانِي الآثار الأحاديث الْمختلفة وإنّما يرجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجة ويكون أكثرها مَجروحا من جهة الإسناد لا يثبت ولا يتعرض لذلك فإنه لَم تكن معرفته بالإسناد كعرفة أهل العلم به وإن كان كثير الْحديث فقيها عالما

"হাদীসের আলেমগণ যেভাবে হাদীসের উপর তানক্বীদ করেছেন ইমাম তাহাবী ﵀ ঐ তানক্বীদের পন্থা অবলম্বন করেন নি। এ কারণে তিনি 'শরহে মা'আনিল আসার'-এ বিভিন্ন রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন যা একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্বিয়াস দ্বারা প্রাধান্য দিয়েছেন ও সেটাকে দলিল গণ্য করেছেন। অথচ এর অধিকাংশ সনদই য'য়ীফ। এ কারণে ইমাম তাহাবী ﵀ যদিও ব্যাপক হাদীস বর্ণনাকারী, ফক্বীহ ও আলেম- কিন্তু হাদীসের আলেমদের ন্যায় সনদ সম্পর্কীত বিজ্ঞতা রাখেন না।"

প্রশ্ন – ২৭ যখন ইমাম তাহাবীর হাদীসের এই দশা এবং আবূ আয়েশার হাদীস মারফু' হিসাবে সহীহ নয় বরং ইবনে মাস'উদের উক্তি হিসাবে সহীহ। আবার এই উক্তিও রায় ও ক্বিয়াসের অন্তর্ভূক্ত। তাহলে ছয় তাকবীরের প্রমাণ কি?

উত্তর ঃ ছয় তাকবীর বলাটা রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। ইমাম বায়হাক্বী (সুনানে কুবরা ৩/২৯১/৬৪০৬) লিখেছেন:

Contents

وَالْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ مَعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ

"বারো তাকবীর সম্বলিত মুসনাদ হাদীসের উপর আমল করাই উত্তম, আর মুসলিমদের আমল এরই উপর আছে।"

হাফেয ইবনে 'আব্দুল বার رحمه الله লিখেছেন: وهو اولى ما عمل له "বারো তাকবীরের উপর আমল করা বেশী উত্তম।"

ইমাম শওকানী رحمه الله লিখেছেন:

وارجح هذا الاقوال اولها فى عدد التكبير وفى محل القراءة

"(দশটি) উক্তিগুলোর মধ্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত হল, ক্বিরআতের পূর্বে (সাত ও পাঁচ বার) তাকবীর বলা।" (নায়লুল আওতার ৬/১০)

[অতঃপর সম্মানিত লেখক পরিশিষ্টাংশে 'ঈদের সালাত সম্পর্কীত আরো কয়েকটি মাসআলা নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা কেবল তাঁর আলোচ্য পুস্তিকা থেকে বারো তাকবীর সংক্রান্ত আলোচনাটুকুই উল্লেখ করলাম। –অনুবাদক]

ছয় তাকবীরের দলিলসমূহের আরো কিছু বিশ্লেষণ

–অনুবাদ ও সঙ্কলনঃ কামাল আহমাদ

[নিচের তাহক্বীক্বগুলো নেয়া হয়েছে আবূ সুহীব মুহাম্মাদ দাউদ আরশাদ সাহেবের حفظه الله “হাদীস আওর আহলে তাক্বলীদ” [ফয়সালাবাদ ঃ মাকতাবাহ আহলে হাদীস] বইয়ের ২য় খণ্ড, ৬২২-৬৩৫ পৃষ্ঠা থেকে। যা হানাফী আলেম মুহাম্মাদ না'ঈম উদ্দীন সাহেবের حفظه الله “হাদীস আওর আহলে হাদীস” বইটির জবাব। কিন্তু এই বইটিতে তাঁর নাম আনওয়ার খুরশিদী উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমে লেখক দাউদ আরশাদ সাহেব حفظه الله বারো তাকবীরের পক্ষে সর্বমোট ২৫টি হাদীস ও আসার উল্লেখ করেছেন। যার মধ্যে মারফু', মওকুফ ও মাকতু স্তরের সহীহ, হাসান ও য'য়ীফ হাদীস রয়েছে। আমাদের পূর্ববর্তী আলোচনায় বারো তাকবীরসংক্রান্ত সহীহ মারফু' বর্ণনা সংশয়হীন ভাবে সহীহ প্রমাণিত হওয়াই আমরা এ সম্পর্কীত তাঁর উল্লিখিত বর্ণনাগুলো উপস্থাপন করা থেকে দূরে থাকছি। অতঃপর হানাফী আলেম না'ঈম উদ্দীন সাহেব حفظه الله কর্তৃক উপস্থাপিত ছয় তাকবীরসংক্রান্ত ২১টি বর্ণনার তিনি যে জবাবমূলক তাহক্বীক্ব করেছেন তা নিচে উল্লেখ করা হল। যা বাংলা ভাষায় এ সম্পর্কীত প্রকাশিত বইগুলোর সংশয়ের নিরসণের জন্য যথেষ্ট হবে, ইনঁশাআল্লাহ।–অনুবাদক]

হাদীস – ১ঃ

عن القاسم ابى عبد الرحمن انه قال حدثني بعض أصحاب رسول الله ﷺ قال صلى بنا النبي ﷺ يوم عيد فكبر أربعا وأربعا ثُم اقبل علينا بوجهه حين أنصرف قال لا تنسوا كتكبير الْجنائز وأشار بأصابعه وقبض إبهامه

“আব্দুর রহমান আল–ক্বাসিম বলেন, আমাকে কিছু সাহাবী বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে 'ঈদের সালাত পড়ালেন। তিনি (রুকু'র তাকবীরসহ) চার চার বার তাকবীর বললেন। অতঃপর সালাত শেষ করে আমাদের দিকে মুখ করলেন ও বললেনঃ ভুলো না, 'ঈদাইনের তাকবীর জানাযার তাকবীরের ন্যায়। তিনি নিজের বৃদ্ধাঙ্গুলি বন্ধ করে চার আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করলেন।” (তাহাবী ২/৪৩৮ পৃ:)

জবাবঃ প্রথমত, এর সনদে ওয়াদ্বীন বিন 'আতা একজন ক্রটিযুক্ত হাফেয (হাদীস মুখস্থকারী), যেভাবে হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله সুস্পষ্ট করেছেন (তাক্বরীব পৃঃ ৩৬৯) । ইমাম জাওযাকানী رحمه الله বলেছেনঃ হাদীসটি দুর্বল, ইবনে সা'আদ য'য়ীফ বলেছেন এবং আবূ হাতিম বলেছেনঃ يعرف وينكر তিনি পরিচিত ও পরিত্যাজ্য। ইমাম ইবনে ক্বানি'

رحمه الله তাকে য'য়ীফ বলেছেন। মুহাদ্দিস সাজী رحمه الله বলেছেন: তার কাছে কেবল একটি রেওয়ায়াত আছে এবং সে মুনকার ও গায়ের মাহফুয। আক্বীদার দিক থেকে সে ক্বাদরিয়া। (মীযান ৪/৩৩৪পৃ:. তাহযীবুত তাহযীব ১১/১২০পৃ:, তাহযীবুল কামাল ৭/৪৫৮)

ইবনে তুর্কিমানী হানাফী رحمه الله তাকে واه (য'য়ীফ) গণ্য করেছেন। [জাওয়াহিরুন নাক্বী ১/১১৮, ৩/৮৭ পৃ:]

(অতঃপর সনদে বর্ণিত) ওয়াদ্বীনের উস্তাদ 'আব্দুর রহমান ক্বাসিম বিন 'আব্দুর রহমান সম্পর্কে ইবনে তুর্কিমানী হানাফী رحمه الله লিখেছেন:

اما القاسم فقد قال ابن حنبل يروى عنه على بن زيد اعاجيب وما اراها الا من قيل القاسم وقال ابن حبان يروى عن اصحاب رسول الله ﷺ الْمعضلات وياتى عن الثقات الْمقلوبات حتى يسبق الى القلب انه كان الْمعتمد لَها

"ক্বাসিম সম্পর্কে ইমাম আহমাদ رحمه الله বলেছেন: 'আলী বিন যায়েদ অদ্ভুত অদ্ভুত হাদীস বর্ণনা করত। আমার ধারণা এই হাদীসটি ক্বাসিমের সাথে সম্পৃক্ত। ইবনে হিব্বান رحمه الله বলেছেন: ক্বাসিম রসূলের ﷺ সাহাবীদের رضي الله عنهم থেকে মু'দাল হাদীস বর্ণনা করত। তাছাড়া সিক্বাহ রাবীদের থেকে মাক্বলুব রেওয়ায়াত করত। তাছাড়া মনে হয় সে এটা ইচ্ছাকৃত করত।"(জাওয়াহিরুন নাক্বী ২/১৪ পৃ:)

এই ব্যাখ্যামূলক জারাহ (আপত্তি) হাফেয মিযী رحمه الله 'তাহযীবুল কামাল' ৬/৭৩পৃ:, হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله 'তাহযীবুত তাহযীব' ৮/৩২৩পৃ:, ইমাম যাহাবী 'মীযান' ৩/৩৭৩ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছেন। সর্বোপরি হাদীসটি য'য়ীফ।

[সংযোজন ঃ অথচ মুহাদ্দিস আলবানী رحمه الله হাদীসটি ইমাম তাহাবী رحمه الله–এর সূত্রে 'হাসান'[৪৭] বর্ণনার পর এর সমর্থনে যা লিখেছেন তা নিম্নরূপ:

قلت : و هو كما قال رحمه الله فإن القاسم هذا هو ابن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة ، و هو صدوق حسن الْحديث

"আমি (আলবানী) বলছি: যেভাবে ইমাম তাহাবী رحمه الله 'হাসান' বলেছেন। কেননা ক্বাসিম হলেন ইবনে 'আব্দুর রহমান দামেস্কী আবূ 'আব্দুর রহমান –আবূ

---

[৪৭]. ইমাম তাহাবী কর্তৃক 'হাসান' বলার বিশ্লেষণ পূর্বে গত হয়েছে। (অনুবাদক)

Contents

উমামাহ'র সাথী। তিনি সত্যবাদী ও হাসানুল হাদীস।" (সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ হা. ২৯৯৭)

লক্ষণীয়ঃ শায়েখ আলবানী رحمه الله-এর আলোচ্য উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়, তিনি কেবল ইমাম তাহাবীর رحمه الله সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। অথচ ইমাম তাহাবী رحمه الله-এর চেয়ে উচ্চস্তরের ইমামগণ رحمه الله কর্তৃক ক্বাসিমকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আর তাঁদের জারাহও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসমৃদ্ধ। যেভাবে পূর্বে আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর رحمه الله বিশ্লেষণও উল্লেখ করা হয়েছে। এপর্যায়ে জারাহ সুস্পষ্ট ও ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ হলে অন্যদের তা'দীল প্রত্যাখ্যাত। তাছাড়া সাক্ষ্য প্রমাণের আধিক্যের ভিত্তিতেও ক্বাসিমের য'য়ীফ হওয়া সুস্পষ্ট হল এবং শায়েখ আলবানী رحمه الله কর্তৃক কেবল ইমাম তাহাবী رحمه الله-এর নির্ভর করাটা দুর্বল প্রমাণিত হল।

অতঃপর শায়েখ আলবানী رحمه الله ওয়াদ্বীন বিন আতা'-র পক্ষে কয়েকজন মুহাদ্দিসের সাক্ষ্য উল্লেখ করেছেন। অথচ তার বিপক্ষে আমাদের পূর্বোক্ত মুহাদ্দিসদের জারাহগুলো অনেক বেশী আপত্তিকর এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ। সুতরাং তার সম্পর্কে ব্যাখ্যা সমৃদ্ধ জারাহগুলোই গ্রহণযোগ্যতার দিক থেকে প্রাধান্য পায়। অবশ্য আমরা ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত "সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর" বইয়ের ৫৪ পৃষ্ঠাতে ওয়াদ্বীন বিন আতা' সম্পর্কীত তথ্য থেকে জানতে পারি তার ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের পক্ষ ও বিপক্ষ উভয় মতই রয়েছে। এ পর্যায়ে আমাদের বক্তব্য হল, হাদীসটি মওকুফ হিসাবে সহীহ। যা এ সম্পর্কীত অন্যান্য হাদীসগুলো থেকে প্রমাণিত। আর মারফু' হিসাবে ওয়াদ্বীন বিন আতা'র বর্ণনাটিতে ত্রুটি থাকার প্রমাণ হল এটি অন্যান্য সিক্বাহ বর্ণনাকারীদের বিরোধী।[৪৮] সুতরাং সনদের দিক থেকে হাদীসটিকে 'হাসান' বলাতেও কোন ফায়দা হাসিল হয় না। কেননা দেরাওয়ায়াত পদ্ধতিতে হাদীসটি মারফু' হিসাবে য'য়ীফ হওয়া সুস্পষ্ট। তাছাড়া হাদীসটির দেরওয়ায়াতগত আরো দুর্বলতা নিচে উল্লেখ করা হল। -অনুবাদক]

দ্বিতীয়ত, বর্ণনাটিতে প্রত্যেক রাক'আতে চার তাকবীরের বর্ণনা আছে। এ পর্যায়ে মুহতারাম লেখক কৌশল করে বন্ধনীর (ব্রাকেটের) মধ্যে লিখেছেন "রুকু'র তাকবীরসহ"। অথচ এই শেষোক্ত তাকবীরের কথা হাদীসটিতে উল্লিখিত হয় নি। বরং হাদীসটির উদ্দেশ্য দুই 'ঈদের সালাতের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে বিবরণ দেয়া। মুহতারাম লেখক নিজের পক্ষ থেকে রুকু'র তাকবীর অতিরিক্ত উল্লেখ করেছেন। অথচ হাদীসের মতনে তা উল্লিখিত হয় নি। তাছাড়া হানাফীগণ দ্বিতীয় রাক'আত

---

[৪৮] এ ধরণের হাদীসের উসূলি বিশ্লেষণ আব্দুর রহমান মুবারকপুরী رحمه الله থেকে পূর্বেই গত হয়েছে। -অনুবাদক।

সম্পর্কে এই ওজরও পেশ করতে পারতেন যে, এখানে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো ক্বিরাআতের পরে বলা হয়। অতঃপর রুকু'র তাকবীর বলে রুকু'তে যেতে হয়। কিন্তু প্রথম রাক'আত সম্পর্কে এমনটি বলা হয় না। কেননা তাদের মতে প্রথম রাক'আতের অতিরিক্ত তাকবীর ক্বিরাআতের পূর্বে।

তৃতীয়ত, আনওয়ার সাহেবের মতে (হানাফীদের 'ঈদের সালাতে) প্রথম রাক'আতের সানার পর এবং দ্বিতীয় রাক'আতের রুকু'র পূর্বে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো প্রযোজ্য (পৃ:৮৫৩)। অথচ হাদীসের মতনে এটি নেই। মোটকথা এই য'য়ীফ হাদীসটির উপর (হানাফী মাযহাব অনুযায়ী) আমল করার নিকটতম পূর্ণতা নেই।

চতুর্থত, ইমাম তাহাবী رحمه الله কর্তৃক হাদীসটি 'হাসান' বলার জবাব হল, তিনি অনেক বড় ফক্বীহ হলেও হাদীস বিশেষজ্ঞদের নীতিগত সোহবাত পান নি। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ رحمه الله লিখেছেন:

ليست عادته نقد الْحديث كنقد أهل العلم ولِهذا روى في شرح معانِي الآثار الأحاديث الْمختلفة وإنّما يرجح ما يرجحه منها في الغالب من جهة القياس الذي رآه حجة ويكون أكثرها مَجروحا من جهة الإسناد لا يثبت ولا يتعرض لذلك فإنه لَم تكن معرفته بالإسناد كعرفة أهل العلم به وإن كان كثير الْحديث فقيها عالِما

"হাদীসের আলেমগণ যেভাবে হাদীসের উপর তানক্বীদ করেছেন ইমাম তাহাবী رحمه الله ঐ তানক্বীদের পন্থা অবলম্বন করেন নি। এ কারণে তিনি 'শরহে মা'আনিল আসার'-এ বিভিন্ন রকম হাদীস বর্ণনা করেছেন যা একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্বিয়াস দ্বারা প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সেটাকে দলিল গণ্য করেছেন। অথচ এর অধিকাংশ সনদই য'য়ীফ। এ কারণে ইমাম তাহাবী رحمه الله যদিও ব্যাপক হাদীস বর্ণনাকারী ফক্বীহ ও আলেম– কিন্তু হাদীসের আলেমদের ন্যায় সনদ সম্পর্কীত বিজ্ঞতা রাখেন না। (মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১৯৪)

হাদীস – ২ঃ

عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ لأَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِىَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِى الأَضْحَى وَالْفِطْرِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا كَتَكْبِيرَةٍ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَذَلِكَ كُنْتُ أُكَبِّرُ فِى الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ.
وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ .

"আমাকে মাকহুল ﵀ বলেছেন, আমাকে আবূ হুরায়রা ﵁-এর সাথী আবূ 'আয়েশা বলেছেন, সা'ঈদ ইবনুল 'আস ﵁ আবূ মূসা আল-আশ'আরী ﵁ ও হুযায়ফা ﵁-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহাতে কয়টি তাকবীর বলতেন? আবূ মূসা আল-আশ'আরী ﵁ বললেন: (রুকু'র তাকবীরসহ) চার চার তাকবীর বলতেন। যেভাবে তিনি জানাযাতেও বলতেন। হুযায়ফা ﵁ বললেন: ঠিক বলেছ। আবূ মূসা ﵁ বললেন: যখন আমি বসরাতে ছিলাম তখন এভাবে তাকবীর বলতাম। আবূ আয়েশা বলেন: আমি আবূ মূসাকে ﵁ জিজ্ঞাসা করার সময় স্বয়ং উপস্থিত ছিলাম। (আবূ দাউদ ১/১৬৩, তাহাবী ২/৪৩৯, আহমাদ ৪/৪১৬ পৃ: – হাদীস আওর আহলে হাদীস পৃ:৮৪৪)

জবাবঃ প্রথমত, আপনাদের মত হল ছয় তাকবীর বলা। অথচ বর্ণনাটিতে আট তাকবীর বলা প্রমাণিত হয়। এই আপত্তির জবাবের জন্যে আপনারা ব্রাকেটে লিখেছেন "রুকু'র তাকবীরসহ"। অথচ হাদীসটির বাক্য তা খণ্ডন করে।

কেননা আবূ দাউদ ও মুসনাদে আহমাদের শব্দ হল تكبيرة على الجنائز, এবং তাহাবীর শব্দটি হল كتكبيرة على الجنائز অর্থাৎ : জানাযার মত চার তাকবীর হতে হবে। আর কে এটা জানে না যে, সালাতুল জানাযাতে রুকু' নেই। এই জন্যে তাক্বী উসমানী সাহেব ﵀ লিখেছেন: "এতে চারটি তাকবীর বর্ণিত হয়েছে। এরমধ্যে একটি তাকবীরে তাহরীমার জন্য ও তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। (দারসে তিরমিযী ২/৩১৪ পৃ:)

হানাফী আলেম সরফরায খাঁ বলেছেন: "একটি তাকবীরে তাহরীমা এবং তিনটি অতিরিক্ত।" (খাযায়েনুস সুনান ২/১৭৯ পৃ:)

এই পর্যায়ে বিবেক থেকে প্রশ্নের উদয় হয়, প্রথম রাক'আতে না হয় তাকবীরে তাহ্‌রীমা যুক্ত করে চারটি তাকবীর দেখান গেল, কিন্তু দ্বিতীয় রাক'আতে তো তাকবীরে তাহ্‌রীমা নেই। সেখানে কোন অর্থ হবে?

প্রকৃতপক্ষে হানাফীদের দলিল বাতিল। এটি আট তাকবীরের দলিল হতে পারে, কিন্তু কোনভাবেই ছয় তাকবীরের দলিল নয়।[৪৯]

দ্বিতীয়ত, এখানে উল্লেখ নেই প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতে পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পরে অতিরিক্ত তাকবীরগুলো বলতে হবে। তাছাড়া এটিও বর্ণিত হয় নি যে, প্রত্যেক রাক'আতে চার চারটি তাকবীর বলতে হবে। বরং কেবল জানাযার ন্যায় চার তাকবীরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর জানাযার সালাতে তো রাক'আত থাকার প্রসঙ্গটিই নেই। যদি জানাযার সালাতের ন্যায় চার তাকবীর বলা হয় তাহলে সম্পূর্ণ 'ঈদের সালাতে সর্বমোট চার তাকবীর বলতে হবে। আপনারা এর মধ্যে প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহ্‌রীমাকে বের করে নিয়েছেন যেভাবে তাক্বী উসমানী ও সরফরায সাহেব করেছেন। আবার আনওয়ার সাহেব রুকু'র তাকবীরকে বের করে নিয়েছেন। সুতরাং অবশিষ্ট থাকল কেবলই দু'টি তাকবীর। সুতরাং তাদের দেয়া ব্যাখ্যা দ্বারা প্রত্যেক রাক'আতে অতিরিক্ত দু'টি করে তাকবীর দিলেই সর্বমোট চারটি তাকবীর বলার দাবী পূর্ণ হয়।

---

[৪৯] আফসোস বাংলাদেশের একজন সালাফী আলেম ছয় তাকবীরকে সমর্থন দিয়েছেন এবং এ সম্পর্কে হানাফীদের দেয়া প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহ্‌রীমা এবং দ্বিতীয় রাক'আতে রুকুর তাকবীর যোগ করে ব্যাখ্যা গ্রহণ করাকে সঠিক হিসাবে মেনেছেন। [দ্রঃ আখতারুল আমান বিন 'আব্দুস সালাম, 'ঈদ ও কুরবানীর মাসায়েল (ঢাকাঃ জায়েদ লাইব্রেরী, সেপ্টে' ২০১১) পৃ: ৫০] অথচ হানাফীগণ প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহ্‌রীমার পর সানা পাঠ করেন। অতঃপর ক্বিরাআতের পূর্বে পরপর তিনটি অতিরিক্ত তাকবীর দেন। যা সুস্পষ্টভাবে তাকবীরে তাহ্‌রীমা থেকে সানার আমলটি দ্বারা পরবর্তী তিনটি তাকবীরের স্বতন্ত্রতা প্রমাণ করে। যা কখনই চার তাকবীর বলার সমর্থনে পেশ করা যায় না। যদি তর্কের খাতিরে গণ্য করা হয়, তবে ক্বিরাআত শেষে রুকু'র তাকবীর কেন গণনা করা হবে না? কেননা দ্বিতীয় রাক'আতের ক্ষেত্রে হানাফীগণ রুকু'র তাকবীরসহ চার তাকবীর গণ্য করেন। অথচ জানাযার সালাতে কোন রুকু' নেই– সুতরাং এই ব্যাখ্যারও সুযোগ নেই। আশাকরি মুহতারাম লেখক এ পর্যায়ে মুক্ত মন নিয়ে বিষয়টি চিন্তা করবেন। –অনুবাদক।

[যা হাদীসটির তাকবীরের সংখ্যা সম্পর্কীত আমলটির অন্যতম ব্যাখ্যা হতে পারে। –অনুবাদক] অথচ আনওয়ার সাহেব হাদীসটি দ্বারা ছয় তাকবীরের দলিল নিয়েছেন– যা হাদীসের মতনের তাহরীফ (বিকৃতি)।

তৃতীয়ত, সনদটিতে আবূ আয়েশা মাজহূল (অজ্ঞাত) রাবী। যা ইমাম ইবনে হাযম ও ইমাম যাহাবী رحمه الله সুস্পষ্ট করেছেন। (মীযান ৪/৫৩৪, মুহাল্লা ৩/২৯৭)[৫০]

অতঃপর অধস্তন রাবী 'আব্দুর রহমান বিন সাবিত বিন সাওবান– তাকে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন رحمه الله য'য়ীফ ও নিম্নমানের বলেছেন। নাসায়ী বলেছেন: য'য়ীফ ও গায়ের সিক্বাহ। সালিহ বাগদাদী বলেছেন: সুদূক্ব– ক্বাদেরী মাযহাবের অনুসারী। তার পিতার মধ্যস্থতার মাকহুলের বর্ণনা (তাদলীসের কারণে) পরিত্যাজ্য (কেননা বর্ণনাটি 'আন আবীহি 'আন মাকহূল...)। ইবনে খারাশ তাকে لين এবং ইমাম আহমাদ তাকে মুনকার বলেছেন। (তাহযীবুল কামাল ৪/৩৮১পৃ:, তাহযীবুত তাহযীব ৬/১৩৮ পৃ:)

চতুর্থত, 'আব্দুর রহমান শেষ বয়সে স্মৃতিশক্তি হারিয়েছিলেন। যা হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله ও ইমাম আবূ হাতিম উল্লেখ করেছেন। (তাক্বরীব পৃ: ১৯৯, তাহযীবুল কামাল ৪/৩৮১পৃ:)

সুতরাং বর্ণনাটিতে কমবেশী করা হয়েছে। অতএব বর্ণনাটি মাজহূল রাবী ও আব্দুর রহমানের কমবেশী বর্ণনার কারণে য'য়ীফ। তাছাড়া ছয় তাকবীর হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

---

[৫০]. শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই حفظه الله লিখেছেন: আবূ আয়েশা সম্পর্কে সুনানে আবূ দাউদের ব্যাখ্যাকারী হানাফী মুহাদ্দেস খলীল আহমাদ দেওবন্দী رحمه الله লিখেছেন: "ইবনে হাযম ও ইবনুল ক্বাত্তান رحمه الله তাকে মাজহূল বলেছেন এবং যাহাবী رحمه الله তাঁর 'মীযান'–এ বলেছেন: 'গায়ের মা'রূফ।' (বাজলুল মাজহুদ ৬/১৯০) এই হাদীসের অন্যতম রাবী ইমাম মাকহুল رحمه الله থেকে বার তাকবীরের হাদীস বর্ণিত হয়েছে (দ্র: ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৫ হা/৫৭১৪, আহকামুল 'ঈদায়ীন লিলফিরওয়াবী হা/১২২; এর সনদ সহীহ)। [যুবায়ের আলী ঝাই, হাদীয়াতুল মুসলিমীন, পৃ: ৮০]

হাদীস – ৩ঃ

عن مكحول قال حدثني رسول حذيفة وأبي موسى ؓ أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين أربعا وأربعا سوى تكبيرة الافتتاح

"মাকহূল বর্ণনা করেছেন, হুযায়ফা ও আবূ মসূা ؓ-এর বার্তাবাহক আমাকে বলেছেনঃ রসূলুল্লাহ ﷺ দুই 'ঈদের দিন (রুকু'র তাকবীরসহ) চার চার তাকবীর বলতেন। তবে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া।" (তাহাবী পৃঃ ৪৩৯, হাদীস আওর আহলে হাদীস পৃঃ ৮৪৫)

জবাবঃ প্রথমত, রুকু'র তাকবীরসহ –এর ব্যাখ্যা পূর্বে গত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, হুযায়ফার বার্তাবাহক উহ্য রয়েছে। পূর্বের সনদটিতে জেনেছি তিনি আবূ আয়েশা একজন মাজহূল রাবী।

তৃতীয়ত, সনদটিতে মুহাম্মাদ বিন যায়েদ আল–ওয়াসিতী – বিভিন্ন সূত্রে তাঁর আদালত প্রমাণিত। তাঁর ছাত্র না'য়ীম বিন হাম্মাদ। তিনি আবূ হানিফার চরম বিরোধী। ইমাম আবূ হানিফা ؒ-কে খণ্ডনে বর্ণিত রাবী। যখন ইমাম আবূ হানিফার প্রশংসা ও মর্যাদার কথা বলা হতো, তখন না'য়ীম বিন হাম্মাদ তাঁর দোষগুলো বলতেন। তিনি জাল হাদীস বর্ণনা করতেন। (দ্রঃ মাক্বামে আবূ হানিফা পৃঃ ১৪৭; হিদায়াহ – উলামা কী 'আদালত মেঁ পৃঃ ১৫০)

এই আপত্তির জবাব কখনই এটা নেই যে, আলেমরা তাকে গ্রহণ করলেই তার গ্রহণযোগ্যতা চলে আসে। এ সম্পর্কে উস্তাদ ইরশাদুল হক্ব আসরী ؒ লিখিত "ইমাম বুখারীর ؒ উপর কতিপয় অভিযোগের পর্যালোচনা" বইটি পড়ুন।

পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি উপস্থাপনের উদ্দেশ্য হল, স্বয়ং দেওবন্দীগণ যে বর্ণনাকারীকে কাযযাব ঘোষণা করেছেন – আবার তারাই তার হাদীস দ্বারা দলিল নিয়েছেন। তাঁদের লজ্জা হওয়া উচিত। অর্থাৎ দেওবন্দীগণ কেবল সহীহ হাদীসের অনুসারীদের খণ্ডনের উদ্দেশ্যেই তাদের নিকট মাতরুক, কাযযাব ও গায়ের সিক্বাহ রাবীর হাদীস উল্লেখ করতেও পিছপা হয় না। .... মূলত হাদীসটি মাজহূল বর্ণনাকারীর জন্য য'য়ীফ এবং হানাফীদের মতের নিকটতর সমর্থকও নয়।

Contents

হাদীস – ৪ঃ

عن علقمة والأسود بن يزيد قال كان بن مسعود جالسا وعنده حذيفة وأبو موسى الاشعري فسألهما سعيد بن العاص عن التكبير في الصلاة يوم الفطر والأضحى فجعل هذا يقول سل هذا وهذا يقول سل هذا فقال له حذيفة سل هذا – لعبد الله بن مسعود – فسأله فقال بن مسعود يكبر أربعا ثم يقرا ثم يكبر فيركع ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبر أربعا بعد القراءة

"আলক্বামাহ ও আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ বলেছেন, একবার 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বসেছিলেন। তাঁর কাছে হুযায়ফা ও আবূ মূসা আশ'আরী ؓ ছিলেন। সা'ঈদ বিন 'আস ؓ তাঁদের দু'জনের কাছে 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহার সালাতের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। একজন বললেন ওঁকে জিজ্ঞাসা কর, অপরজন বললেন তাঁকে জিজ্ঞাসা কর। হুযায়ফা ؓ বললেন 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ؓ–কে জিজ্ঞাসা কর। তখন তিনি 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি ؓ বললেনঃ চার তাকবীর বলবে (তাকবীরে তাহরীমাসহ)। অতঃপর ক্বিরাআত করো এবং রুকু' কর। এরপর দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াও। অতঃপর ক্বিরাআত কর এবং চার তাকবীর বল (রুকু'র তাকবীরসহ) – ক্বিরাআতের পর।" (মুসান্নাফে 'আব্দুর রাজ্জাক্ব ৩৯৩ পৃঃ, হাদীস আওর আহলে হাদীস পৃঃ৮৪৬)

জবাবঃ প্রথমত, হাদীসটিতে আট তাকবীরের বর্ণনা এসেছে। অথচ আনওয়ার সাহেব তাঁর মাযহাবে পক্ষে একে ছয় তাকবীর হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মুহতারাম সংশয় নিরসণের জন্য বন্ধনীর মধ্যে প্রথম রাক'আতের ক্ষেত্রে "তাক্ববীরে তাহরীমাসহ" এবং দ্বিতীয় রাক'আতে "রুকু'র তাকবীরসহ" বাক্যগুলো যোগ্য করেছেন। অথচ মূল আরবী মতনে তা নেই।

দ্বিতীয়ত, সনদটিতে আবূ ইসহাক্ব বর্ণনাকারী মুদাল্লিস।[৫১] হাফিয ইবনে হাজার ؒ বলেছেনঃ

---

[৫১] ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত 'সালাতুল 'ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর' বইটির ৬০ পৃষ্ঠাতে "হাদ্দাসানা ওয়াক্বী' 'আন সুফিয়ান 'আন আবী ইসহাক্ব সনদের অপর একটি হাদীস উল্লিখিত হয়েছে। এরপর তিনি লিখেছেনঃ

مشهور بالتدليس وهو تابعى ثقه وصفه النسائى ....

"তিনি প্রসিদ্ধ সিক্বাহ তাবে'য়ী – তাঁর মুদাল্লিস হওয়ার ব্যাপারে ইমাম নাসায়ী প্রমুখ বর্ণনা দিয়েছেন... ।" (তাবাক্বাতে মুদাল্লিসীন পৃ:৪২)

কিন্তু বর্ণনাটি তাহদীস সুস্পস্ট নয়। এ কারণে হাদীসটি য'য়ীফ।

হাদীস – ৫ঃ

حدثنا مُحمد بن عبد الله الْحضرمي ثنا مسروق بن الْمرزبان ثنا بن أبي زائدة عن أشعث :

عن كردوس قال أرسل الوليد إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة وأبي مسعود وأبي موسى الأشعري بعد العتمة فقال إن هذا عيد الْمسلمين فكيف الصلاة فقالوا سل أبا عبد الرحمن فسأله فقال يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من الْمفصل ثم يكبر ويركع فتلك خَمس ثُم يقوم فيقرأ بفاتِحةَ الكتاب وسورة من المفصل ثُم يكبر أربعا يركع في آخرهن فتلك تسع في العيدين فما أنكره واحد منهم

"কুরদাউস ﵀ বলেন, ওয়ালীদ বিন 'উক্ববাহ ﵁ 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ, হুযায়ফা ও আবূ মূসা আশ'আরী ﵁–এর কাছে রাতের এক তৃতীয়াংশের পর খবর পৌঁছালেন, এটা মুসলিমদের 'ঈদের দিন, এতে সালাতের পদ্ধতি কি? এই বুযূর্গগণ বললেন, আবূ 'আব্দুর রহমান (ইবনে মাস'উদ) ﵁–কে জিজ্ঞাসা কর। তখন বার্তাবাহক তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি দাঁড়িয়ে চার তাকবীর (তাকবীরে তাহরীমাসহ) বললেন। অতঃপর সূরা ফাতিহা ও মুফাস্সাল সূরাগুলোর কোন একটি পড়লেন। অতঃপর তাকবীর দিয়ে রুকু'তে গেলেন। ফলে তা পাঁচ তাকবীর হল। অতঃপর দাঁড়িয়ে অতঃপর সূরা ফাতিহা ও মুফাস্সাল

"এই হাদীসের সনদ সহীহ মুসলিমের শর্তাধীনে সহীহ।... (পৃঃ ৬১)" এই সনদটিতে সুফিয়ান ও আবূ ইসহাক্ব মুদাল্লিস রাবী এবং মতনটি বারো তাকবীরের বিরোধী। আমরা পূর্বেই জেনেছি, মুদাল্লিস বর্ণনাকারীদের সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন কিতাবে বর্ণিত 'আন শব্দ দ্বারা বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এই বর্ণনাটিও য'য়ীফ। –অনুবাদক।

Contents

সূরাগুলোর কোন একটি পড়লেন ও চারটি তাকবীর বললেন। যার মধ্যে শেষ তাকবীরটি বলে রুকু'তে গেলেন। ফলে 'ঈদে নয়টি তাকবীর হল। তখন ঐ বুযূর্গদের কেউই তা অস্বীকার করলেন না। (মু'জামুত তাবারানী ৯/৩০২, মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৩ পৃ:)[৫২]

জবাবঃ সনদটিতে আস'আস বিন সওয়ার য'য়ীফ রাবী। যা ইমাম ইয়াহইয়া, ইমাম আহমাদ, ইমাম নাসায়ী ও ইমাম দারাকুতনী স্পষ্ট করেছেন। (তাহযীবুল কামাল ১/১৭০) তার উস্তাদ কুরদাউস সম্পর্কে পরবর্তী ৮ নং হাদীসে বিবরণ আসবে। মূলত হাদীসটি য'য়ীফ।

হাদীস – ৬ঃ

عبد الرزاق عن بن جريج عن عبد الكريم بن الْمخارق عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن الاسود بن يزيد :

عن بن مسعود في الاولى خمس تكبيرات بتكبيرة الركعة وبتكبيرة الاستفتاح وفي الركعة الاخرى أربعة بتكبيرة الركعة

"আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'ঈদের সালাতে প্রথম রাক'আতে পাঁচ তাকবীর– রুকু' ও তাকবীরে তাহরীমার তাকবীরসহ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে চার তাকবীর– রুকু'র তাকবীরসহ।" (মুসান্নাফে 'আব্দুর রাজ্জাক্ব ৩/২৯৩পৃ:)

---

[৫২] ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত 'সালাতুল 'ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর' বইটির ৬৫ পৃষ্ঠাতে 'আন আসআস 'আন কুরদাউস সনদে অনুরূপ দু'টি হাদীস উল্লিখিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন: হাদীসটির সনদ সহীহ। হাফিয নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবূ বকর হাইসামী (৮০৭ হি) বলেন : رجاله موثوقون "হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (মাওসুকুন)।" অথচ আস'আস য'য়ীফ রাবী। তাছাড়া কুরদাউস সিক্বাহ তবে মুতাক্বাল্লিম ফিহী হওয়া এবং বারো তাকবীরের সহীহ মারফূ' হাদীসের বিরোধী হওয়াই হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যান্য সাক্ষ্যের ভিত্তিতে হাদীসটির মান কেবলই মওকুফ। বারো তাকবীরের একাধিক মারফূ' ও মওকুফ সহীহ হাদীস থাকায় ছয় তাকবীরের মওকুফ সন্দেহযুক্ত হাদীস কিভাবে গ্রহণযোগ্য হবে? (অনুবাদক)

জবাবঃ এই সনদটিতে ইবনে জুরায়জ বর্ণনাকারী মুদাল্লিস। ইমাম দারাকুতনী ﵀ বলেছেনঃ ইবনে জুরায়জ নিকৃষ্ট তাদলীসকারী। (তাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন পৃঃ ৪১)

সনদটি তাহদীসরূপে (হাদ্দাসানা/আখবারনা শব্দে) বর্ণিত হয় নি। বরং মু'আন'আন ('আন শব্দে) বর্ণিত হয়েছে। বর্ণনাটি 'আব্দুল কারীম বিন আল–মুখরাক্ব থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। এই 'আব্দুল কারীম মাতরুক রাবী। যেভাবে হাফেয ইবনে হাজার ﵀ লিসানুল মীযানে (২/১৭৩ পৃঃ) হাবীব বিন মুখান্নাফের বিবরণে লিখেছেন : 'আব্দুল কারীমের বর্ণনাটি ইবরাহীম নাখ'য়ী থেকে বর্ণনা করেছি। আর ইবরাহীম নাখ'য়ী 'আলক্বামাহ থেকে বর্ণনা করেছেন। মুহাদ্দিস 'আব্দুর রহমান বিন মাহদী বলেনঃ আমাদের সাথীগণ (মুহাদ্দিসগণ) ইবরাহীম নাখ'য়ী থেকে 'আলক্বামাহর শোনাটা অস্বীকার করেন। (মারাসীলে ইবনে আবী হাতিম পৃঃ ৯)

যে বর্ণনাটিতে ইনক্বাতা' (সনদের বিচ্ছিন্নতা) হওয়া ছাড়া তাদলীসও রয়েছে এবং সনদে একজন মাতরুক রাবী আছেন– সেটি কঠিনভাবে য'য়ীফ হওয়ার ক্ষেত্রে আর কিভাবে আপত্তি থাকতে পারে?

হাদীস – ৭৪

عبد الرزاق عن الثوري عن ابي إسحاق :

عن علقمة والأسود بن يزيد أن بن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا أربعا قبل القراءة ثُم كبر فركع وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثُم ركع

“আলক্বামাহ ও আসওয়াদ বিন ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﵁ নয়টি তাকবীর বলতেন। চারটি তাকবীর (তাকবীর তাহরীমাসহ) ক্বিরাআতের পূর্বে। অতঃপর তাকবীর বলে রুকু'তে যেতেন। দ্বিতীয় রাক'আতে প্রথমে ক্বিরাআত করতেন, অতঃপর ক্বিরাআত শেষ করে চার তাকবীর বলতেন (রুকু'র তাকবীরসহ) এবং রুকু' করতেন।” (মুসান্নাফে 'আব্দুর রাজ্জাক্ব ৩/২৯৩ পৃঃ, তাবারানী কাবীর ৯/৩০৪ পৃঃ)

জবাব ঃ প্রথমত, তাকবীরে তাহরীমা বা রুকু'সহ এর জবাব একাধিকবার দেয়া হয়েছে। পূণরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়ত, সনদটিতে ইমাম সুফিয়ান সওরী মুদাল্লিস এবং বর্ণনাটি মু'আন'আন। সুতরাং হাদীসটি য'য়ীফ। ....

হাদীস – ৮ঃ

حدثنا محمد بن النضر الأزدي ثنا معاوية بن عمر ثنا زائدة عن عبد الْملك بن عمير: عن كردوس قال كان عبد الله بن مسعود يكبر في الضحى والفطر تسعا تسعا يبدأ فيكبر أربعا ثُم يقرأ ثُم يكبّر واحدة فيركع بها ثُم يقوم في الركعة الآخرة فيبدأ فيقرأ ثُم يكبر أربعا يركع بإحداهن

"কুরদাউস বর্ণনা করেছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ رضي الله عنه 'ঈদুল আযহা ও 'ঈদুল ফিতরে নয়টি তাকবীর বলতেন। তিনি সালাতের শুরুতে (তাকবীরে তাহরীমাসহ) চারটি তাকবীর বলতেন। অতঃপর ক্বিরাআত করতেন ও রুকু' করতেন। এরপর দ্বিতীয় রাক'আতে যখন দাঁড়াতেন তখন ক্বিরাআত দ্বারা শুরু করতেন। অতঃপর চার তাকবীর বলতেন এবং এর একটি দ্বারা রুকু' করতেন।" (তাবারানী– মু'জামুল কাবীর ৯/৩০৪ পৃ:)[৫৩]

জবাবঃ প্রথমত, হাদীসটিতে 'আব্দুল মালেক বিন 'উমায়ের মুদাল্লিস রাবী। হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله বলেছেন: তিনি তাদলীসকারী হিসাবে বিখ্যাত। যা ইমাম দারাকুতনী ও ইবনে হিব্বান স্পষ্ট করেছেন। (তাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন পৃ: ৪১)

দ্বিতীয়ত, 'আব্দুল মালেকের উস্তাদ কুরদাউস ইবনুল 'আব্বাস আস–সা'লাবী। ইমাম আবূ হাতিম رحمه الله বলেছেন, তার ব্যাপারে আপত্তি আছে। (আল–জারাহ ওয়াত–তা'দীল ৭/১৭৫ পৃ:)

---

[৫৩] ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত 'সালাতুল 'ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর' বইটির ৬৬ পৃষ্ঠাতে উক্ত সনদে হাদীসটি উল্লিখিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন: হাদীসটির সনদ সহীহ। আল্লামা নূরুদ্দীন হাইসামী বলেন: رجاله ثقات "হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।" অথচ আমরা পূর্বেই জেনেছি সিক্বাহ বর্ণনাকারী মুদাল্লিস হলে সহীহাইন ব্যতীত অন্যান্য কিতাবের হাদীস 'আন দ্বারা বর্ণিত হলে তা য'য়ীফ হিসাবে গণ্য হয়। এখানে 'আব্দুল মালেক তাদলীসকারী। সুতরাং হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। (অনুবাদক)

হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله 'তাক্বরীব'–এ (পৃঃ ২৮৫) তাকে মাক্ববুল বলেছেন। অর্থাৎ তার সমর্থক বর্ণনার সূত্রে গ্রহণযোগ্য অন্যথায় লাইয়্যিনুল হাদীস। (তাক্বরীব এর মুক্বাদ্দামাহ)

কুরদাউস যেভাবে হাদীসের মতনটি বর্ণনা করেছেন তার কোন সমর্থক নেই। তাছাড়া এতে 'আব্দুল মালেকের 'তাদলীস' এবং কুরদাউস 'মুতাকাল্লিম ফীহি' হওয়ার কারণে য'য়ীফ।

হাদীস – ৯ঃ

حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار ثنا خالد بن خداش ثنا عيسى بن يونس عن حريث [عن الحكم] عن إبراهيم عن علقمة :

عن عبد الله أنه كان يصلي بعد العيد أربعا

"আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ বলেছেন, 'ঈদে চারটি তাকবীর আছে, যেভাবে সালাতুল জানাযাতে আছে।" (তাবারানী কাবীর ৯/৩০৫ পৃঃ)

জবাবঃ প্রথমত, সালাতুল জানাযাতে চার তাকবীরের বেশীও রসূলের সুন্নাত থেকে প্রমাণিত।[৫৪] তাছাড়া যদি চার তাকবীর হয় তবে তা সম্পূর্ণ সালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেহেতু হানাফীদের কাছেও 'ঈদের সালাতে চার তাকবীর নেই, বরং তাদের মত হল ছয়টি অতিরিক্ত তাকবীর। সুতরাং এই বর্ণনাটি তাদের মতের পরিপূরক নয়।

দ্বিতীয়ত, সনদটিতে সুফিয়ান সওরী মুদাল্লিস বর্ণনাকারী এবং বর্ণনাটি মু'আন'আন। সুতরাং হাদীসটি য'য়ীফ।[৫৫]

---

[৫৪] সহীহ মুসলিম – কিতাবুল জানায়েয।

[৫৫] ড. খোন্দকার আ. ন. ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত 'সালাতুল 'ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর' বইটির ৬৩ পৃষ্ঠাতে "হাদ্দাসানা হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান 'আন ইবরাহীম (নাখ'য়ী) 'আন 'আলক্বামাহ সনদে অপর একটি দীর্ঘ হাদীস উল্লিখিত হয়েছে। তিনি লিখেছেনঃ "এই হাদীসটি সহীহ মুসলিমে সংকলিত হাদীসের পর্যায়ে সহীহ বলে গণ্য। ... (পৃঃ ৬৩)" অথচ হাম্মাদ বিন 'আবী সুলায়মান 'মুতাকাল্লিম ফিহী এবং আলাক্বামাহ থেকে ইবরাহীম নাখ'য়ীর শোনাটা প্রমাণিত নয়। এছাড়া ইবরাহীম নাখ'য়ী মুদাল্লিস এবং তিনি 'আলক্বামাহ থেকে 'আন দ্বারা হাদীসটি বর্ণনা করাই তা প্রত্যাখ্যাত। [বিস্তারিত তাহক্বীক্ব ঃ মুহাম্মাদ ফারুক্ব,

Contents

হাদীস – ১০ঃ

حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا العباس بن طالب قال ثنا عبد الواحد بن زياد عن أبي إسحاق الشيباني :

عن عامر أن عمر وعبد الله رضي الله عنه اجتمع رأيهما في تكبير العيدين على تسع تكبيرات خمس في الأولى وأربع في الآخرة ويوالي بين القراءتين

“আমির শু‘বা رحمه الله বর্ণনা করেছেন, সাহাবী ‘উমর ও ‘আব্দুল্লাহ ইবনে মাস‘উদ رضي الله عنه–এর ঐকমত্য সিদ্ধান্ত হল, ‘ঈদের তাকবীর নয়টি। পাঁচটি প্রথম রাক‘আতে (তাকবীরে তাহরীমাসহ) এবং চারটি শেষে (রুকূ‘র তাকবীরসহ)। উভয় রাক‘আতে লাগাতার ক্বিরাআত করেন।” (তাহাবী ২/৪৩৯ পৃ:)

জবাবঃ এই সনদটির ‘আব্বাস বিন তালিব বসরী মাতরূক রাবী (বিস্তারিত দেখুনঃ মীযান ৩/২৪০ পৃ:)। তিনি মুহাদ্দিসদের নামে হাদীস চুরি করতেন।

হাদীস – ১১ঃ

عن حماد عن ابراهيم فى حديث طويل : فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر أربع تكبيرات فأجمع أمرهم على ذلك

“হাম্মাদ رحمه الله ইবরাহীম নাখ‘য়ী رحمه الله থেকে বর্ণনা করেছেন, একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে –এ ব্যাপারে ইজমা‘ হয়েছে যে, জানাযার তাকবীর ‘ঈদের তাকবীরের মত তথা চার তাকবীর।” (তাহাবী ১/৩৩৩ পৃ:)

জবাব ঃ ইমাম ‘আলী ইবনে মাদীনী رحمه الله বলেছেন, ইবরাহীম কোন সাহাবীর সাক্ষাৎ পান নি। (মারাসীলে আবী হাতিম পৃ: ৯)

‘ঈদাইন কে মাসায়েল (পাকিস্তান ঃ মাকতাবাহ ইসলামিয়াহ, জুলাই ২০০৯) পৃ: ১৩৮-৩৯] সুতরাং হাদীসটি সহীহ মারফূ‘ হাদীসের বিরোধী হওয়াই গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া বর্ণনাটিতে প্রত্যেক তাকবীরের পর আল্লাহর হামদ ও দরূদ পড়ার বর্ণনা এসেছে– যা হানাফীদের ‘ঈদের সালাতে দেখা যায় না। সুতরাং হানাফীদের দলিল হিসাবেও বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য নয়। –অনুবাদক।

তাছাড়া হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান 'মুতাকাল্লিম ফীহি'। (দ্রঃ দ্বীনুল হক্ব ১/৩৯৫,৩৯৬ পৃ:)

সুতরাং মুরসাল হওয়ার সাথে সাথে য'য়ীফ।

হাদীস – ১২ঃ

أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا إسْماعيل بن أبي الوليد قال حدثنا خالد الْحذاء :

عن عبد الله بن الْحارث قال شهدت بن عباس كبّر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات وإلَى بين القراءتين قال وشهدت الْمغيرة بن شعبة فعل ذلك أيضا

"আব্দুল্লাহ বিন হারিস ﵀ বর্ণনা করেন, আমি 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাসের ﵁ কাছে গেলাম। তিনি বসরাতে 'ঈদের সালাতে নয়টি তাকবীর বললেন। উভয় রাক'আতে তিনি লাগাতারভাবে (তাকবীর) বলেন। 'আব্দুল্লাহ বিন হারিস ﵀ বলেন, আমি মুগীরাহ বিন শু'বাহ ﵁–এর কাছে গেলাম। তিনিও অনুরূপ করলেন।" (মুসান্নাফে 'আব্দুর রাজ্জাক ৩/২৯৪পৃ:)

[সংযোজন ঃ খালিদ বিন মিহরান আল–হিযা মুদাল্লিস। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন কিতাবে তাদের উল্লিখিত 'আন দ্বারা বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। (শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই, আল–ফতহুল মুবীন ফী তাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন পৃ: ২২) – অনুবাদক]

হাদীস – ১৩ঃ

حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال ثنا شعبة قال ثنا قتادة وخالد الْحذاء :

عن عبد الله بن الْحارث أنه صلى خلف بن عباس ﵁ في العيد فكبر أربعا ثُم قرأ ثُم كبّر فرفع ثُم قام في الثانية فقرأ ثُم كبر ثلاثا ثُم كبّر فرفع

"আব্দুল্লাহ বিন হারিস ﵀ বর্ণনা করেছেন, তিনি ইবনে 'আব্বাসের পিছনে 'ঈদের সালাত পড়েছেন। তিনি প্রথমে চারটি তাকবীর বললেন। এরপর ক্বিরাআত করে তাকবীর বলে রুকু' করলেন। অতঃপর দ্বিতীয়

Contents

রাক'আতে দাঁড়ালেন এবং প্রথমে ক্বিরাআত করলেন। অতঃপর তিন তাকবীর বললেন, এরপর তাকবীর বলে রুকু' করলেন।" (তাহাবী ২/৪৩৯ পৃ:)

জবাবঃ প্রথমত, নিঃসন্দেহে ইবনে 'আব্বাস رضي الله عنه থেকে উক্ত দু'টি বর্ণনা সহীহ – যা ইবনে হাজার رحمه الله 'দিরায়াহ'-তে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর থেকে (মারফু' হিসাবে) বারো তাকবীরের হাদীসটিও সহীহ সনদ হিসাবে প্রমাণিত। যেভাবে প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছি।....

দ্বিতীয়ত, মারফু' বর্ণনার মোকাবেলায় মওকুফ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।....

[সংযোজন ঃ লেখকের তাহক্বীক্ব সহীহ নয়। কেননা, সনদটিতে ক্বাতাদাহ ও খালিদ বিন মিহ্‌রান আল-হি্যা রয়েছেন উভয়েই মুদাল্লিস এবং তারা 'আন দ্বারা হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম ব্যতীত অন্য কোন কিতাবে উল্লিখিত 'আন দ্বারা বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। (শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই, আল-ফতহুল মুবীন ফী তাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন পৃ: ২২, ৫৮-৫৯) –অনুবাদক]

হাদীস – ১৪ঃ

حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح :

عن ابن جريج قال ثنا يوسف بن ماهك أخبَرِني أن ابن الزبير لَم يكن يكبّر إلا أربعا سوى تكبيْرتين للركعتين

"ইবনে জুরায়জ বলেন, আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইউসুফ বিন মাহাক যে, 'আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের চার তাকবীর বলেছেন। তবে দুই রুকু'র তাকবীর ছাড়া।" (তাহাবী ১/৪৪০)[৫৬]

---

[৫৬]. ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত 'সালাতুল 'ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর' বইটির ৭০ পৃষ্ঠাতে 'আন আস'আস 'আন কুরদাইস সনদের দু'টি হাদীস উল্লিখিত হয়েছে। তিনি এর ব্যাখ্যাতে লিখেছেন: "এখানে বাহ্যত মনে হয় ৪ তাকবীর বলতে ইবনে মাস'উদ ও অন্যান্য সাহাবীর অনুরূপ প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ ৪ তাকবীর ও দ্বিতীয় রাক'আতে রুকু'র তাকবীরসহ ৪ তাকবীর বুঝানো হয়েছে।" অথচ আমাদের এই টীকা সংশ্লিষ্ট মূল হাদীসটিতে "দুই রুকু'র তাকবীর ছাড়া" বাক্যটি রয়েছে। সুতরাং সাহাবী ইবনে যুবায়ের رضي الله عنه সম্পর্কীত বর্ণনাটিও পরস্পরবিরোধী হওয়াই প্রত্যাখ্যাত। –অনুবাদক।

Contents

জবাবঃ যদি উভয় রাক'আতে সর্বমোট চারটি তাকবীর বলে, তাহলে প্রত্যেক রাক'আতে দু'টি করে অতিরিক্ত তাকবীর হয়। আর যদি প্রত্যেক রাক'আতে চারটি অতিরিক্ত তাকবীর বলে – তবে আটটি অতিরিক্ত তাকবীর হয়। উভয় ব্যাখ্যাই হানাফীদের মতকে সমর্থন করে না। কিন্তু আনওয়ার সাহেব লিখেছেন: "প্রথম রাক'আতে পাঁচটি তাকবীর তাকবীরে তাহরীমা ও রুকু'সহ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে চারটি তাকবীর – রুকু'র তাকবীরসহ।" (হাদীস আওর আহলে হাদীস পৃ: ৮৫৪)

অথচ হাদীসটিতে এমন কোন কিছুই বর্ণিত হয় নি। বরং শেষে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, এই তাকবীর রুকু'র তাকবীর ছাড়া ছিল। (যা হানাফীদের ছয় তাকবীরের পক্ষে চার তাকবীরের দলিল দ্বারা উপস্থাপিত ব্যাখ্যার বিরোধ)

হাদীস – ১৫

حدثنا أسامة عن سعيد بن أبي عروبة :

عن قتادة عن جابر بن عبد الله وسعيد ابن الْمسيب قالا تسع تكبيرات ويوالي بين القراءتين

"ক্বাতাদাহ ﵀ জাবির বিন 'আব্দুল্লাহ ﵁ ও সা'ঈদ বিন মুসাইয়েব ﵀ থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা দু'জন বলেছেন, দুই 'ঈদের সালাতে নয়টি তাকবীর আছে। উভয় ক্বিরআতেই লাগাতার ছিল।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৪পৃ:)

জবাবঃ প্রথমত, হাদীসটিতেই সর্বমোট নয় তাকবীরের বর্ণনা এসেছে। পক্ষান্তরে আনওয়ার সাহেব বর্ণনাটিকে ছয় তাকবীরের পক্ষে উপস্থাপন করেছেন। তিনি তাবীল করেছেন, প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকু'র তাকবীরসহ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে রুকু'র তাকবীরসহ সর্বমোট নয়টি তাকবীর। অথচ হাদীসটির মতনে এটা কখনই বর্ণিত হয় নি। বরং নয়টি তাকবীরই (সাধারণ সালাতের চেয়ে) অতিরিক্ত তাকবীর হিসাবে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ক্বাতাদাহ মুদাল্লিস এবং বর্ণনাটিতে তাহদীস স্পষ্ট নয়। সুতরাং হাদীসটি য'য়ীফ।

[সংযোজন ঃ হানাফীগণ চার তাকবীরের হাদীসকে ব্যাখ্যা দ্বারা ছয় করেছেন। আবার ঐ ব্যাখ্যার বিরোধী হাদীসও রয়েছে। যেমন – ইবনে যুবায়ের থেকে দ্বিতীয় রাক'আতে রুকু'র তাকবীরকে গণনা না করা। তেমনি তারা নয় তাকবীরের হাদীসকেও ব্যাখ্যা দ্বারা ছয় তাকবীর হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। আমরা পূর্বেই জেনেছি – সহীহ হাদীস কখনই এমন পরস্পরবিরোধী হতে পারে না। বরং এটা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে অনেক বড় দোষ হিসাবে গণ্য। (অনুবাদক)]

হাদীস – ১৬ ও ১৭

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ أَشْعَثَ :

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا . فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ

"মুহাম্মাদ বিন সিরীন ﵀ আনাস বিন মালিক ؓ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি 'ঈদের সালাতে নয়টি তাকবীর বলতেন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৪পৃ:)[৫৭]

জবাবঃ আপনি এ মাসআলাটি আলোচনা করছেন ছয় তাকবীর প্রমাণের জন্যে। কিন্তু উপস্থাপিত দলিলটিতে ছয় এর পরিবর্তে নয়টি তাকবীর রয়েছে। জবরদস্তি ব্যাখ্যা দিয়ে এই ছয় তাকবীরের প্রমাণ দাবী করছেন। যা প্রকারান্তরে আপনার নিজস্ব হিসাবের দলিল। .... অনুগ্রহ করে কোন নতুনভাবে শেখান বাচ্চা থেকে এই ছয় ও নয়ের পার্থক্য বুঝে নিন। আমরা আপনার জন্য দু'আ করছি।

হাদীস – ১৮

حدثنا إسحاق الازرق عن الاعمش :

عن إبراهيم أن أصحاب عبد الله كانوا يكبرون في العيد تسع تكبيرات

---

[৫৭] ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর লিখিত 'সালাতুল 'ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর' বইটির ৬৯ পৃষ্ঠাতে আশ'আস ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ؓ থেকে হাদীসটি উল্লিখিত হয়েছে। –অনুবাদক।

"ইবরাহীম নাখ'য়ী ﵀ বর্ণনা করেছেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ ﵁-এর সাথীগণ 'ঈদের সালাতে নয়টি তাকবীর বলতেন (প্রথম রাক'আতে পাঁচটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে চারটি)।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৪পৃ:)

জবাবঃ প্রথমত, ইবনে মাস'উদ ﵁-এর এই সাথীরা তাবে'য়ী ছিলেন। আর ইমাম আবূ হানিফার নিকট তাবে'য়ীদের উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। ('হাদীস ও আহলে তাক্বলীদ' বইটির ১ম খণ্ডের ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

দ্বিতীয়ত, সনদটিতে আল-আ'মাস মুদাল্লিস রাবী আছেন (তাক্বরীব পৃঃ ১৩৬) এবং তাহদীস ব্যাখ্যাকৃত নয় বরং মু'আন'আন হিসাবে হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং হাদীসটি য'য়ীফ।

তাছাড়া হাদীসটি ছয় তাকবীরের বেশী নয় তাকবীরের জন্য দলিল।...

হাদীস - ১৯

حدثنا هشيم قال انا داؤد:

عن الشعبي قال أرسل زياد إلى مسروق انا يشغلنا أشغال فكيف التكبير في العيدين قال تسع تكبيرات قال خَمسا في الاولى أربعا في الاخرى ووالَى بين القراءتين

"ইমাম শু'বা ﵀ বর্ণনা করেছেন, যিয়াদ ﵀ মাসরুকের ﵀ কাছে খবর পাঠালেন, আমাকে কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। আপনি বলুন, দুই 'ঈদের সালাতে কিভাবে তাকবীর বলতে হয়। তিনি ﵀ বললেন: নয়টি তাকবীর। পাঁচটি প্রথম রাক'আতে এবং চারটি দ্বিতীয় রাক'আতে। আর উভয় ক্বিরাআত লাগাতার করবে।" (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ৩/২৯৪, আবী শায়বাহ ২/১৮৪)

জবাবঃ ইমাম শু'বা ﵀-এর সনদে ইমাম 'আব্দুর রাজ্জাক ﵀ কখনই এটি বর্ণনা করেন নি। এতে লেখকের ভুল হয়েছে। 'আব্দুর রাজ্জাক ﵀ ইমাম ক্বাতাদাহ ﵀ থেকে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন তা নিম্নরূপ:

Contents

عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ذكر :

أن زيادا سأل مسروقا عن تكبير الامام قال يكبر الامام واحدة ثُم يكبر أربعا ثُم يقرأ ثُم يكبر ثم يسجد ثم يقوم في الآخرة فيقرأ ثُم يكبر ثلاثا ثُم يكبر واحدة يركع بِها

“যিয়াদ رحمه الله ইমাম মাসরুকের কাছে তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি বললেন: ইমাম সাহেব একটি তাকবীর বলবেন। অতঃপর চারটি তাকবীর বলবেন এবং ক্বিরাআত করবেন। এরপর তাকবীর বলে সিজদা করবেন। অতঃপর দাঁড়াবেন এবং ক্বিরাআতের পর তিনটি তাকবীর বলবেন। এরপর একটি তাকবীর বলে রুকু‘ করবেন।”

হাদীসটির মতন গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, যা ইবনে আবী শায়বাহর মতনের বিরোধী। সুতরাং ‘আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনা সনদ ও মতনের আলোকে ইবনে আবী শায়বার বর্ণনা থেকে পৃথক। এটি অতিরিক্ত সাতটি তাকবীরের বর্ণনা সম্বলিত– যা আনওয়ার সাহেবের মাযহাব বিরোধী।

দ্বিতীয়ত, এটা তাবে‘য়ীর উক্তি, যা শরী‘য়াতি দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। [তাছাড়া তাদলীসের ত্রুটিও হাদীসটি গ্রহণযোগ্যতার ক্ষত্রে বাধা। –অনুবাদক]

হাদীস – ২০

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ،:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، وَمَسْرُوقٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ فِي الْعِيدِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ

“ইবরাহীম নাখ‘য়ী رحمه الله, আসওয়াদ ও মাসরুক رحمهما الله থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে দুই ‘ঈদের সালাতে বার তাকবীর বলতেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭২)

জবাবঃ প্রথমত, আনওয়ার সাহেব হাদীসটির মাধ্যমে সবগুলো তাকবীরকে একত্রে দলিল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অথচ হাদীসটিতে এর কোন প্রমাণ নেই।

দ্বিতীয়ত, ইবরাহীম নাখ‘য়ী মুদাল্লিস বর্ণনাকারী। (তাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন পৃ: ২৮)

অথচ আলোচ্য বর্ণনাতে তাহদীস স্পষ্ট নয়, সুতরাং বর্ণনাটি য‘য়ীফ।..

Contents

হাদীস – ২১

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ :

عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يُكَبِّرَانِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ.

"হিশাম رحمه الله, হাসান বসরী ও মুহাম্মাদ (ইবনে সিরীন) رحمه الله থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা উভয়ে 'ঈদের সালাতে নয়টি তাকবীর বলতেন।" (মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বাহ ২/১৭৫)

জবাবঃ প্রথমত, এখানে নয়টি অতিরিক্ত তাকবীরের কথা বর্ণিত হয়েছে। ছয় সংখ্যাটি এখানে বর্ণিত হয় নি। ....

দ্বিতীয়ত, তাবে'য়ীর বক্তব্য দ্বীনের দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষত যখন তা মারফু' হাদীসের বিরোধী হয়।

সারসংক্ষেপঃ আনওয়ার সাহেব উল্লিখিত একুশটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে তিনটি মারফু' হাদীস– কিন্তু তিনটিই য'য়ীফ। তৃতীয় হাদীসটিতে ছয় তাকবীরের পরিবর্তে আট তাকবীর বর্ণিত হয়েছে। পাঁচটি আসার সাহাবীদের رضي الله عنهم থেকে বর্ণিত হয়েছে। আনওয়ার সাহেব তাকরার (পূণারাবৃত্তি)–সহ চৌদ্দতে পরিণত করেছেন। এর মধ্যে নয়টি আসার (ক্রমিক নং ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১৫) য'য়ীফ। ১৬ ও ১৭ নং সহীহ, কিন্তু ছয় তাকবীরের স্থলে নয় তাকবীর বর্ণিত হয়েছে। ১২ ও ১৩ নং ইবনে 'আব্বাসের رضي الله عنه আসার। তাঁর رضي الله عنه থেকে বার তাকবীর বলাও সহীহ সূত্রে প্রমাণিত আছে।[৫৮]

---

[৫৮]. শায়েখ আলবানী رحمه الله ইবনে আব্বাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত বিভিন্ন ধরণের সংখ্যার বর্ণনার তাকবীরকে সহীহ বলেছেন। (ইরওয়াউল গালীল ৩/১১১ পৃ:) এই সিদ্ধান্ত নেয়ার কারণ হল, তাদলীস ও মুদাল্লিস সম্পর্কে তাঁর উসূলগত দ্বিমুখী অবস্থান। যা উসূলের হাদীসের আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলাদেশের একজন সালাফী আলেম তাঁর 'সালাতুল রসূল ﷺ' বইটিতে লিখেছেন : "ইবনু আব্বাস رضي الله عنه থেকে তাঁর নিজস্ব হিসাবে ৭, ৯, ১১, ১২ ও ১৩ তাকবীরের আসার সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যদি তাকবীরে তাহরীমাসহ (৮+৫) ১৩ তাকবীর গণনা করা হয়, তাহ'লে পূর্বোক্ত সহীহ হাদীস ও অত্র আসারে কোন বিরোধ থাকে না। বরং দু'টির উপরেই আমল করা যায়।" একজন আহলে হাদীস (মুহাদ্দিস) দাবীদার ব্যক্তিত্ব উসূলী সমাধান না দিয়ে কেবল সংখ্যাতাত্ত্বিক সমাধান দিয়েই ক্ষান্ত

Contents

সর্বোপরি আনওয়ার সাহেব নিজের মতের (ছয় তাকবীরের) পক্ষে কোন স্পষ্ট দলিল উপস্থাপন করেন নি।[৫৯]

[উল্লেখ্য, লেখক পূর্বে বারো তাকবীরের পক্ষে সহীহ, হাসান ও য'য়ীফ সর্বমোট ২৫টি হাদীস উল্লেখ করেছেন। –অনুবাদক]

হলেন। আর হবেনইনা কেন, যখন কুরআন ও হাদীস চর্চা এবং প্রচারের চেয়ে ভক্ত বৃদ্ধির চর্চার ব্যস্ত রয়েছেন। তখন মুহাদ্দিসদের উসূলের চেয়ে সংখ্যাতত্ব মনে পড়াটাই স্বাভাবিক। মূলত বর্ণনাগুলো সহীহ বর্ণনার বিরোধী ও তাদলীসের দোষে দুষ্ট হওয়াই প্রত্যাখাত ।

[৫৯]. ছয় তাকবীরের পক্ষে দলিল হিসাবে উপস্থাপিত চার, আট ও নয় তাকবীর সম্পর্কীত বর্ণনাগুলো পরস্পর বিরোধী হওয়ার সাথে সাথে সনদের দিক থেকেও মারফু' হিসাবে য'য়ীফ। এরপরেও ড. খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তাঁর "সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর" বইটিতে প্রকারান্তরে হাদীসগুলোকে সাক্ষ্য ও সমর্থক হিসাবে সহীহ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। অথচ হাদীসের উসূল অনুযায়ী হাদীসগুলো য'য়ীফ মারফু' হাদীসটির সাক্ষ্য ও সমর্থক হওয়ার নীতিমালা পূর্ণ করে না। ঠিক এর বিপরীত কৌশল অবলম্বন করে বারো তাকবীর সম্পর্কীত বর্ণনাগুলোকে তুলনামূলক দুর্বল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতই তাঁর পুস্তিকাতে পাওয়া যায়। অথচ বার তাকবীরর পক্ষে 'আমর বিন শু'আয়েবের সংশয়মুক্ত সহীহ মারফু' হাদীস ও আবূ হুরায়রা رضي الله عنه থেকে সহীহ মওকুফ ও মারফু' হুকমান হাদীস রয়েছে। এর পরিপূরক আমাদের উপস্থাপিত অন্যান্য বারো তাকবীরের হাদীসগুলোও স্ববিরোধী হয় না। যা য'য়ীফ হওয়া সত্ত্বেও বার তাকবীর সংখ্যার সমর্থক ও সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত (দলিল হিসাবে নয়)। অথচ খোন্দকার আ.ন.ম. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর সেগুলোর প্রতিই তাঁর আপত্তির লেখনীকে তুলনামূলক জোরদার করেছেন। –অনুবাদক।

Contents

‘ঈদের তাকবীর সম্পর্কে আরো পর্যালোচনা

[আমরা এখানে ‘ঈদের তাকবীর সম্পর্কে কিছু সংশয় দূর করার জন্য প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন কিতাবের অভিযোগ ও তার জবাব মুহাদ্দিস ও মুহাক্কিক্বদের সূত্রে উল্লেখ করলাম।]

অভিযোগ- ১ঃ ইমাম মালিক رحمه الله, ইমাম শাফে‘য়ী رحمه الله এবং ইমাম আহমাদ رحمه الله-এর মতে দু’ ‘ঈদের সালাতে বারো তাকবীর। প্রথম রাক‘আতে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে পাঁচটি। আর উভয় রাক‘আতে ক্বিরাআতের পূর্বে হবে। তবে ইমাম মালিক رحمه الله-এর মতে প্রথম রাক‘আতে তাকবীরে তাহরীমাসহ সাতটি তাকবীর। আর অন্যান্যদের মতে প্রথম তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত সাত তাকবীর। ইমাম আবূ হানিফা رحمه الله, সুফিয়ান সওরী رحمه الله এবং সাহেবাইন তথা আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ رحمه الله-এর মতে উভয় রাক‘আতে তিন তিন মোট ছয় তাকবীর অতিরিক্ত হবে। প্রথম রাক‘আতে ক্বিরাআতের পূর্বে এবং দ্বিতীয় রাক‘আতে ক্বিরাআতের পরে হবে। [মুহাম্মাদ ইউসুফ লুধিয়ানভী, উম্মাতের মতবিরোধ ও সরল পথ (ঢাকা ঃ মোহাম্মাদী কুতুবখানা, জুলাই’১৯৯৫) ২/৫০৫ পৃ:]

জবাবঃ আপনি নিজেই স্বীকার করেছেন, চার ইমামের মধ্যে তিনজন বারো তাকবীরের অনুসারী এবং তাঁদের সবার মতই হল এই তাকবীর হবে ক্বিরাআতের পূর্বে। এতদ্বসত্ত্বেও হানাফীগণ কেবল ইমাম আবূ হানীফার رحمه الله উক্তির উপর আমল করে। অথচ তিন ইমামের ইজমা‘র (ঐকমত্যের) কোন মূল্য তাদের অন্তরে নেই। কেবল এতটুকুই নয়, বরং এ মাসআলাতে এই তিন ইমামের পূর্বে খলীফায়ে রাশেদীন رضي الله عنهم, তাবে‘য়ীন ও আহলে হারামাইনের সাতজন ফক্বীহ এবং খলীফা ‘উমার বিন ‘আব্দুল ‘আযীয -এঁরা সবাই বারো তাকবীরের ব্যাপারে একমত। যা প্রকারান্তরে এই মাসআলার ব্যাপারে ইজমা‘র প্রমাণ দেয়। এরপরও কি আপনারা এটা মানবেন না? --- [হাফেয সালাহুদ্দীন ইউসুফ, সিরাতে মুস্তাক্বীম আওর ইখতিলাফে উম্মাত (লাহোর ঃ ইসলামী একাডেমী) পৃ: ২৮৯]

[**সংযোজনঃ** আমরা পূর্বেই জেনেছি, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ উভয়েই বারো তাকবীরের উপরই আমল করতেন। (অনু:)]

Contents

অভিযোগ– ২ঃ দ্বিতীয়ত, বারো তাকবীর সম্বন্ধে হাদীসসমূহে বিভিন্ন সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم থেকে বর্ণিত আছে। কিন্তু মুহাদ্দিসীন رحمهم الله–এর অভিমত এই যে, এ মাসয়ালায় রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন রেওয়ায়াতই বিশুদ্ধতার সঙ্গে প্রমাণিত হয় নি। (অতঃপর তিনি কাসির বিন 'আব্দুল্লাহ ও 'আমর বিন শু'আয়েব–'আন আবীহি–'আন জাদ্দিহি'র হাদীস বর্ণনা করে য'য়ীফ ও সমালোচিত হাদীস হিসাবে উল্লেখ করেছেন।) [ইউসুফ লুধিয়ানভী, উম্মাতের মতবিরোধ ও সরল পথ ২/৫০৬-০৭ পৃ:]

জবাবঃ যখন নিজেদের মসলক বর্ণনা করেন তখন সমস্ত দলিলই সহীহ। কিন্তু বিপক্ষের সহীহ দলিলই আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা এক অদ্ভুত বিচার। যাহোক, এ প্রসঙ্গে সহীহ হাদীসের অনুসারীগণ 'আমর বিন শু'আয়েব-'আন আবীহি-'আন জাদ্দিহি'র হাদীসকে মূল হিসাবে গণ্য করেন এবং এর নির্ভরযোগ্যতার পক্ষে অন্যান্য হাদীস উল্লেখ করেন। যার মধ্যে য'য়ীফ হাদীসও আছে। কিন্তু য'য়ীফ বর্ণনা মূল দলিল হিসাবে উল্লেখ করা হয় না। অতঃপর এই বর্ণনাগুলোর সাথে সাহাবী رضي الله عنهم ও তাবে'য়ীদের رحمهم الله আমলও উল্লেখ করা হয়। 'আমর বিন শু'আয়েব-'আন আবীহি-'আন জাদ্দিহি'র হাদীসটি সুনানে আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনাটিকে ইমাম আহমাদ, 'আলী ইবনে মাদীনী, ইমাম বুখারী, হাফেয ইরাক্বী প্রমুখ সহীহ বলেছেন। বিস্তারিত জানার জন্য 'মির'আতুল মাফাতীহ', 'তুহফাতুল আহওয়াযী' ও (এই বইয়ের শুরুতে অনূদিত) 'ক্বওলুস সাদীদ' দেখুন।[৬০]

---

[৬০] মুসনাদে আহমাদের মুহাক্কেক্ব আব্দুর রহমান আল–বান্না আস–সা'আতী رحمه الله লিখেছেন: "ইমাম বায়হাক্বী এই ('আমর বিন শু'আয়েব 'আন আবীহি 'আন জাদ্দিহী'র) হাদীসটিকে সহীহ বলার পর লিখেছেন : 'আব্দুল্লাহ 'আব্দুর রহমান আত–তায়েফী এই হাদীসটি স্বয়ং 'আমর বিন শু'আয়েব থেকে শুনেছেন। (ফতহুর রব্বানী শরহে মুসনাদে আহমাদ ৬/১৪১ পৃ:)

কেননা তাঁর থেকে বর্ণিত দু'টি সনদে سَمعه ও يُحدثه শব্দ দ্বারা সরাসরি হাদীস শোনাটা প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান আত–তায়েফী থেকে ইমাম মুসলিম رحمه الله 'সহীহ মুসলিমে' দলিল নিয়েছেন। যখন ইমাম বুখারী বা ইমাম মুসলিম رحمهما الله একক বা যৌথভাবে কোন রাবীকে হুজ্জাত হিসাবে গ্রহণ

করেন, তখন ঐ রাবীর প্রতি জারাহ (আপত্তি) বাতিল হয় (নুখবাতুল ফিকর)। এ কারণে ইমাম বায়হাক্বী ﵀ ইমাম মুসলিমের অনুরূপ (নীতির অনুসরণে) এই হাদীসটিকে সহীহ হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আর কোন গুণ থাকার প্রয়োজন বাকী থাকল না। কিন্তু আমাদের উপর এই দায়িত্বও বর্তায় যেন কেউ ধোঁকা না খায়। (সুতরাং আরো শুনুন ঃ)

ক) ইমাম 'আলী ইবনে মাদীনী ﵀ 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান আত-তায়েফীকে সিক্বাহ বলেছেন। খ) ইমাম 'আজলী সিক্বাহ বলেছেন। গ) ইমাম দারাকুতনী মু'তাবার বলেছেন। ঘ) ইমাম 'আদী বলেছেন:

يروى من عمرو بن شعيب احاديثه مستقيمة وهو يكتب حديثه

"আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান আত-তায়েফী ﵀, যিনি 'আমর বিন শু'আয়েব থেকে সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন। কেননা, তিনি তাঁর হাদীস লিখতেন।" (তাহযীবুত তাহযীব ৫/২৯৯)

ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মু'য়ীন কখনো সালেহ আবার কখনো য'য়ীফ বলেছেন। আবার কখনো ضعيف (য'য়ীফ) ও কখনো صويلح (সামান্য ভাল) বলেছেন (তাহযীব)। অর্থাৎ তিনি ভাল, তাঁর থেকে দলিল নেয়াতে সমস্যা নেই। যদি কেউ তাঁকে لين الْحديث (সূক্ষ্ম ত্রুটির হাদীস) বা ليس بالقوى (শক্তিশালী নয়) বলেন, তবে 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান থেকে ইমাম মুসলিমের কর্তৃক সহীহ মুসলিমে বর্ণনার দরুন আপত্তি দূর হয়ে যায়। তাছাড়া এই হাদীসটির তাওসীক্ব নিচের সাক্ষ্যগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয়:-

ورواه احْمد وابوداؤد وابن ماجه والدارقطنى من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده والْبخارى فيما حكاه الترمذى

"(আলোচ্য) হাদীসটি ইমাম আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারাকুতনী 'আমর বিন শু'আয়েব 'আন আবীহি 'আন জাদ্দিহি থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদ, 'আলী ইবনে মাদীনী ও ইমাম বুখারী ﵀ সহীহ বলেছেন। যা ইমাম তিরমিযী ﵀ বর্ণনা করেছেন।" (তালখীস ইবনে হাজার ২/৮৪ পৃ:)

ونقل الترمذى فى العلل الْمفرده عن الْبخارى انه قال انه حديث صحيح

"ইমাম তিরমিযী 'আলঈলালুল মুফরাদাহ'-তে ইমাম বুখারী ﵀ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: এই হাদীসটি সহীহ।" (নায়লুল আওতার ৪/২৫৪ পৃ:)

قال الْعراقى اسناده صالح

"ইমাম ইরাক্বী ﵀ বলেছেন, এই সনদটি সালেহ (উত্তম)।" (নায়লুল আওতার ৪/২৫৪ পৃ:)

তিরমিযীর বর্ণনার উপর আপনি যে অভিযোগ করেছেন তা উলামায়ে হাদীস খুব ভালভাবে অবগত আছেন। এ কারণে তাঁরা হাদীসটিকে নিজেদের মূল দলিল হিসাবে উল্লেখ করেন না। বাকী থাকল সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করার বিষয়টি। এর জবাব হল, যেহেতু ইমাম মুসলিম رحمه الله স্বয়ং মুতাকাল্লিম ফীহি'র বর্ণনা সাক্ষ্য ও সমর্থক হিসাবে বর্ণনা করেছেন, সেহেতু 'উলামায়ে হাদীসও সাক্ষ্য হিসাবে এ ধরণের বর্ণনাকারীর হাদীস উল্লেখ করেন। কখনই আপনাদের মত নিজেদের মতের সমর্থনে মুতাকাল্লিম ফীহি'র বর্ণনা মৌলিক দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন না।

ইমাম তিরমিযী رحمه الله কাসির বিন 'আব্দুল্লাহর হাদীসটি হাসান হিসাবে উল্লেখ করার কারণে যারা বিরাগভাজন হয়েছেন, সেটা তাদের ইলমের কমতির কারণ। ইমাম তিরমিযী رحمه الله অন্যান্য বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি রেখে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। এর স্বপক্ষে ইমাম তিরমিযী رحمه الله–এর নিজের বক্তব্য সাক্ষ্য হিসাবে উল্লেখ করা যায়। ইমাম তিরমিযী رحمه الله তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বলেছেন: وفى الباب عن عائشة وابن عمرو عبد الله بن عمرو "এই অনুচ্ছেদের অধীনে 'আয়েশা رضي الله عنها, ইবনে 'উমার رضي الله عنه ও 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর رضي الله عنه–এর বর্ণনা রয়েছে।" অর্থাৎ যখন এই হাদীসগুলো একত্রিত করে বিশ্লেষণ করা হবে তখনই হাদীসটি হাসান হিসাবে উত্তীর্ণ হয়।

সুতরাং যে লোকেরা ইমাম তিরমিযী رحمه الله–এর প্রতি অভিযোগ করেছেন তাদের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযী رحمه الله–এর উক্তি: احسن شئ روى فى هذا الباب "এই অনুচ্ছেদে যা বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম" – বলাটা সহীহ হিসাবে গণ্য করা যায়। সুতরাং অভিযোগ

সুতরাং হাদীসটি সম্পূর্ণ সহীহ। এ ব্যাপারে এখন আর কোন সংশয় নেই। এক্ষণে ইউসুফ লুধিয়ানভী সাহেবের বক্তব্য : "মুহাদ্দিসীন رحمهم الله–এর অভিমত এই যে, এ মাসআলায় রসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন রেওয়ায়াতই বিশুদ্ধতার সঙ্গে প্রমাণিত হয় নি"– কিভাবে সঠিক হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উপস্থাপনাটিই ভুল। [মুহাম্মাদ ইশতিয়াক্ব, নামায–কে সিলসিলাহ মেঁ ইউসুফ লুধিয়ানভী সাহেব কে চান্দ ই'তিরাযাত আওর উনকে জওয়াবাত (করাচীঃ জামা'আতুল মুসলিমীন, ১৯৯৮/১৪১৬) পৃ:৭-১০]

Contents

প্রত্যাখ্যাত। অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী رحمه الله-এর বক্তব্যের দাবী হল, "দুই 'ঈদের তাকবীর সম্পর্কে যে বিভিন্ন রকম বর্ণনা আছে তার মধ্যে সাত ও পাঁচ তাকবীরের বর্ণনাটি এ সম্পর্কীত অনুচ্ছেদের সবচে' সহীহ।" [হাফেয সালাহুদ্দীন ইউসুফ, সিরাতে মুস্তাক্বীম আওর ইখতিলাফে উম্মাত পৃ: ২৯০-৯১]

অভিযোগ– ৩ঃ ইমাম তিরমিযী رحمه الله এ হাদীস সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন মুহাদ্দিসীন رحمه الله তাঁর সঙ্গে একমত নন। সম্ভবত এ রেওয়ায়াত থেকে 'আব্দুল্লাহ বিন 'আব্দুর রহমান আত-তায়েফী رحمه الله-এর রেওয়ায়াত ভাল (عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده)। যেমন ইমাম আবূ দাউদ رحمه الله রেওয়ায়াত করেছেন (১/১৬৩পৃ:)। যদিও এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে সমালোচনা আছে। [ইউসুফ লুধিয়ানভী, উম্মাতের মতবিরোধ ও সরল পথ ২/৫০৭ পৃ:]

জবাবঃ আমরা পূর্বে জেনেছি 'আব্দুর রহমান আত-তায়েফীকে ইমাম বুখারী, মুসলিম رحمه الله সহ একাধিক মুহাদ্দিস তাঁর হাদীস গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া তাঁর প্রতি জারাহকারীদের জারাহ এইক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাখ্যা পূর্বে গত হয়েছে। সুতরাং ইউসুফ লুধিয়ানভী'র বক্তব্য "এর মধ্যে বিভিন্ন কারণে সমালোচনা আছে" – সম্পূর্ণ ধোঁকা। (অনুবাদক)

অভিযোগ– ৪ঃ তৃতীয়ত, দুই রাক'আতে ছয় তাকবীরের হাদীস যদিও কম। কিন্তু সম্ভবত শক্তি, নির্ভরযোগ্যতা এবং সাহাবায়ে কিরাম رضي الله عنهم-এর কৃত আমলের দিক দিয়ে প্রথমে উল্লিখিত রিওয়ায়াত থেকে উৎকৃষ্ট। কেননা, ... ইমাম তাহাবী হাসান বলেছেন...।

জবাবঃ এখানে আপনার কলম থেকেই নতজানু হওয়া প্রমাণিত হল। আপনার লেখনি থেকে প্রমাণ হয়, আপনি সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত নন। সুতরাং সংশয় ছেড়ে নিশ্চয়তার দিকে আসুন।

যদিও (চার তাকবীরের) বর্ণনাটি মুতাকাল্লিম ফীহি'র। এরপরও আমরা মানছি যে, এই বর্ণনাটি আপনাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু হাদীসটি কি আপনাদের মাযহাবকে সমর্থন করে? যতটা 'ইলমী অনুসন্ধান করা যায় – এর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। হাদীসটিতে প্রত্যেক রাক'আতে

Contents

চারটি তাকবীরের বর্ণনা আছে এবং ক্বিরাআতের পূর্বে না পরে উল্লেখ নেই। তাছাড়া জানাযার তাকবীরের সাদৃশ্য উল্লিখিত হয়েছে। হানাফীদের জানাযার তাকবীর সম্পর্কে এটা সবাই জানে যে, প্রথম তাকবীরের পর সানা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরুদ, তৃতীয় তাকবীরের পর দু'আ এবং চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম। অথচ 'ঈদাইনের তাকবীর এমনটি নয়। যদি প্রথম তাকবীরের পর কিছু পড়ে ঐ ধারাবাহিক পদ্ধতিতে চারটি তাকবীর বললেই কেবল জানাযার তাকবীরের সাথে সাদৃশ্য হয়। কেননা এই পদ্ধতির কোন কিছুই তাদের 'ঈদের সালাতে নেই।...সুতরাং হাদীসটি হানাফীগণ কর্তৃক দলিল হিসাবে গ্রহণ করা কিভাবে সহীহ হতে পারে? [হাফেয সালাহুদ্দীন ইউসুফ, সিরাতে মুস্তাক্বীম আওর ইখতিলাফে উম্মাত পৃষ্ঠ ২৯১-৯২]

অভিযোগ– ৫ঃ আব্দুর রহমান বিন সাওবানের বর্ণনার শেষে ইউসুফ লুধিয়ানবী সাহেব লিখেছেন : "হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله 'তাকরীব' গ্রন্থে আব্দুর রহমান বিন সাওবান رحمه الله-কে صدوق يُخطئ يرمى بالقِدر (সত্যবাদী, সামান্য ত্রুটি হওয়ার অভিযোগ আছে) এবং আবূ 'আয়িশাকে مقبول (মাক্ববুল) বলেছেন।

জবাবঃ 'আব্দুর রহমান বিন সওবানের সনদটির অবস্থা পূর্বের মতই। তাছাড়া মতনেও রয়েছে একই ধরণের ত্রুটি।

[সংযোজন ঃ মাক্ববুল রাবীর বর্ণনা তখনই গ্রহণযোগ্য যখন তা অন্য বর্ণনার বিরোধী না হয়। এ পর্যায়ে আবূ 'আয়িশা কেবল মারফু' হিসাবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে অন্য সিক্বাহ বর্ণনাকারীগণ হাদীসটি মওকুফ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এক্ষেত্রেও আবূ 'আয়িশার দুর্বলতা সম্পষ্ট। –অনুবাদক]

অতঃপর এর সমর্থনে তাহাবী থেকে যে বর্ণনাগুলো আপনি এনেছেন, সেগুলো প্রথম দু'টি বর্ণনার বিরোধী। কেননা এই বর্ণনাগুলোতে উভয় রাক'আতে চার চার তাকবীরের বর্ণনা আছে, প্রথম তাকবীর ব্যতীত। ইমাম আবূ হানিফা প্রথম রাক'আতে তিন তাকবীরের রায় দিয়েছেন ও আমল করেছেন। অর্থাৎ সেটা আপনার উপস্থাপিত দলিলগুলোর উপর আমল নয়। [হাফেয সালাহুদ্দীন ইউসুফ, সিরাতে মুস্তাক্বীম আওর ইখতিলাফে উম্মাত পৃষ্ঠা ২৯২]

অভিযোগ– ৬ঃ প্রকৃতপক্ষে এ সম্পর্কে ইমামগণের ইজতিহাদের নির্ভরতা মারফু' হাদীসের পরিবর্তে সাহাবীদের 'আমলের উপর হয়েছে। ... তাফসীরে ইবনে কাসির দেখুন।

জবাবঃ [সংযোজনঃ যখন আপনি পূর্বোক্ত দলিলগুলো প্রমাণ হিসাবে না নিয়ে ইজতিহাদের উপর নির্ভর করছেন – তখন পূর্বোক্ত উপস্থাপনা তো অহেতুক হল। অথচ সাধারণ জনগণ ছয় তাকবীরের মারফু' হাদীস আপনার কাছ থেকে জানতে চেয়েছে। –অনুবাদক]

প্রকৃতপক্ষে 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে যে বর্ণনাগুলো এসেছে, সেগুলো বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। ফলে এদের মধ্যে সমন্বয় করাটা খুবই কঠিন। এমনকি তাবীল করার রাস্তাও বন্ধ। এ কারণে সাধারণ মানুষ দলিলগুলো দ্বারা তিন তাকবীর প্রমাণের ক্ষেত্রে উল্টা জটিলতার মধ্যে পড়ে। কেননা ইবনে মাস'উদ থেকে ছয়ের বদলে নয় তাকবীরের বর্ণনাও তখন তাদের সামনে আসে। [হাফেয সালাহুদ্দীন ইউসুফ, সিরাতে মুস্তাক্বীম আওর ইখতিলাফে উম্মাত পৃঃ ২৯২-৯৩]

অভিযোগ– ৭ঃ অনেক সাহাবা থেকে ইবনে মাস'উদের তাসদীক্ব, তাসবীব বা মুওাফিক্বাত বর্ণিত হয়েছে।.... তিন তিন তাকবীরই প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

জবাবঃ যে সমস্ত বর্ণনা আপনি উল্লেখ করেছেন তার সনদগুলোর অবস্থা কি? সেগুলো দ্বারা কিভাবে সাক্ষ্য ও সমর্থক হিসাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে? জানাযার সাথে 'ঈদের সাদৃশ্যতাও সহীহ নয়। উভয় সালাতের বেশ কয়েকটি বৈসাদৃশ্য আছে।

ক. জানাযার সালাতে রুকু' ও সাজদাহ নেই, পক্ষান্তরে 'ঈদাইনের সালাতে আছে।

খ. জানাযার সালাত দুঃখ-বেদনার সাথে সম্পৃক্ত। পক্ষান্তরে 'ঈদের সালাতের সম্পর্ক খুশীর সাথে।

গ. জানাযার সালাতকে হানাফীগণ সালাত হিসাবে গণ্য করেন না (বরং দু'আ বলে থাকেন)। আপনি নিজেই এই (উম্মাতের মতবিরোধ ও সরল পথ) বইয়ের (২/৫০৫পৃঃ) 'জানাযার সালাত' সম্পর্কীত আলোচনাতে এটা উল্লেখ করেছেন।

Contents

ঘ. জানাযার সালাত মৃতের জন্য বিশেষ দু'আ। পক্ষান্তরে 'ঈদের সালাতে রব্বুল 'আলামীনের বড়ত্ব (তাকবীর) প্রকাশ করা হয়।

এরপরও কিভাবে 'ঈদের সালাত ও জানাযার সালাত এক হতে পারে? সুতরাং 'ঈদাইনের তাকবীরকে জানাযার তাকবীর দ্বারা ক্বিয়াস করাটা সহীহ নয়। এ সম্পর্কে যত বর্ণনা রয়েছে তা মুহাদ্দিসদের উসূলের আলোকে কোন না কোনভাবে ত্রুটিযুক্ত। কিছু সাহাবী থেকে কিছু গায়ের মাক্ববুল বর্ণনা হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হওয়াই সেগুলো সমস্ত সাহাবী ও তাবে'য়ীদের সাথে যুক্ত করা সত্যকে ঢাকার অপচেষ্টা মাত্র।

জনাব প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমস্ত সাহাবা বিশেষ করে খলিফায়ে রাশেদীন, সাতজন ফক্বীহ, 'উমার বিন 'আব্দুল 'আযীয, মক্কা ও মদীনাবাসী এবং মুসলিম বিশ্বের সর্বসাধারণের আমল বারো তাকবীরে উপর। (ক্বওলুস সাদীদ, লেখক : তুহফাতুল আহওয়াযী)

বাকী থাকল কিছু সাহাবীর رضي الله عنه চার তাকবীরের বর্ণনা। যদি সেটা মওকুফ হিসাবেও সহীহ মেনে নিই তবুও সেগুলোকে ঐকমত্যের দলিল হিসাবে উপস্থাপন করাটা সহীহ নয়।

সুতরাং যদি ঐকমত্যের দলিল নিতে চান তবে সেটা বার তাকবীরের বর্ণনা। তাছাড়া স্বয়ং হানাফীদের কিতাবে বারো তাকবীরের বর্ণনা আছে। যেভাবে বানূরী সাহেব মা'আরেফুস সুনানে ৪/৪৪০ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং সুস্পষ্ট হল, এই অনুচ্ছেদে হানাফীদের মসলক দুর্বল ও সহীহ নয়। [হাফেয সালাহুদ্দীন ইউসুফ, সিরাতে মুস্তাক্বীম আওর ইখতিলাফে উম্মাত পৃ: ২৯৩-৯৪]

অভিযোগ– ৮ঃ ইবনে আব্বাস নিজেই 'ঈদের তাকবীরের ব্যাপারে উদারতা প্রদর্শন করে বলেন:

من شاء كبّر سبعا، ومن شاء كبّر تسعا، وباحدى عشرة وثلاث عشرة

"যার ইচ্ছা সাত তাকবীর দিবে, যার ইচ্ছা নয় তাকবীর দিবে, এগারো তাকবীর দিবে, তেরো তাকবীর দিবে।" [তাহাবী২/৪০১, সনদ সহীহ। দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল ৩/১১২]

Contents

সাহাবীদের মধ্যে কেউ তাঁর একথার বিরোধীতা করেছেন এমন কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না। অতএব, সাহাবী হিসাবে তাঁর এ ফাতওয়াটি আমরা গ্রহণ করতে পারি এবং ইবনে 'আব্বাসের মত আমরাও 'ঈদের তাকবীরের বিষয়ে উদারতা দেখাতে পারি। [আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম, ঈদ ও কুরবানীর মাসায়েল, পৃঃ ৫৬]

জবাবঃ

ক) বর্ণনাটির সনদ হল :

حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال...

এখানে ক্বাতাদাহ মুদাল্লিস এবং তিনি 'আন দ্বারা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং হাদীসটি য'য়ীফ হওয়া সুস্পষ্ট। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শায়েখ আলবানী رحمه الله–র তাদলীস সম্পর্কীত বিশ্লেষণ দুর্বল। সুতরাং তাঁর থেকে সনদটিকে সহীহ বলা গ্রহণযোগ্য নয়।

খ. হাদীসটিতে বারো তাকবীর সম্পর্কে কোন বর্ণনা নেই। অথচ মারফূ, মারফূ'–হুকুমী ও মওকুফ সহীহ হিসাবে মতনগত বৈপরীত্য ছাড়াই একাধিক সাহাবী থেকে বারো তাকবীরের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে সাক্ষ্য ও সমর্থনমূলক হাসান ও য'য়ীফ মওকুফ ও মাকতু বর্ণনা। সুতরাং ইবনে 'আব্বাসের এই বর্ণনাটি মতনের দিক থেকে শায হওয়াই প্রত্যাখ্যাত। কেননা সহীহ হাদীসে বর্ণিত বার তাকবীরের সংখ্যাটিই অনুপস্থিত।

গ. মু'মিন হিসাবে উদারতা সেটাই যা সবদিক থেকে সহীহ হিসাবে প্রমাণিত ও বিভিন্ন সূত্রে সমর্থিত। তাছাড়া হাদীসের সাধারণ নীতিমালা এটাই যে, অপেক্ষাকৃত সহীহ বর্ণনাটিকেই গ্রহণ করতে হবে। কেননা অন্য বর্ণনাটি সনদগত সহীহ হলেও মতনগত দিক থেকে শায হতেই পারে। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন। (অনুবাদক)

অভিযোগ– ৯ঃ 'আমর বিন শু'আয়েব বর্ণিত হাদীসে তিন স্থানে পরস্পর বিরোধী তথ্য রয়েছে। প্রথমত, তাকবীরের সংখ্যা কখনো ১১ ও কখনো ১২ বলা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, কেউ কেউ একে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম ও কেউ কেউ তাঁর নির্দেশ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয়ত, কোন কোন বর্ণনায় দুই 'ঈদের কথা ও কোন কোন বর্ণনায় শুধমাত্র 'ঈদুল ফিতরের কথা বলা হয়েছে। মুহাদ্দিসগণের নিকট এইরূপ বৈপরীত্য অত্যন্ত আপত্তিকর। [ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সহীহ হাদীসের আলোকে 'ঈদের সালাতের অতিরিক্ত তাকবীর পৃ: ৩৬]

জবাবঃ

ক. ১১ সংখ্যার বর্ণনাটি আত-তায়েফী 'আন দ্বারা আমর বিন শু'আয়েব থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। পক্ষান্তরে ১২ তাকবীরের বর্ণনাটি তায়েফী ইয়ুহাদ্দিসু 'আন 'আমর বিন শু'আয়েব সনদে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ১১ সংখ্যার তাকবীরটি তাদলীসের কারণে য'য়ীফ। পক্ষান্তরে ১২ তাকবীরের বর্ণনাটি আত-তায়েফী কর্তৃক 'আমর বিন শু'আয়েব থেকে শোনা প্রমাণিত হয়েছে (سَمِعَهُ অন্য বর্ণনায় يُحدث عن দ্বারা)। সুতরাং ১২ তাকবীর গ্রহণযোগ্য এবং ১১ তাকবীরটি য'য়ীফ।

খ. কোন হাদীস কেবল নবী ﷺ থেকে কর্ম ও নির্দেশ হিসাবে বর্ণনা হওয়ার কারণে মুহাদ্দিসদের নিকট ত্রুটি নয়। কেননা বর্ণনাগুলোতো সাংঘর্ষিক নয়। যদি বিরোধী কিছু পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই তা ত্রুটির কারণ। আমাদের আলোচ্য ১২ তাকবীরের ক্বওলী ও ফে'লী হাদীসের মধ্যে এ ধরণের কোন বৈপরীত্য না থাকায় নির্দ্বিধায় সহীহ হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

গ. অভিযোগকারী কর্তৃক ১২ তাকবীরের দু'টি সনদের একটিতে 'ঈদ এবং অপরটিতে 'ঈদুল ফিতর শব্দ এসেছে। অপর একটি বর্ণনাতে 'ঈদাইন (দুই 'ঈদ) শব্দ এসেছে (ইবনে মাজাহ)। তাছাড়া 'আয়েশা ؓ-এর সাক্ষ্যমূলক বর্ণনাটিতে 'ঈদুল ফিতর ও 'ঈদুল আযহা উভয়টি বর্ণিত হয়েছে। এখানে মূলগত কোন বৈপরীত্য হাদীসে আসে নি। বরং এগুলোর

Contents

প্রতিটি একটি অপরটিকে সমর্থন করে। কখনই বৈপরীত্য বা সংঘর্ষ সৃষ্টি করে না। সুতরাং আপত্তি খণ্ডিত হল। হাদীসটিকে শায হিসাবে আমরা তখনই গণ্য করতাম যখন বৈপরীত্য দেখা দিত। আল্লাহ সত্য বুঝার তাওফিক্ব দিন। –অনুবাদক।

অভিযোগ– ১০ঃ ‘আমর বিন শু‘আয়েবের হাদীসের প্রতি আপত্তির আরো একটি দিক হলো:

ক. হাদীস বর্ণনায় ‘আমার বিন শু‘আয়েবের গ্রহণযোগ্যতা;

খ. তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা;

গ. তাঁর দাদা বলতে কাকে বুঝানো হয়েছে? (সঙ্কলিত)

জবাবঃ এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণ থেকে উক্ত আপত্তিগুলোর পরিপূর্ণ সমাধান উল্লিখিত হয়েছে। যা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী رحمه الله–এর লেখনী থেকে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।[৬১] আপত্তিগুলোর যে জবাব মুহাদ্দিসগণের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে– সেগুলোই সংশয় নিরসণের জন্য যথেষ্ট।

অভিযোগ– ১১ঃ যদিও এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ ﷺ-এর কর্ম হিসাবে বর্ণিত প্রত্যেক হাদীসের সনদেই দুর্বলতা রয়েছে, তবুও সার্বিক বিচারে আমরা দুইটি হাদীসকে “সহীহ লিগায়রিহী” বা “হাসান” অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করতে পারি।

প্রথম হাদীস: ‘আমর ইবনে শু‘আইব বর্ণিত ১২ বা ১১ তাকবীর বিষয়ক হাদীস। আমরা দেখেছি যে, এই হাদীসটির সনদ অনেক মুহাদ্দিসের নিকট দুর্বল, তবে ইমাম যাহাবী, ইবনু হাজার প্রমুখ এই সনদকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। আমর ইবনু শু‘আয়েব থেকে হাদীসটি বর্ণনাকারী “তায়েফী” কোন কোন মহাদ্দিসদের মতে দুর্বল, আবার কেউ কেউ তাকে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে ইবনে লাহী‘য়ার হাদীস ও অন্যান্য দুর্বল সনদের হাদীস এই হাদীসের অর্থের সমর্থন করে। কাজেই সার্বিক বিচারে হাদীসটি গ্রহণযোগ্য। [ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সালাতুল ‘ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর পৃঃ ৭৩]

---

[৬১] আরো জানার জন্য দেখুন “ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাক্‌তা” –কামাল আহমাদ।

জবাবঃ

ক. পূর্বে প্রমাণিত হয়েছে ১২ তাকবীরের বর্ণনা নিশ্চিতরূপে সহীহ।

খ. ১১ তাকবীরের বর্ণনাটির সনদে ইবনে হাইয়ান আছেন। তিনি তায়েফী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। অথচ তায়েফীর সাথীদের মধ্যে কেবল ইবনে হাইয়ান-ই দ্বিতীয় রাক'আতে চার তাকবীরের কথা উল্লেখ করেছেন (দ্রঃ আওনুল মা'বুদ শরহে আবূ দাউদ)। এখানে ইবনে হাইয়ানের সংশয় সৃষ্টি হয়েছে। সহীহ হল পাঁচ তাকবীর যেভাবে ইমাম ওয়াকী' ও ইবনে মুবারক বর্ণনা করেছন।[৬২] শায়েখ আলবানী رحمه الله-ও চার তাকবীরের পরিবর্তে হাদীসটি পাঁচ হওয়ার শর্ত সাপেক্ষে হাদীসটিকে সহীহ হিসাবে গণ্য করেছেন।[৬৩] তাছাড়া ১১ তাকবীরের সনদটি হল, 'আন আবী ইয়া'লা আত-তায়েফী 'আন 'আমর বিন শু'আয়েব। পক্ষান্তরে ১২ তাকবীরের সনদটি হল, 'আন 'আব্দুর রহমান আত-তায়েফী ইয়ুহাদ্দিসু 'আন 'আমর বিন শু'আয়েব। সুতরাং ১২ তাকবীরে "ইয়ুহাদ্দিসু 'আন" বাক্যটি হাদীসটির সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়। কেননা তাফেয়ী সিক্বাহ কিন্তু মুদ্দাল্লিস (শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই, তাহক্বীক্বকৃত তাবাক্বাতুল মুদাল্লিসীন পৃঃ ২৫)। এ কারণে তাঁর থেকে 'আন শব্দের ১১ তাকবীরের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, পক্ষান্তরে হাদ্দাসানা/আখবারানা শব্দের ১২ তাকবীরের হাদীস নিশ্চিতভাবে সহীহ। তাছাড়া ১১ তাকবীরের বর্ণনাটি শায হওয়াই য'য়ীফ এবং ১২ তাকবীরের বর্ণনাটি মাহফুয হওয়াই সহীহ হিসাবে গণ্য হয়।

গ. ইবনে লাহী'য়া ও অন্যান্য দুর্বল সনদের হাদীস দ্বারা ১২ তাকবীরের সমর্থন হয়। কখনই ১১ তাকবীরের সমর্থন হয় না। কেননা ঐ বর্ণনাগুলোতে ১২ তাকবীর বর্ণিত হয়েছে।

---

[৬২] তাহক্বীক্বকৃত উর্দূ আবূ দাউদ (রিয়াদ ঃ দারুস সালাম) তাহক্বীক্ব ঃ শায়েখ যুবায়ের আলী ঝাই, তরজমা ও টীকা ঃ শায়েখ আব্দুর রহমান ফারুক্ব সা'য়ীদী, পৃঃ ৮০৭

[৬৩] শায়েখ আলবানী رحمه الله লিখেছেন: حسن صحيح دون قوله : اربعا، والصواب : خمسا — كما يأتى من المؤلف معلقا [তাহক্বীক্বকৃত আবূ দাউদ হা/১১৫২]।

ঘ. "তায়েফী" সম্পর্কে জারাহ (অভিযোগ/আপত্তি) খুবই দুর্বল। তাছাড়া বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে উক্ত জারাহ প্রত্যাখ্যাত। সুতরাং হাদীসটি নির্দ্বিধায় সহীহ বা কমপক্ষে হাসান।

ঙ. আবূ হুরায়রা থেকে সহীহ মওকুফ হিসাবে মুয়াত্তা মালেকে ১২ তাকবীরের হাদীস রয়েছে। যা হুকুমগত মারফু' হাদীসের মর্যাদা লাভ করে। সুতরাং কেবল সার্বিক বিচারে নয় বরং নিঃসঙ্কোচে বার তাকবীরের বর্ণনাটি গ্রহণযোগ্য।

অভিযোগ– ১২ঃ দ্বিতীয় হাদীস : ৪ তাকবীর বিষয়ক আবূ মূসা আশ'আরীর হাদীস। আমরা দেখেছি যে, এই হাদীসের সনদকে ইমাম আবূ দাউদ প্রমুখ হাসান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য অনেক মুহাদ্দিসের মতে এই হাদীসের সনদে কিছু দুর্বলতা আছে। তবে ইমাম তাহাবী বর্ণিত অন্য হাদীসটি এই হাদীসের সমর্থন করে। ফলে উভয় হাদীস একত্রে হাসান বা গ্রহণযোগ্য হিসাবে গণ্য করতে হবে। [ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সালাতুল 'ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর পৃঃ ৭৩]

জবাবঃ আবূ মূসা ؓ-এর হাদীসটি মওকুফ হওয়ার সাথে সাথে

ক. আবূ আয়েশা মাজহুল ও 'আব্দুর রহমান বিন সাবিত বিন সাওবান য'য়ীফ।

খ. ৪ তাকবীরের হাদীসটি ১২ তাকবীরের সহীহ মারফু ও সহীহ মওকুফ হাদীসগুলোর বিরোধী বিধায় আমলের দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য।

গ. ৪ তাকবীরের হাদীসে জানাযার সালাতের সাথে তুলনা করাটা সহীহ ক্বিয়াসের বিরোধী হওয়াই প্রত্যাখ্যাত। আবার ৯ তাকবীর দ্বারা এটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যা জানাযার সালাতের সাথে ক্বিয়াসী কোন সম্পর্কই রাখে না।

সুতরাং এত পরস্পর বিরোধী বর্ণনার কারণে ৪ তাকবীরের হাদীসটিকে কিভাবে গ্রহণ করা যাবে?

Contents

অভিযোগ– ১৩ঃ আমাদের মতে নিরপেক্ষ সনদভিত্তিক বিচারের ফলাফল এর বাইরে যেতে পারে না। এখন যদি কেউ দাবী করেন যে, এ বিষয়ে আমর ইবনু শু'আইয়েবের হাদীসটি অথবা ইবনু লাহী'য়ার হাদীসটি সহীহ, কারণ অমুক অমুক একে সহীহ বলেছেন, আর ওয়াদীনের হাদীস ও ইবনু সাওবানের হাদীস বাতিল, কারণ অমুক তাকে বাতিল বলেছেন, তাহলে তা অন্ধ তাকলীদ ও প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া কিছুই হবে না। অনুরূপভাবে আমরা যদি দাবি করি যে, ইবনু লাহী'য়াকে অমুক দুর্বল বলেছেন এবং আমর ইবনু শু'আয়েবকে অমুক দুর্বল বলেছেন, এজন্য ১২ তাকবীরের সব হাদীস য'য়ীফ, আর ওয়াদীনকে বা ইবনু সাওবানকে অমুক নির্ভরযোগ্য বলেছেনে কাজেই ৪ বা ৮ তাকবীরের হাদীস সহীহ তাহলেও তা শুধুমাত্র প্রবৃত্তি ও মনমর্জির অনুসরণ করা হবে।[ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সালাতুল 'ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর পৃঃ ৭৩]

জবাবঃ উক্ত সিদ্ধান্ত এসেছে হাদীস যাচায়–বাছায় পদ্ধতি জানার কমতির কারণে। এর সমস্ত রহস্য ও সমাধান আমাদের এই পুস্তিকার মাধ্যমে দেয়া হয়েছে, ফালিল্লাহিল হামদ। পূর্বোক্ত তাহক্বীক্ব অনুযায়ী ১২ তাকবীরের বর্ণনাটিই প্রাধান্য পায় এবং চার তাকবীরটি সনদ, মতন উভয় দিক থেকেই দুর্বল হিসাবে প্রমাণিত হয়। আল্লাহ আমাদের 'ইলম বৃদ্ধি করুন এবং তাক্বলীদ থেকে দূরে রাখুন আমীন।

আসমাউর রিজালের আলোকে ইবনে লাহী'য়াহ رحمه الله

–শায়েখ ইরশাদুল হক্ব আসরী حفظه الله

[এই অংশটি নেয়া হয়েছে শায়েখ ইরশাদুল হক্ব আসীর حفظه الله-এর 'তাওযীহুল কালাম ফি উজুবি কি্বরআতি খলফাল ইমাম' ১৯০-১৯৪ পৃষ্ঠা থেকে। তিনি হানাফী আলেম সারফরায সফদার সাহেবের 'আহসানুল কালম'-এ ইবনে লাহী'য়াহ رحمه الله–এর প্রতি আপত্তির যে জবাব দিয়েছিলেন তা নিচে অনূদিত হল। –অনুবাদক]

'আয়েশা رضي الله عنها বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القران فهى خداج

"প্রত্যেক সালাতে সূরা ফাতিহা পড়া না হলে তা খিদাজ বা ত্রুটিযুক্ত।" (তাবারানী সগীর ১/৯৩পৃ:, কিতাবুল কি্বরাআত পৃ: ৩১, আখবারে ইস্বাহান ১/১৯৩ পৃ:, আল–কামিল ৪/১৪৭০পৃ:)

ইমাম হায়সামী رحمه الله "মুজমা'উ যাওয়ায়েদ"(২/২১১)–এ বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর লিখেছেন : فيه ابن لَهيعة وفيه كلام "এর সনদে ইবনে লাহী'য়াহ আছেন, তাঁর প্রতি আপত্তি আছে।"

সরফরায সফদার সাহেবও তাঁর "আহসানুল কালাম"–এ (২/৫৭,৫৮ পৃ:) ইবনে লাহী'য়াহ'র প্রতি আপত্তি করেছেন। কিন্তু এই আপত্তির উপর দু'টি আপত্তি আছে।

১) স্বয়ং ইমাম হায়সামী رحمه الله বলেছেন:

ابن لَهيعة وفيه ضعف وهو حسن الْحديث

"ইবনে লাহী'য়াহ'র কিছু দুর্বলতা আছে, কিন্তু তাঁর হাদীস হাসান।" (মুজমা'উ যাওয়ায়েদ ৮/১০২ পৃ:)

তিনি অপর একটি স্থানে (১/১৬ পৃ:) লিখেছেন: ابن لَهيعة قد احْتج به غير واحد "অনেক মুহাদ্দিস তাঁর থেকে দলিল গ্রহণ করেছেন, যতক্ষণ না তিনি একক (বর্ণনাকারী) হন।"

সরফরায সফদার সাহেব লিখেছেন: "নিজের যামানাতে ইমাম হায়সামীর শুদ্ধতার ও অশুদ্ধতার উপর নির্ভর করা ছাড়া আর কে নির্ভরযোগ্য ছিল?" (আহসানুল কালাম ১/২৩৩ পৃ: টীকা দ্রষ্টব্য)

সুতরাং সফদার সাহেব ও তাঁর অনুসারীদের কমপক্ষে ইমাম হায়সামীর رحمه الله এই উদ্ধৃতির উপর নির্ভর করা উচিৎ।

২) নিঃসন্দেহে অনেক মুহাদ্দিস ইবনে লাহী‘য়ার উপর আপত্তি করেছেন। কিন্তু তাঁকে সিক্বাহ গণ্যকারীদের মধ্যে আছেন: ইমাম আহমাদ[৬৪] رحمه الله, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ওয়াহাব رحمه الله, আহমাদ বিন সালেহ رحمه الله ও ইবনে ‘আদী رحمه الله অন্যতম। যেভাবে ‘তাহযীব’ ও ‘মীযানুল ই‘তিদাল’–এ বর্ণিত হয়েছে। তবে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ তাঁর বর্ণনার ইখতিলাতের (বর্ণনা গুলিয়ে ফেলার) কারণে য‘য়ীফ গণ্য করেছেন। হাফেয ইবনে হাজার رحمه الله বলেছেন:

صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه ...

“তিনি সত্যবাদী। জীবনের শেষভাগে তাঁর কিতাবগুলো পুড়ে যায় ও স্মৃতিশক্তিতে দুর্বলতা দেখা দেয়।” (তাক্বরীব পৃ: ২৮৪)

মুহাক্কেক্ব আমীর আলী رحمه الله ‘তাক্বরীব’–এর টীকা “তা‘ক্বীব”–এ লিখেছেন:

صدوق كما قال الْمصنف واذا امن التدليس منه فهو حجة فى رواية الْمتقدمين عنه فانّها قبل التّخلط

“লেখক (ইবনে হাজার) তাঁকে সত্যবাদী বলেছেন, এটা সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন তিনি তাদলীস করেন না এবং মুতাক্বাদ্দিমীন (পূর্ববর্তীগণ) তাঁর থেকে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হওয়ার পূর্বে বর্ণনা করেছেন – তা দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য।”

এখানে মুতাক্বাদ্দিমীন–এর অর্থ কি? ইমাম ইবনে হিব্বান رحمه الله লিখেছেন:

وكان اصحابنا يقولون من سَمع منه قبل الاحتراق فصحيح كالعبادلة عبد الله بن وهب وابن الْمبارك وابن يزيد الْمقرئ وابن مسلمة القعنبى

---

[৬৪] ইমাম আয়নী হানাফী رحمه الله একটি স্থানে লিখেছেন: وثقه احْمد وكفى بذلك “ইমাম আহমাদের সিক্বাহ গণ্য করাটাই যথেষ্ট।” (‘উমদাতুল ক্বারী ১/২৩৪ পৃ:)

Contents

"আমাদের সাথীগণ (মুহাদ্দিসগণ) বলেছেন: যিনি তাঁর থেকে কিতাব পুড়ে যাওয়ার পূর্বে শুনেছেন এবং তাঁর শোনাটাও সহীহ, যেমন- 'আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহহাব رحمه الله, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক رحمه الله, 'আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ মাক্কার্রিয়ী رحمه الله ও 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুসাল্লামাহ কা'নাবী رحمه الله বর্ণনা করেছেন। (কিতাবুল মাজরুহীন ২/১১ পৃ:, মীযানুল ই'তিদাল ২/৪৮২ পৃ:)

হাফেয 'আব্দুল গণী সা'ঈদ আযদী رحمه الله-ও লিখেছেন:

اذا روى الْعبادلة عن ابن لَهيعة فهو صحيح

"যখন দেখ 'উবাদালাহ ('আব্দুল্লাহ নামের ব্যক্তিগণ) 'আন ইবনে লাহী'য়াহ - তখন তা সহীহ।" (তাহযীব ৫/৩৭৮)

ইমাম যাহাবী رحمه الله তাহযীবে (৫/৩৭৮) লিখেছেন:

ضعفوه ولكن حديث ابن الْمبارك وابن وهب والْمقرئ عنه احسن وأجود و بعض الائمة صحيح رواية هؤلاء عنه واحتج به

"মুহাদ্দিসগণ তাঁকে য'য়ীফ গণ্য করেন কিন্তু 'আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহহাব رحمه الله, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক رحمه الله, 'আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ মাক্কার্রিয়ী رحمه الله প্রমুখ তাঁর বর্ণনা আহসান ও আজুদ (খুবই উত্তম) বলেছেন। আবার অনেকে তাঁর বর্ণিত হাদীসকে সহীহ বলেছেন এবং তাঁর থেকে দলিল নিয়েছেন।"

হানাফী মুহাক্কেক্ব নিমভী رحمه الله লিখেছেন:

ذهب غير واحد من الْمحدثين الى ان سِماع من سَمع منه قديْما جيد

"অনেক মুহাদ্দিস এদিকে গিয়েছেন যে, তাঁর থেকে যাদের সামা' (শোনা) প্রাচীন তাঁদের সামা' জাইয়েদ।" (আত-তা'লীকুল হাসান পৃ: ৯, ১০)

এরপর তিনি "মীযানুল ই'তিদাল"-এর সূত্রে ইমাম ইবনে হিব্বানের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন।"

হাদীস বিশ্লেষকদের এই উদ্ধৃতিগুলো থেকে সুস্পষ্ট হল, ইবনে লাহী'য়াহ থেকে যখন 'উবাদালাহ আরবা'আহ (চারজন 'আব্দুল্লাহ নামের

Contents

ব্যক্তি) বর্ণনা করেন এবং যদিও তা মু‘আন‘আন না হয়– তবে সেটা হানাফীদের কাছেও সহীহ।

তাছাড়া আলোচ্য হাদীসটিতে ইবনে লাহী‘য়াহ رحمه الله ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ মাক্বারিয়ী رحمه الله থেকে বর্ণনা করেছেন। যেভাবে ‘তাবারানী সগীর’, ‘কিতাবুল ক্বিরাআত’ প্রভৃতির সনদের উল্লেখ আছে। তাছাড়া ‘কিতাবুল ক্বিরাআত’ ও ‘আল-কামীল’-এ তাঁর থেকে ‘তাহদীস’-এর ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট হয়েছে।

শব্দগুলো নিম্নরূপ:

ابن الْمقرى ثنا أبى حدثنا ابن لَهيعة حدثنى ابن غزية عن هشام

সুতরাং হাদীসটিকে য‘য়ীফ ও ইবনে লাহী‘য়াহ-কে মাজরুহ (প্রত্যাখ্যাত) বলা খণ্ডিত হল। সম্ভবত সরফরায সফদার সাহেব বিষয়টি জানতেন কিংবা নিজের স্বভাবসুলভ বৈশিষ্ট্যের কারণে গোপন করেছেন।

Contents

ইবনে লাহিয়ার ভিন্ন একটি দিক

'আব্দুল্লাহ ইবনে লাহী'য়াহ رحمه الله সম্পর্কে বলা হয় তিনি বর্ণনার ক্ষেত্রে গোঁজামিল করার কারণে য'য়ীফ। কিন্তু 'উবাদালাহ তথা 'আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহহাব رحمه الله, 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক رحمه الله, 'আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ মাক্বার্রিয়ী رحمه الله ও 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুসাল্লামাহ কা'নাবী'র (স্মৃতি শক্তি হ্রাস হবার) পূর্বের বর্ণনা ঐ দোষ থেকে মুক্ত। যেভাবে ইমাম যাহাবী رحمه الله ও প্রমুখ বলেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে হানাফীদের কিতাব "ই'লাউস সুনান"–এ যাফর আহমাদ উসমানী رحمه الله ইবনে লাহী'য়াহ–কে হাসান হিসাবে গণ্য করেছেন।

তিনি رحمه الله লিখেছেন:

ذكرنا غير مرة انه حسن الحديث قد احتج به غير واحد وحسن له الهيثمى فى المجمع وقال قد حسن له الترمذى .... فالحديث حسن

"আমি কয়েকবার উল্লেখ করেছি যে, তিনি হাসানুল হাদীস। তাঁর থেকে দলিল নেয়া হয়েছে। ইমাম হায়সামী رحمه الله 'মুজমা'উ যাওয়ায়েদ'–এ তাঁর হাদীসকে হাসান বলেছেন এবং বলেছেন ইমাম তিরমিযী তাঁকে হাসান বলেছেন। সুতরাং হাদীসটি হাসান।" আর এ কথাই জা'ফার আহমাদ উসমানী "ই'লাউস সুনানে" বারবার বলেছেন। [দ্র: ১/২৯০,৩০৮ পৃ:, ৩/১৯,৫৪,১৭১ পৃ:, ৪/৩০,৩৭,৪৫,২১৪,২৭৬ পৃ: ।)[৬৫]

সরফরায সফদার সাহেব ইবনে লাহী'য়াহ'র ঐসব বর্ণনা য'য়ীফ বলেছেন যা তাঁর বিরোধী। কিন্তু স্বপক্ষের মাসআলার ক্ষেত্রে বলেছেন:

فى السند ابن لَهيعة وسكت عنه الحاكم والذهبى وقال الهيثمى رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير ابن لَهيعة وهو حسن

"সনদটিতে ইবনে লাহী'য়াহ আছেন। হাকিম رحمه الله ও যাহাবী رحمه الله চুপ থেকেছেন। হায়সামী رحمه الله বলেছেন, তাবারানী এটি উল্লেখ করেছেন এবং ইবনে লাহী'য়াহ ছাড়া অন্যান্যরা সহীহ। আর তিনি হাসানুল হাদীস।" (খাযায়েনুস সুনান ১ম ও ২য় খ- পৃ: ১৩৫, ৩৮৫)

---

[৬৫]. আরো দ্রঃ ই'লাউস সুনান (ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ৩/৩৫৮ পৃ:, হা/১২৭৭।

মাওফিকুল মাক্কীর একটি বর্ণনাতে ইমাম আবূ হানিফার 'মানাক্বেব'-এ বর্ণনা করেছেন:

نا ابن لَهيعة قال قال رسول الله ﷺ فى كل قرن من امتى سابقوْن وابو حنيفة سابق زمانه .

"ইবনে লাহী'য়াহ ﵀ বলেছেন: প্রত্যেক ক্বরন বা সম্প্রদায় থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি থাকবে, আবূ হানিফা ﵀ নিজের যামানার এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি।" (আল-মানাক্বিব লিলমাওয়াফিক্ব ১/১৪ পৃ:)

ইমাম কারূরী 'আল-মানাক্বিব' (১/২৩, ২৪ পৃষ্ঠা)-এ বলেছেন: এটি মুরসাল বর্ণনা। আর মুরসাল বর্ণনা আমাদের মাযহাবে মাক্ববুল। শাফে'য়ীগণ কিভাবে বলে তারা আহলে হাদীস, অথচ তারা মুরসাল বর্ণনা ত্যাগ করেন।

তাবীল থেকে বিরত থাকার জন্য আমরা এ ব্যাপারে পর্যালোচনা থেকে দূরে থাকছি। উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু ছিল যে, (স্বয়ং হানাফীদের কাছেই) প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ইবনে লাহী'য়াহ হাসানুল হাদীস ও মাক্ববুল, অন্যথায় য'য়ীফ। فان لله وانا اليه راجعون ..

◆

শাইখ কামাল আহমাদ অনূদীত আরো একটি সাড়া জাগানো বই–

মাযহাব ও তাক্বলীদ

মূল: মাস'উদ আহমাদ

পুস্তকটি সংগ্রহ করুন

সালাফী পাবলিকেশন্স

৪৫, কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট, দোকান নং ২০১ (দ্বিতীয় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা, মো: ০১৯১৩-৩৭৬৯২৭, ০১৬৮০-১০১৬১৪

Contents

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

কুরআন ও সহীহ্ হাদীস নির্ভর বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চার
জগতে এক উজ্জ্বল দিশারী

আতিফা পাবলিকেশন্স

কর্তৃক প্রকাশিত ও পরিবেশিত বইসমূহ

০১. জান্নাতের বর্ণনা –মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী
০২. জাহান্নামের বর্ণনা –মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী
০৩. কবরের বর্ণনা –মূল: মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী
০৪. কুরআন ও বর্তমান মুসলমান –এ.কে.এম. ওয়াহিদুজ্জামান
০৫. হিসনুল মুসলিম –মূল: সাঈদ ইবনে আলী আল-কাহতানী (র)
০৬. কতিপয় হারাম বস্তু যা অনেকে তুচ্ছ মনে করে তা থেকে সতর্কতা অপরিহার্য
০৭. ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ ও মাসায়েলে সাকতা –সংকলক: ঐ
০৮. কবীরা গুনাহগার কি চিরস্থায়ী জাহান্নামী? –সংকলক: কামাল আহমাদ
০৯. তাফসীর ॥ হুকুম বি-গয়রি মা- আন্‌ঝালাল্লাহ –সংকলক: ঐ
১০. যঈফ রিয়াদুস সালিহীন –তাহক্বীক্ব: শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (র)
১১. রাসূল (স)-এর নামায বনাম নামাযে প্রচলিত ভুল –হা. মুফতি মোবারক সালমান
১২. সিলসিলাতুল আহাদীসুস সহীহাহ্ –মূল: শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (র); বঙ্গানুবাদ: হাফেয মুফতি মোবারক সালমান।

প্রকাশের অপেক্ষায়:

১৩. আক্বীদাতুত্ ত্বহাবী– [মূল: ইমাম আবূ জা'ফর ত্বহাবী (র); –তাহক্বীক্ব: শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী (র)] বঙ্গানুবাদ: হাফেয মুফতি মোবারক সালমান।
১৪. সহীহ্ পূর্ণাঙ্গ অযীফা ও যিক্র –সম্পাদনা: ঐ
১৫. সহীহ্ পূর্ণাঙ্গ মাকসুদুল মুমিনীন [তাহক্বীক্ব কৃত] –সম্পাদনা: ঐ
১৬. মুহাম্মাদায়ন (ﷺ) [শিশু-কিশোরদের জন্য] –সংকলক: ঐ

আতিফা পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থ-ব্রুক হল রোড (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা– ১১০০
(জুবিলী স্কুল এন্ড কলেজের বিপরীত পার্শ্বে) ☎ ০১৭-৪৫৬-৩৯৫-৮৮